অপহৃতা

বীরেন্দ্র মল্লিক

প্রকাশক :

বীরেন্দ্র মল্লিক

মার্ব্বল প্যালেস

৪৬, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ

রথযাত্রা ১৩৬১

মূল্য : দু টাকা বারো আনা

প্রচ্ছদপট : শ্রীসুকুমার দাস

মুদ্রাকর :

শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ভিস প্রিন্টার্স,

৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট,

কলিকাতা ৫

অপহৃতা

১

বিডন ষ্ট্রীটের উপর ত্রিতল বাড়ী। বাড়ীতে বিবাহ হইতেছে। ভদ্রলোক ও নিমন্ত্রিতদের সমাগমে বাড়ী পরিপূর্ণ।

বরপক্ষ বর লইয়া আসিয়া পড়িলেন। কন্যাপক্ষের কর্ত্তারা যথাযোগ্য সম্মান দিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা শুরু করিলেন। সসম্মানে অদ্যকার অনুষ্ঠানের মূলকেন্দ্র বরমহাশয়কে ভিতরে লইয়া যাওয়া হইল। সুসজ্জিত একটি কক্ষে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন পাতা ছিল। তিনি সেইখানে গিয়া উপবেশন করিলেন। বরপক্ষের বয়স্থরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন। অতি সুচারুরূপে অভ্যর্থনার আদিপর্ব্ব চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই খাবার ডাক আসিল। বরপক্ষীয়েরা উঠিলেন, মলয়ও উঠিল। বন্ধুর বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল সে। সিঁড়ির মোড়ে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সে ঘাড় নীচু করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ভদ্রলোকটি কাছে আসিয়া সস্নেহে বলিলেন, "আমি জানতুম উত্তরকালে মাষ্টাররাই ছাত্রদের চিনতে পারেন না, কিন্তু তুমি যে তার ব্যতিক্রম করলে হে।"

মলয় মুখ ঘুরাইয়া দেখিল ও অবিলম্বে চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল, "মাপ করুন স্যার, আপনাকে যে এখানে দেখব আশা করিনি।"

ভূষণবাবু হাসিয়া বলিলেন, "এতে মাপ চাইবার কি আছে মলয়? এমন তো লোকের হয়েই থাকে। খেতে যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"কিন্তু তুমি তো রাত করেই খাও।"

মলয় একটু হাসিল।

"তবে চল একটু গল্প করা যাক," এই বলিয়া ভূষণবাবু মলয়কে লইয়া ত্রিতলের একটি ঘরে আসিলেন। সোফায় বসিয়া কিছুক্ষণ পর প্রশ্ন করিলেন, "এখন কি করছ?"

"কি আর করব স্যার, যা গতানুগতিক পথ তাই ধরেই চলছি। কিছু বিষয় সম্পত্তি পেয়েছি, তাই দেখাশুনো করি।"

"না, আমি তা বলিনি। মানে, পড়াশুনোটা রেখেছ না ছেড়ে দিয়েছ?"

"একেবারে ছাড়িনি স্যার, মধ্যে মধ্যে পড়ি বৈকি! মাথায় আপনি যা পোকা ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছেন?"

"যাক, লেখাপড়ার সঙ্গে একেবারে যে সম্পর্ক চুকিয়ে দাও নি শুনে বড় আনন্দ পেলুম। মলয়, জেনো জগতে মূর্খ হয়ে থাকার মত এত বড় অভিশাপ আর দুটো নেই। ভগবানের কাছে রোজ সকালে এই প্রার্থনাই করি, ভগবান, আমাকে আর যা করবে করো, আমি তার কোনো প্রতিবাদ করব না,

তোমার সুখদুঃখের সকল দান মুখ বুঁজে মাথা পেতে নেব, কিন্তু আমার একটা সর্ত্তে তোমাকে রাজি হতে হবে। আমাকে তোমার এই আলো-বাতাসময় সুন্দর পৃথিবীতে কখনো মূর্খ করে পাঠিও না। তোমার এই সৃষ্টিকে যাতে আরো ভাল করে দেখতে পারি, আরো সুন্দর করে সহজ করে বুঝতে পারি সেজন্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির যেন কোনদিন অভাব না হয়।"

মলয় নীরবে শুনিতেছিল।

"দেখ মলয় আমি সব চেয়ে এ পৃথিবীতে কি ভয় করি জান? কোনো জন্তু জানোয়ার নয়, কোনো মারাত্মক বিষও নয়, কারণ জানি এরা দু'একজন অসাবধানীকেই মারবে, কিন্তু এই যে অজ্ঞানতা ও অশিক্ষার অন্ধকার, যা আমাদের সারা দেশ জুড়ে একটা পাহাড়ের মত ছেয়ে রয়েছে, তার কথা একবার ভাব তো মলয়? আমাদের এই সুন্দর সমাজের ভিত কুরে কুরে খেয়ে কত দুর্ব্বল করে ফেলছে।"

কয়েক মুহূর্ত্ত দম লইয়া তিনি পুনরায় একটু নিম্নকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমার ছেলের মত তাই তোমাকে বলছি। জান, এই যে ভদ্রলোকটি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন এঁকে বরপক্ষকে তিনটি হাজার টাকা নগদ দিতে হয়েছে।"

বিস্মিত হইয়া মলয় ভূষণবাবুর দিকে চাহিল।

"হ্যাঁ, এবং টাকাটা তাঁকে বিয়ের আগেই দিতে হয়েছে। বরের বাপকে অনেক করে আমরা ধরেছিলুম, কিন্তু একটি কানা-কড়িও তিনি কমালেন না।"

মলয় তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। অমিয়র সহিত তাহার পরিচয় প্রায় দশ বৎসরেরও অধিক। অমিয়র পিতাকে সে অত্যন্ত সদাশয় লোক বলিয়াই জানিত, কিন্তু এই বিবাহ বাড়ীতে তাহার এরূপ পরিচয় পাইয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ভূষণবাবু আবার বলিলেন, "এই মেয়েটিব বিয়ে দিয়ে ভদ্রলোকের যে কী অবস্থা হবে মলয় তা তুমি ভাবতেও পাববে না। এখনো এঁর দুটি মেয়ে আছে তাবাও বিয়েব যোগ্য।" একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার কোনো আত্মীয়তা নেই, তবু আমাকেই তো সব কবতে হচ্ছে। তাই এঁর সব খবরই আমি জানি। তাছাড়া নিজের মেয়েও তো বড় হয়েছে, এ সব একটু আধটু খোঁজ না-রাখলে চলবে কি করে বল? জীবনের-মা তো এই নিয়ে বাড়ীতে রোজই কুরুক্ষেত্র করেন।"

অকস্মাৎ মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি ও নাবীকণ্ঠেব মাঙ্গলিক শব্দে বাড়ি কাঁপিয়া উঠিল। ভূষণবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ চাপা পড়িয়া গেল। ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকিল জীবন, বলিল, "বাবা, আপনি এখানে বসে আছেন। আপনাকে আমি অনেকক্ষণ ধরেই খুঁজছি। নীচে বরযাত্রীদের মধ্যে কি একটা গোলমাল হয়েছে, জামাইবাবুব বাবা তো ক্ষেপেই আগুন।"

ভূষণবাবু দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন। মলয় চুপ করিয়া একা বসিয়া রহিল। নীচে উচ্চকণ্ঠে বাকবিতণ্ডা হইতেছে, মলয়

তেতালায় বসিয়াই শুনিতে পাইল। বিবাহ বাড়ীতে এমন অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে সে জানে, কিন্তু কখনো চোখে দেখে নাই। সে বুঝিল বর ও বধূকে লইয়া সকলে নীচে চলিয়া গিয়াছে। এই অপরিচিত বাড়ীর ত্রিতলে এইরূপ একাকী বসিয়া থাকিতে তাহার কেমন যেন অস্বস্তিবোধ হইতে লাগিল।

অকস্মাৎ মলয় গোটাকয়েক পদশব্দ শুনিতে পাইল। পদশব্দগুলি তেতালায় তাহারই অনতিদূরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর নারীকণ্ঠের চাপা আলোচনা তাহার কাণে ভাসিয়া আসিল।

একজন বলিল, "ছিঃ ছিঃ বিয়ে বাড়ীতে এত লোকজনের সামনে একেবারে কেলেঙ্কারীর একশেষ।"

আর একজন বলিল, "বরের বাপ বটে, পাওনার বেলায় ঠিক আছে। মেশোমশাই যা যা বলেছিলেন দেবেন, পাক দিয়ে বিয়ের আগেই সব আদায় করে নিলে।"

অন্য একজন বলিল, "অনুদির কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে। বুড়োর কাণ্ড দেখে মাসীমা তো ঘরে দোর দিয়ে কাঁদছেন।"

"সত্যি ভাই," আর একজন বলিল, "আজকের আনন্দটা একেবারে মাটী হয়ে গেল। চল্ একটু ওঘরে বসি।" এই বলিয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া মলয়কে দেখিয়া কহিল, "ওমা, ঘরে কে একজন বসে যে! চল্ পালাই!" সকলকে লইয়া মেয়েটি পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সার্দ্ধঘণ্টা পর ভূষণবাবু আসিলেন, সঙ্গে একজন ভদ্রলোক।

মলয়ের সঙ্গে তিনি ইঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইনিই কন্যার পিতা।

কিয়ৎক্ষণ পর ভূষণবাবু কহিলেন, "তা বেশ তো হে, আমিই এ ঝঞ্ঝাটটা মিটিয়ে দিচ্ছি। আমায় এখুনি একটা গাড়ী দাও, তিনশ টাকা আমি এখুনি এনে দিচ্ছি।"

সারাদিনের পরিশ্রমে ও এমন অপ্রিয় সামাজিক ঘটনাপুঞ্জের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া ভদ্রলোক যেন কেমন হইয়া গিয়াছেন। ভূষণবাবুর কথার উত্তরে তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া তাঁহারই মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর কহিলেন, "গাড়ী" ?

মলয় মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল, ধীরে ধীরে কহিল, "ওঁর গাড়ীর যদি সুবিধে না থাকে তো আমার গাড়ী আছে, আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন।"

প্রসন্নভাবে হাসিয়া ভূষণবাবু বলিলেন, 'থ্যাংক গড। আচ্ছা তুমি আর ভেবো না। আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ওঠ মলয়।"

ভূষণবাবু উঠিলেন, মলয়ও উঠিল। মেয়ের পিতা এই ঘোরতর সঙ্কটে পড়িয়া মলয়কে একটা ধন্যবাদ জানাইতেও বিস্মৃত হইলেন। নীচে আসিতেই একটি মেয়ে আসিয়া ভূষণবাবুর পথরোধ করিল। মলয় চিনিল, এই মেয়েটিই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সঙ্গিনীদের লইয়া ঘরে বিশ্রাম করিতে আসিয়াছিল।

মেয়েটি কহিল, "বাবা তুমি বাড়ী যাচ্ছ শুনলুম ?"

"হ্যাঁ"।

"আমিও তোমার সঙ্গে যাব, বাবা।"

"এখুনি যাবি কেন ?"

"আমার বড় মাথা ধরেছে, বাবা।"

কথাটা যে মিথ্যা ভূষণবাবু বুঝিলেন। সুষমাকে তিনি চিনিতেন। অদ্যকার এই অপ্রীতিকর ঘটনাই যে তাহার চলিয়া যাইবার কারণ তাহা তিনি বুঝিয়াও কহিলেন, "আরো কিছুক্ষণ থাকলে পারতিস্।"

"না বাবা, তুমি আমাকে নিয়ে চল।"

"খেয়েছিস ?"

"অনেকক্ষণ।"

"চল, তাহলে।"

রাস্তায় আসিয়া গাড়ীর খোঁজে মলয় চলিয়া গেল, কিয়ৎক্ষণ পরই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "ড্রাইভারটা বোধহয় কোথাও খেতে গেছে। চলুন, আপনাদের আমিই চালিয়ে নিয়ে যাই।"

ভূষণবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মলয় কহিল, "আমার দ্বারা আজ পর্য্যন্ত কোনো মহৎ কাজ হয়নি। আজকে এঁদের এই উপকার করবার সামান্য গৌরবটুকু থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।"

ভূষণবাবু একটু হাসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, সুষমাও উঠিল। মলয় গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বাড়ী পৌঁছিয়াই ভূষণবাবু দ্রুত নামিয়া গেলেন, সুষমাও

দ্রুত নামিতে গিয়া আঁচলটি গাড়ীর হাতলে লাগিয়া ফ্যাঁস করিয়া অনেকখানি ছিঁড়িয়া গেল।

মলয় হাতল হইতে আচলটি মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল, "ইস্, অনেকখানি ছিঁড়ে গেল যে।"

সুষমা প্রত্যুত্তরে একটু সলজ্জ হাসিয়া একটা ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

বিবাহ বাড়ীতে ফিরিয়া ভূষণবাবুকে নামাইয়া দিয়া মলয় কহিল, "আমি আর নামব না, বাড়ী যাই। বাত [illegible]।"

"খাবে না?"

"না। আজ শরীরটা তেমন ভাল নেই। অমিয়র বিয়ে বলেই এসেছিলুম।"

"অমিয়র সঙ্গে দেখা করবে না?"

"পরে একদিন করব।"

অগত্যা "আচ্ছা" বলিয়া ভূষণবাবু বাটীর অভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। মলয় বাড়ী ফিরিল।

২

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় মলয় রাস্তার ধারের ঘরে বসিয়া একটা কাজ করিতেছিল, হঠাৎ ভূষণবাবু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার মুখ গম্ভীর, ললাটে চিন্তার রেখাগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট।

মলয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, বলিল, "আসুন।"

সোফায় বসিয়া ভূষণবাবু কহিলেন, "তোমায় একটু বিরক্ত করতে এলুম মলয়।"

"বিরক্ত কি স্যার? আপনি আসবেন এ তো আনন্দের কথা।"

"না মলয় আজ তোমাকে আনন্দের কথা শোনাতে আসিনি।" ভূষণবাবুর কণ্ঠ অকস্মাৎ অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিল, কহিলেন, "আজ বড় দায়ে পড়ে তোমার কাছে এসেছি, যদি তুমি কিছু করতে পার।"

মলয় বিনীত কণ্ঠে কহিল, "বলুন।"

"তুমি তো জানতে আমি বরাবরই ফিয়ার্স লেনেই থাকতুম।"

মলয় নীরবে মাথা নাড়িল।

"আমি এইজন্যেই ওখান থেকে আসতে চাইনি। রায়টের সময় কতবার আমার সম্বন্ধীরা আমাকে আনবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমি রাজি হইনি। শেষে এক দিন একটা বড় ট্রাক

নিয়ে হাজির, সঙ্গে মিলিটারি। ওরা ঠিক সময়েই পৌঁছেছিল, কারণ ঐ দিন সকালবেলা সামনের পানের দোকানে গুণ্ডারা মদ খেয়ে পরামর্শ করছিল আজ সন্ধ্যাবেলা কে আমাদের শেষ করবে। ও পাড়াতে তখন শুধু একা আমরাই ছিলুম কি না? যাক," নিশ্বাস ফেলিয়া ভূষণবাবু কহিলেন, "তখনকার মত তো বাঁচলুম মলয়, কিন্তু এখন কি করে বাঁচি তাই ভাবছি।"

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া ভূষণবাবু আবার বলিলেন, "আজ প্রায় দেড় বছর হল সেইখানেই রয়েছি। তুমি তো জান কলেজ ও টিউশানি নিয়ে আমি কত ব্যস্ত থাকি। তবু তারই মাঝে আমি সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোথাও একটা মনের মত ঠাঁই পেলুম না। সম্বন্ধীদের ধারণা যে আমি নাকি ইচ্ছে করেই ওদের বাড়ী থেকে নড়ছি না। আজ পনের দিন ধরে যে কথাটা কানাঘুষো শুনছিলুম, তুদিন আগে ছোট সম্বন্ধী সেই কথাটাই এসে শুনিয়ে গেল। তাদের নাকি ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে। তা ছাড়া সামনের বুধবারে সন্ধ্যের ট্রেনে তার চারজন গেষ্ট আসছে। এই তুটি ঘর তার বিশেষ প্রয়োজন। যেন মঙ্গলবার দিন বেলা বারোটার আগে খালি করে দেওয়া হয়। শুনে লজ্জায়, অপমানে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেলুম। পর মুহূর্ত্তেই কিন্তু গেলুম ভীষণ রেগে। চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলুম, তোমরাই তো আমাকে যেচে ডেকে নিয়ে এসেছ। আমি তো শেষ পর্য্যন্ত আসতে রাজি হইনি; সেইখানেই মরতে প্রস্তুত ছিলুম। এখন আমি এখান থেকে উঠব না, তোমরা যা পার

করগে। কিন্তু জীবনের-মা আমায় থামিয়ে দিলে। যাবার সময় ছোট সম্বন্ধী বলে গেল, ন্যাকামি করবার জায়গা পান নি? পাড়া-শুদ্ধ লোকের বাড়ীতে তাদের আত্মীয়রা এসেছিল; যে-যার ঠাঁই করে আস্তে আস্তে চলে গেল, আর আপনি একটা ঠাঁই খুঁজে পাচ্ছেন না? বেশ কথা, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে অন্য কোথাও ঠাঁই না পান, তবে বেলা বারোটার সময় আপনার জিনিষপত্র শুদ্ধ আপনাদের তেতালার ছাদে পাঠিয়ে দেব। সেখানে খোলা হাওয়ায় আরও আরামে আপনার দিন কাটবে, কি বলেন? ঠিক কথা, এনেছি, বেরিয়ে যেতে তো বলতে পারি না।"

কিছুক্ষণ দম লইয়া পুনরায় ভূষণবাবু বলিতে লাগিলেন, "সে দিন থেকে জীবনের-মা অন্নজল ত্যাগ করেছেন। প্রতিজ্ঞা করেছেন, বাড়ী বদলানো না পর্য্যন্ত তিনি আর এ বাড়ীতে এক-বিন্দু জলস্পর্শ করবেন না। অনাহারে মরে যান সেও ভাল। আজ চতুর্থ দিন হল মলয়, তাঁকে জল ছাড়া কিছু খাওয়াতে পারি নি। মেয়েটাও প্রায় অর্দ্ধ-উপবাস করেই আছে। সত্যি, তাদেরই বা দোষ দি কি করে? এত বড় অপমান সহ্য করে হাসি মুখে দিন কাটাবে এমন লোক আজও বোধ হয় পৃথিবীতে জন্মায় নি। যাক্ তোমায় যা বলতে এসেছিলুম, তোমার সন্ধানে কোনো ভাল বাড়ী বা ফ্ল্যাট আছে?"

নির্ব্বাক বেদনায় নিস্তব্ধ হইয়া মলয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভূষণবাবু বলিলেন, "জীবনও খুব খোঁজাখুঁজি করছে।

কাল রাতে বলছিল, ওর কে একজন বন্ধু একটা ভাল ফ্ল্যাট আজকালের মধ্যেই ঠিক করে দেবে কথা দিয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত বলেছে যদি তাও না হয় তো দিন কতকের জন্যে সে আমাদের তার বাড়ীতেই রাখবে। পরে একটা আস্তানা ঠিক হলে তখন আমরা উঠে যাব। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জীবনের এ প্রস্তাবে আমি মত দিতে বাধ্য হয়েছি মলয়, কিন্তু বাড়ী খোঁজা আমি ছাড়িনি। আজ বিকেলে কলেজ থেকে ফিরেছি, জীবনের-মা হঠাৎ বললেন, এত জায়গা তো ঘুরলে, একবার মলয়েব কাছে যাও, দেখ যদি সে কিছু করতে পারে। তাই তোমার কাছে এসেছি মলয়।" একটু স্তব্ধ থাকিয়া তিনি পুনবায় বলিতে শুরু কবিলেন, "একটানা চার বছর তোমাকে আমি পড়িয়েছি। তোমার যদি কোনো উপকার করেছি বলে মনে কব, তবে আজ আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা কবো।"

মলয় তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার অন্ধকার মুখে এক টুকবা আলো এক মুহূর্ত্তের জন্য খেলা করিয়া মিলাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া থাকিয়া ভূষণবাবু বলিলেন, "তোমার গম্ভীর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমাকেও যেন কত ভাবিয়ে তুললুম। সত্যি মলয়, তোমার এখানে এসে অযথা তোমাকে এতখানি ভাবিয়ে তুলেছি দেখে নিজেই বড় লজ্জাবোধ করছি। কি করব বল? ড্রাউনিং ম্যান্ ক্যাচেস্ ষ্ট্র। যাই হোক," ভূষণবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, "পার না পার একবার আন্তরিক

চেষ্টা করে দেখো। তারপর যা হবার সে তো হবেই। ক্যালামিটি নেভার কাম্‌স্ এলোন্।"

ভূষণবাবু চলিয়া গেলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল মলয় তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিষয়-সংক্রান্ত যে কাজগুলি করিব বলিয়া সে আজ গুছাইয়া বসিয়াছিল সে সকল কথা তাহার মনেই পড়িল না। একসময়ে ধীরে ধীরে উপরে আসিয়া ডাকিল, "মা"।

বিনোদিনী সেইমাত্র সান্ধ্যপূজা ও জপ শেষ করিয়া বারান্দার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। শান্তকণ্ঠে তিনি সাড়া দিলেন, 'কি?"

"তোমাব সঙ্গে একটু কথা ছিল মা।"

"বল্।"

"ভূষণবাবুকে তোমাব মনে পড়ে মা?"

"খুব পড়ে বাবা।"

একটা উদ্গত নিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া মলয কহিল, "মা সম্প্রতি বাড়ীর জন্যে তিনি বড় মুস্কিলে পড়েছেন। ওঁর আত্মীয়েরা ওঁকে খুবই অপমান করেছে। তাই তিনি আজ বাড়ী খুঁজতে আমার কাছে এসেছিলেন। বলছিলুম একতলার ঘরগুলো ওঁদের ছেড়ে দিলে আমাদের কি খুব অসুবিধে হবে, মা?"

"কিছু না, বাবা।" বিনোদিনী সস্নেহে কহিলেন, "এত বড় বাড়ীতে প্রাণী বলতে তো আমি, তুই আর তিনু। তুই ওঁদের আসতে বলে দে।"

মলয় স্থির হইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কিসের

জন্য যেন তাহা পারিতেছিল না। কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, "মা, আজ হঠাৎ এই সন্ধ্যাবেলা আবিষ্কার করলুম যে এই প্রফেসারটীকে আমি কতখানি গভীর শ্রদ্ধা করি। কত লোকের কত বিপদের কথাই তো শুনেছি মা, কিন্তু এতটা বিচলিত আমি কখনো হইনি। কি জানি কেন এঁর বিপদ শুনে পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে বিপদটা যেন আমারই। যাই মা তাঁদের সুখবরটা এখুনি পৌঁছে দিয়ে আসি।" এই বলিয়া মলয় দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীটি খুঁজিয়া লইতে মলয়ের বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। রাস্তায় দাঁড়াইয়া সে হাঁকিল, 'এ বাড়ীতে ভূষণবাবু থাকেন?"

সামনের ঘরে দাবা ও তাস খেলা চলিতেছিল। সে-কারণ কেহ বোধ হয় শুনিতে পাইল না। মলয় আর একবার হাঁকিল। ঘরের ভিতর হইতে কে একজন বলিল, "শালা, আর বার কতক চেঁচাক।"

কিন্তু আর চেঁচাইতে হইল না। দ্বিতলের একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন জানালা খুলিয়া গেল। সুস্পষ্ট নারীকণ্ঠের উত্তর আসিল, "হ্যাঁ, তিনি এই বাড়ীতেই থাকেন। এখন বাড়ী নেই।"

"কখন ফিরবেন কিছু বলে গেছেন কি?"

"না"

মলয় এক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "বাড়ী ফিরলে বলে দেবেন তাঁরই ছাত্র মলয় এসেছিল। সন্ধ্যের সময় তিনি

আমার কাছেই গিয়েছিলেন। আমি সেই বিষয়েই কথা কইতে এসেছিলুম।"

"আচ্ছা দাঁড়ান," এই বলিয়া জানালা হইতে রমণী-মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

মলয় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পার্শ্বের সরু গলি দিয়া একটি নারীমূর্ত্তি তাহাব দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিল। মলয় চিনিল, সুষমা।

ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া সুষমা বলিল, "যদি কিছু বলবার থাকে আমাকে বলে যেতে পারেন।"

"খবর তো খুব ভালই আছে। বাড়ী ঠিক হয়ে গেছে, যেদিন খুসী আসতে পাবেন।"

"কোথায় পাওয়া গেল?"

"আমার বাড়ীব খুব কাছেই।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মলয় বলিল, "ফিবলে বলে দেবেন। আচ্ছা, চলি নমস্কার।"

"নমস্কার।"

কিছুদূর আসিয়া মলয় পিছন হইতে ডাক শুনিল, "শুনছেন?"

ফিরিযা আসিয়া মলয় কহিল, "ডাকছেন?"

"হ্যাঁ", একটু ইতঃস্তত করিয়া সুষমা বলিল, "কত ভাড়া?"

"সে-সব কথা আপনার বাবার সঙ্গে আমার হয়ে গেছে।"

"কবে যেতে পারি?"

"কালই।"

সুষমা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, "কালই?"

"হ্যাঁ বাড়ীওয়ালা আমার বিশেষ বন্ধু কিনা, সব শুনে এক কথাতেই রাজি হয়ে গেছে।"

"ঠিকানা ?"

"আমার ওখানেই আসবেন। আমি আপনাদের নিয়ে যাব। আচ্ছা চলি, নমস্কার।"

সুষমা নিঃশব্দে হাত তুলিয়া নমস্কাব করিল।

৩

পরের দিন দুইটা ঠিকাগাড়ীতে করিয়া মালপত্তর লইয়া সপরিবারে ভূষণবাবু আসিয়া উপস্থিত। মলয় দোতালার বারান্দায় বসিয়াছিল; দেখিতে পাইয়া দ্রুত নামিয়া আসিল। দুই জন লোক সে ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল। তাহারা মালপত্তর নামাইয়া বাটীর অভ্যন্তরে লইয়া যাইতে শুরু করিল।

ভূষণবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, মলয় কহিল, "কাল তো সব কথা খুলেই বলে এসেছিলুম তবু আপনি বুঝতে পারেন নি?" কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিল, "বাবা মারা যাবার পর থেকে এ বাড়ীটা এত ফাঁকা লাগে! আপনি এলেন এবার দুটো কথা কয়ে বাঁচব।"

ভূষণবাবু কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া যেন হৃদয়ের একটা আবেগোচ্ছ্বাস নীরবে চাপিয়া গেলেন। পরে শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তোমাদের অসুবিধে হবে না ত মলয়?"

"অসুবিধে? বাড়ীতে তো প্রাণী বলতে আমরা তিনজন। দোতালায় ছখানা ঘর তিনতালায় পাঁচখানা। কিন্তু তবু যদি আমাদের না কুলিয়ে ওঠে, তবে আমি কিন্তু মধ্যে মধ্যে আপনাদের ঘরে গিয়ে ঘুমব।" এই বলিয়া মলয় একটু হাসিল।

ভূষণবাবুও হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিলেন, "বেশ তো, বাবা।"

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর তেতালার অন্ধকার

বারান্দায় বিনোদিনী ও মাতঙ্গিনী বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। বিনোদিনী বলিতেছিলেন, "মেয়েছেলে এ বয়েসে এমন হলে আর সংসারে থাকা কি ভাল দেখায়? মলুকে কত বলি, বিয়ে থা কর, মা-লক্ষ্মী ঘরে আন। সে ঘর সংসার বুঝে নিক, আমি কাশীবাসী হই। ছেলে ত ক্ষেপেই আগুন। বলে, অমন কথা যদি আর মুখে আনবে মা তবে আমি বিয়েই করব না। আচ্ছা, মাকে দেখছি না যে।"

এই বাড়ীতে পা-দেওয়ার পর হইতেই সুষমাকে তিনি মা সম্বোধন শুরু করিয়াছেন এবং একদণ্ডও তাহাকে ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না। এই একমাসের মধ্যেই তাঁহার ঠাকুর ঘরের সকল কাজে তিনি তাহাকে পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছেন। ঠাকুর-ঘরে সন্ধ্যা দিয়া সুষমা সেই যে নীচে নামিয়াছে আর উপরে উঠে নাই।

মাতঙ্গিনী এদিক ওদিক চাহিয়া কহিলেন, "কে আছিস বাবা, মণিকে ডেকে দে তো।"

অদূরে একটা ঘরে রামা কাজ করিতেছিল, বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "যাউছি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুষমা উপরে আসিল। বিনোদিনীর অদূরে বসিয়া কহিল, "আমায় ডেকেছেন মাসীমা?"

"হ্যাঁ, কি করছিলে মা?"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নতমুখে লজ্জিত-কণ্ঠে সুষমা কহিল, "বাবার কাছে পড়ছিলুম, মাসীমা।"

বিনোদিনী অবাক হইলেন। মাতঙ্গিনী বলিলেন, "ওর যেমন পড়বার ইচ্ছে ওর বাপেরও তেমনি পড়াবার ইচ্ছে। কিন্তু আমরা তো ছাপোষা গেরস্থ ভাই, সব দিক সামলে-ওঠা আর হয়ে ওঠে না। তাই বাপের কাছেই পড়ে।"

বিনোদিনীর সমস্ত মুখখানা অন্ধকার হইয়া আসিল। গল্প আর তেমন জমিল না। সারাক্ষণ তিনি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন।

রাত্রে মলয় খাইতেছিল। বিনোদিনী অদূরে বসিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর তিনি বলিলেন, "মলু, মাকে তুই কালই কলেজে ভর্ত্তি করে দিয়ে আসবি।"

মলয় খাওয়া বন্ধ রাখিয়া বিনোদিনীর দিকে চাহিল।

"তাকিয়ে দেখছিস কি? যা বললুম তাই করবি। যা খরচ লাগে আমি দেব।"

"খরচ নয় তুমি দিলে মা, আমি তো তাতে আপত্তি করছি না, কিন্তু কলেজে অসময়ে ভর্ত্তি হতে গেলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের তো আপত্তি হতে পারে। আমি সেই কথাই ভাবছি মা।"

"সে আমি জানি না মলু, তুই যা হক এর একটা বিহিত কর। চেষ্টা করলে তুই পারবি এ-বিশ্বাস আমার আছে।"

"আচ্ছা মা চেষ্টা আমি করব।"

এক সপ্তাহ পর মলয় বিষয়-সম্পত্তি লইয়া হারাধনের সহিত যুক্তি করিতেছিল। হারাধন বলিল "দাদাবাবু, এবারে একেবারে কেস্ ঠুকে দিন, আর পারি না। দেড় বছরের ভাড়া বাকি, তবু

কি গদিয়ান চালে থাকে। যেন ঐ কে আর একটা লক্ষপতিই বা কে!"

দেড় বছরে মোট কত টাকা হয় মলয় হিসাব করিতেছিল। হারাধন বলিয়া চলিল, "রেসখেলা, ক্লাবে যাওয়া, পিকনিক করা, সোসাইটিতে চাঁদা দেওয়া—সব হচ্ছে, কেবল বাড়ী-ভাড়া দেবার বেলাতেই যত মাথাব্যথা! এবারে আবার নতুন সুর ধরেছেন, ভাড়াটা বড় বেশী, কিছু কমসম করলে একেবারে সবটা দিয়ে দেবেন। বেটা হারাম—"

শেষ কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মলয় বলিল, "বেশ তো পাঁচটাকা নয় কমিয়েই দিন না যদি এক সঙ্গে সব দিয়ে দেয়!"

হারাধন লাফাইয়া উঠিল, কহিল "ভাড়া কমাবেন কি? এখন যে চারদিকে লোক ভাড়া বাড়াচ্ছে। আজ যদি কর্ত্তাবাবু থাকতেন ব্যাটাকে একবাব দেখে নিতুম। বিলেত-ফেরৎ ইংরেজীচাল চালভাজা কবে খেয়ে ফেলতুম। দাদাবাবু, আমার নাম হারাধন, আমার বাপের নাম বিরিঞ্চিধন, আমার ঠাকুরদাদার নাম বাপধন হুঁ হুঁ।"

মলয় এই এক বছরের মধ্যে হারাধনের এইরূপ মূর্ত্তি কখনও দেখে নাই। অবাক হইয়া সে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"দোহাই দাদাবাবু, একটু কড়া হন। অত নরম হলে বিষয়-সম্পত্তি রাখা চলে না। আহা, লোক ছিলেন কর্ত্তাবাবু! ভাল-বাসতেও যেমন, শাসন করতেও তেমন। প্রায়ই আমায় বলতেন, জানবে হারাধন বিষয়-সম্পত্তি দেখা কথার কথা নয়।

সুজনের পালন আর দুর্জ্জনের দমন করতেই আমি এসেছি। সুজনকে যখন পালন করব তখন যেন তার মধ্যে কোনো ফাঁকি না থাকে আর দুর্জ্জনের যখন শাসন করব তখনও যেন তার মধ্যে কোনো ফাঁক না থাকে।”

ইত্যবসরে ঝি আসিয়া সামনের দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে সে বলিল, “বড় মায়ের কি হয়েছে জানি না বড়বাবু, তিনি চাপাচুপি দিয়ে শুয়ে আছেন।”

মলয় দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল। হারাধন চশমার ফাঁক দিয়া ঝিয়ের দিকে অত্যন্ত বিরক্তভাবে চাহিয়া রহিল। ঝি আগাইয়া আসিয়া কহিল, “আচ্ছা সরকার মশাই, লোকের সর্ব্বনাশ না করলে বুঝি আপনার ভাত হজম হয় না?”

হারাধন খিঁচাইয়া উঠিল, কহিল “না, হয় না, তোর কি?”

“দাদাবাবু কেমন ভাল লোক, কত দয়া! দিনরাত্তির ওঁর কানে আর এ সব ফুস্‌মন্তর দেবেন না।”

হারাধন যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, কহিল “বেশ করব দেব, একশবার দেব, হাজার বার দেব, তোর বাপের কি?”

“বাপ তুলো না বলছি সরকারবাবু, ভাল হবে না। আমিও—”

অকস্মাৎ মানদার এইরূপ কণ্ঠ শুনিয়া হারাধন এক নিমেষে পালটাইয়া গেল, হাসিয়া কহিল, “আ হা হা হা! তুই একটুতেই বড় চেঁচামেচি করিস। বলি বিষয়-সম্পত্তিটা তো রাখতে হবে। সবই দান খয়রাৎ করলে আমিই বা থাকব কোথা আর তুই-ই বা থাকবি কোথা? কর্ত্তাবাবু মারা যাবার সময় আমার

হাত ধরে বলে গেলেন, হারাধন আমি চললুম, তোমার মা রইলেন, ছেলেরা রইল, দেখো। ওরে” সজল চোখ দুইটা বার কতক রগড়াইয়া বলিল, “তাই তো আমি এত বলি, নয়তো আমার কি স্বার্থ বল ? মরে গেলে কি বিষয়টা আমি মাথায় করে নিয়ে যাব ?”

ঝি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। হারাধন আবার বলিতে লাগিল “দেখ মানদা, যতই হক দাদাবাবু এখনো ছেলে-মানুষ, লোকের একটু-আধটু দুঃখ কষ্ট, মিথ্যে দু ফোঁটা চোখের জল দেখলে ভুলে যান, কিন্তু আমাকে ভোলানো শক্ত রে! আমার নাম হারাধন, আমার বাপের নাম বিরিঞ্চিধন, আমার ঠাকুরদাদার নাম বাপধন। হুঁ হুঁ।”

মানদা বলিল, “আমাকে মাপ করুন গো সরকার মশাই, আমার ঘাট হয়েছে।”

মানদা চলিয়া যাইতেছিল, হারাধন বলিল, “শোন। হ্যাঁ রে শুনলুম আজ খুব বড় চারটে চিংড়ী এসেছে ? দেখ্, বামুন-ঠাকুরকে বলে আমার জন্যে—”

“আচ্ছা সরকারমশাই, আপনার এত বয়েস হল, তবু মাছের জন্যে অমন করেন কেন ?”

“হুঁ হুঁ,” হারাধন একগাল হাসিয়া বলিল, “ওরে মাছ না খেলে মাছের মত ডুবো-বুদ্ধিগুলো কোথা থেকে পাব বল ? দাদাবাবু তো হ্যাঁ-হুঁ বলেই খালাস, সবই তো আমাকেই দেখতে হয়। যা, যা-বললুম খুব চুপি চুপি বামুনকে বলে দিবি, বুঝলি ?”

মানদা ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল।

৪

অসুখ-বিসুখ যাহার প্রায়ই একটা হয় না, তাহার অসুখ হইলে তাহা প্রায়ই একটা উৎকটরূপ ধারণ করে। বিনোদিনীর অসুস্থতা এই সাধারণ নিয়মের বিরোধিতা করিল না। গত কয়েকদিন হইতে অসহ্য জ্বরে ও বুকে পিঠে দারুণ ব্যথায় কষ্ট পাইয়া আজ দ্বিপ্রহর হইতে তিনি একটু ভাল আছেন। মলয় নার্শ রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সুষমা দেয় নাই। মধ্যরাত্রে হঠাৎ আজ মলয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে সে বিনোদিনীর ঘরে আসিল। বিনোদিনী অঘোরে ঘুমাইতেছেন, মাথায় কাছে সুষমা বসিয়া ঝিমাইতেছিল। হঠাৎ মলয়কে এত রাত্রে দ্বারের নিকট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিল।

মলয় জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছেন ?"

"ভাল।"

"ওষুধটা খাওয়ানো হয়েছে ?"

"না। ডাক্তারবাবু বলে গেছেন ঘুমিয়ে পড়লে যেন না তোলা হয়। ঘুমটাই ওঁর ওষুধ।"

মলয় নিঃশব্দে রোগীর দিকে চাহিয়া রহিল।

সুষমা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল "একটু আগে জ্বর দেখতে গিয়ে খাটে লেগে থারমমিটারটি ভেঙ্গে গেছে। কালই একটা—"

মলয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, "তোমার হাত কাটেনি তো?"

"না।"

মলয় যেন নিবিষ্টমনে কি চিন্তা করিতে লাগিল, হঠাৎ কহিল "আচ্ছা কাল ভোরেই ডাক্তারখানা থেকে আনিয়ে দেব।"

"আচ্ছা।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

মলয় কহিল, "ঝি কোথায়?"

"ঘুমচ্ছে।"

"তুমিও তো এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে।"

লজ্জিত হইয়া সুষমা কহিল, "ঘুমটা আমার বরাবরই কম। মাসিমার মাথার কাছে বসে একটু ঝিমিয়ে নিলেই আমার চলে যায়।"

মলয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মা ভাল হয়ে উঠলে তুমি না অসুখে পড়। মানুষের শরীর তো।"

মাথা নীচু করিয়া তেমনি লজ্জিতকণ্ঠে সুষমা কহিল, "আমার অসুখ করে না।"

মলয় তাহার দিকে একবার তাকাইয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

আজ বিনোদিনী একটু ভাল আছেন। খাটে হেলান দিয়া তাঁহাকে শোওয়ানো হইয়াছে। জ্বর নাই, বুকে-পিঠের ব্যথাও অনেকটা কম। ঔষধের গেলাস লইয়া সুষমা কাছে আসিলে, তিনি ক্ষীণস্বরে কহিলেন, "তোমার এ কী চেহারা হয়েছে মা?"

সুষমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"এ কদিন তুমি যে আমার মাথার কাছে ঠায়ে বসে কাটিয়েছ তা আমি অত কষ্টের মধ্যেও টের পেয়েছিলুম, মা।"

এ কথার কোনো উত্তর না-দিয়া সুষমা কহিল, "নিন্, ওষুধটা খেয়ে ফেলুন।"

"থাক মা, ওসব আর খাব না। কদিন থেকে খেয়ে খেয়ে আজ বড় গা গুলচ্ছে। তুমি বরং আমার মদনগোপালের চরণ-তুলসী এনে দাও মা।"

সুষমা শান্তকণ্ঠে কহিল, "এটা আপনি খেয়ে নিন। আমি চান করে কাপড় ছেড়ে ঠাকুরের চরণতুলসী নিয়ে আসছি।"

বিনোদিনী সুষমার মুখের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া রহিলেন ও কি ভাবিয়া একটু হাসিয়া ঔষধটি ধীরে ধীরে খাইয়া ফেলিলেন।

স্নান সারিয়া মদনগোপালের চরণতুলসী লইয়া ঘরে ঢুকিতে গিয়া সুষমা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দ্বারের দিকে পিছন করিয়া মলয় রোগীর বিছানায় বসিয়াছিল। মলয় বলিতেছিল, "মা, তোমার ষোল আনাই জিত। তোমার লোক চেনার শক্তি আছে মা।"

বিনোদিনী উত্তরে বলিলেন "মলু, ও সত্যিই আমার মা। এবারে শুধু আমার মায়ের জন্যেই তুই আমায় ফিরে পেলি। সারাক্ষণ মাথার কাছে অমন করে আগলে না-থাকলে কোন ফাঁকে যে চলে যেতুম তোরা টেরও পেতিস নি।"

"তুমি ঠিক বলেছ মা। সেবা যে কেমন করে করতে হয় আজ চোখে দেখলুম। এমন সেবা টাকা দিয়ে কেনা যায় না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। সুষমা তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

"মলয়, আজ তোকে একটা কথা বলব, বাবা।"

"বল, মা।"

"বল্ রাখবি ?"

"তোমার কোন কথাটা আমি রাখিনি মা ?"

"মলু," বিনোদিনী একটু থামিলেন, "মাকে আমার কোনদিন অবহেলা করিস নি বাবা। আমি থাকতেও না, আমি চলে গেলেও না।"

"আচ্ছা মা।"

পুনরায় কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

"কাল রাতে বাবা বিশ্বনাথকে স্বপ্নে দেখেছি। দেখে পর্য্যন্ত কাশী যাবার জন্মে মন বড় উতলা হয়েছে বাবা। আমি তো ভাল হয়ে এলুম, এবার আমায় কাশী নিয়ে চ।"

"বেশ তো, মা। এবার আমিই তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কে ?"

"আমি," এই বলিয়া সুষমা ঘরে ঢুকিল।

সুষমা সেইমাত্র স্নান করিয়া একখানি পট্টবস্ত্র পরিয়া আসিয়াছিল। এই স্নাতপুণ্য রমণীদেহের অপূর্ব্ব স্বর্গীয় গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিল। বিনোদিনীকে ঠাকুরের চরণতুলসী ও চরণামৃত খাওয়াইয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত মলয় তাহার পথের দিকে শুধু চাহিয়া রহিল। বিনোদিনী মনে মনে একটু হাসিলেন।

৫

কাশী হইতে ফিরিয়া বিনোদিনী নিজেকে সংসার হইতে গুটাইয়া লইতে লাগিলেন। একমাত্র ইষ্টদেব মদনগোপালের পূজা ছাড়া আর অন্য কোনো কাজ তিনি করেন না। সকলেই ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইল।

মাতঙ্গিনী একদিন আসিয়া বলিলেন, "এমন করে সরে দাঁড়ালে আমরাও একদিন সরে যাব দিদি।"

বিনোদিনী কহিলেন, "যার সংসার আমি তার হাতেই সমস্ত আস্তে আস্তে সঁপে দিচ্ছি ভাই। মায়ের আমার বয়েস কম, কিন্তু দেখছ, মা আমার কেমন সব কিছু বুঝে চালাচ্ছে?"

মাতঙ্গিনী এই কথাটা শুনিবার জন্যই আসিয়াছিলেন। তাই বিনোদিনীর এই প্রকার কথায় অন্তরে খুসী হইয়া কহিলেন, "দিদি আমি এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।"

বিনোদিনী ইহার কোনো উত্তর দিলেন না।

একদিন সন্ধ্যার সময় মলয় ঘরে বসিয়াছিল। ঘরের আলো তখনো জ্বালা হয় নাই। উত্তরের খোলা জানালা দিয়া আকাশের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে চাহিয়া কি যেন সে ভাবিতেছিল। সুষমা ঘরে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া কহিল, "আলো নিভিয়ে একা-একা কি করছেন?"

মলয় নীরব রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

সুষমা কহিল, "এখনো আজ বেরোন নি? বেরোবেন না বুঝি?"

"না।"

"কেন?"

"এমনি।"

সুষমা অদূরে বসিয়া রহিল, কিছুক্ষণ পর কহিল "বিকেলে চা খেয়েছেন?"

"না।"

"খাবেন?"

"হুঁ।"

হাতের পুস্তকটি টেবিলেব উপর রাখিয়া সুষমা কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, "দেখুন একটা কথা আজ স্পষ্টই বলি, কিছু মনে করবেন না। মাসিমা আদর দিয়ে দিয়ে আপনার মাথাটি একেবারে নষ্ট কবে দিয়েছেন।"

"কেন?"

"কেন? সন্ধ্যেবেলা কেউ এসে আলো না-জ্বেলে দিলে অন্ধকার ঘরেই বসে থাকবেন। কেউ এসে না-জিজ্ঞাসা করলে বিকেলের চা খাওয়া হবে না। সকালে মারামারি করে না তুললে বেলা নটা পর্য্যন্ত ঘুমবেন। এসব কি বলুন তো?"

মলয় নীরব হইয়া রহিল।

'কাল থেকে আর এসব আমি পারব না," এই বলিয়া সুষমা চা আনিতে চলিয়া গেল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া মলয় জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি বই ?"

"ব্রাউনিং। ছুদিন বাদে পরীক্ষা, একটু পড়িয়ে দেবেন ? বাবা থাকলে ওঁর কাছেই পড়তুম।"

ভূষণবাবু চার পাঁচদিন হইল তাঁহার গ্রামে গিয়াছেন কি একটা জরুরী কাজে। বইটি হাতে তুলিয়া লইয়া মলয় কহিল, "এতে তো না-বোঝার মত কিছু নেই।"

সুষমা বলিল, "পাশ করে গেলে অমন সবাই বলে থাকে।"

মলয় ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল, "মানে ?"

সুষমা পূর্ব্বের মতই কহিল, "মানে, ষ্টুডেণ্ট লাইফে আপনিও কিছুই বুঝতেন না।"

মলয় বিরক্ত হইয়া বলিল, "তবে ফাষ্ট´ হতাম কি করে ?"

"সে আমার বাবার পড়ানোর গুণে। যাক, আমায় পড়ান।" চেয়ার টানিয়া সুষমা কাছে আসিয়া বসিল।

"তোমায় আমি পড়াব না।"

"কেন ?"

"আমি যখন কিছুই বুঝিনা—"

"সে তো ষ্টুডেণ্ট লাইফে। এখন আপনি ভালই বোঝেন। নিন নিন পড়ান।"

মলয় অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

"পরীক্ষায় ফেল করলে বোধ হয় খুব খুসী হবেন ?"

"হুঁ," এই বলিয়া মলয় পুস্তকটি টানিয়া লইল।

বরাবরই ব্রাউনিং মলয় খুব ভাল বুঝিত। পড়াইতে পড়াইতে সে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ দেখিল সুষমা জানালার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছে!

"কৈ? তুমি তো শুনছ না?"

"শুনছি তো।"

মলয় বিরক্ত হইয়া কহিল, "কৈ শুনছ?"

"লোকে আবার শোনে কি করে?"

"আচ্ছা, বল তো কি এতক্ষণ বললুম।"

"আমি কি শ্রুতিধর যে একবার শুনলেই সব মুখস্থ হয়ে যাবে?"

"শ্রুতিধর যে তুমি নও জানি, এবং মন দিয়ে যে শুনছ না তাও জানি। কিন্তু এর মানে কি? অথচ বলছ পরশু পরীক্ষা।"

"মানে আপনি বুঝবেন না। আচ্ছা, এবার মন দিয়ে শুনছি। পড়ান।"

মলয় পুনরায় পড়ানো শুরু করিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সুষমাকে দেওয়ালের দিকে পুনরায় স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া কিছু না-বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

"চুপ করে গেলেন যে!"

"মিথ্যে চেঁচিয়ে লাভ কি?"

"আপনার পড়ানোর কথা পড়াবেন। অত খোঁজে আপনার দরকার কি?"

"বাঃ আমি চেঁচিয়ে মরব আর তুমি দেয়ালের দিকে চেয়ে বসে থাকবে ?"

"সত্যি বলছি, বেশিক্ষণ বয়ের দিকে চেয়ে থাকলে আমার মাথা ঘোরে।"

"বাঃ এ তো বেশ মাথা ! বয়ের দিকে তাকিয়ে থাকলে ঘোরে আর দেয়ালের দিকে চেয়ে থাকলে সারে !" এই বলিয়া বই বন্ধ করিয়া দিল মলয়।

"এ কি বই বন্ধ করে দিলেন ?"

"লেখা তো বইতে নেই দেয়ালে আছে," এই বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দেওয়াল দেখাইয়া মলয় উঠিয়া দাঁড়াইল।

"এ কি চললেন কোথা ?"

"কাজ আছে।"

"এই যে বললেন কাজ নেই, বেরোবেন না।"

"এখুনি একটা কাজ মনে পড়ল।" দ্রুত গায়ে জামা দিয়া মলয় বাহির হইয়া গেল।

দুই ঘণ্টা কাল পর বাড়ী ফিরিয়া মলয় সোজা নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। টেবিলে মাথা রাখিয়া সুষমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বইটী পাশে খোলা, পাতাগুলি উড়িতেছে। ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল সে। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সে নির্নিমেষ নেত্রে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল ও শেষে একটু হাসিয়া আপাদমস্তক চাপা দিয়া নিজ শয্যায় শুইয়া পড়িল।

অনেক ডাকাডাকিতে মলয়ের ঘুম ভাঙ্গিল। প্রায় পাঁচ-

দশ মিনিট হইল সুষমা ডাকিতেছে। পুনরায় সুষমা বলিল, "উঠুন, অনেক রাত হল। খেয়ে নিন।"

মলয় চাদরের ভিতর হইতে বলিল, "খাবার চাপা দিয়ে রেখে যাও।"

"গতকাল তো রেখে দিয়ে গেছলুম, কিন্তু খান নি তো। উঠুন, উঠুন।"

মলয় একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "আমি উঠব না।"

"কেন?"

"আমার খিদে নেই।"

"খুব আছে। উঠুন, উঠুন।"

"আঃ," চাপা খুলিয়া মলয় বলিল, "বলছি খাব না।"

"বলছি খেয়ে নিন।"

নিরুপায় মলয়কে অগত্যা উঠিতে হইল। ঘরের এককোণে খাবার ঢাকা দেওয়া ছিল, মলয় খাইতে বসিল।

কিছুক্ষণ পর সুষমা কহিল, "বেরিয়ে কখন ফিরলেন?"

"মনে নেই।"

"আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম ডেকে দেন নি কেন?"

"যা নাক ডাকছিল—"

"কখখনো আমার নাক ডাকে না।"

"ডাকে না মানে? ওরে বাস্ যেন মেঘ ডাকছে।"

"সেই ভয়ে বুঝি মুড়ি-সুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছিলেন?"

"হুঁ।"

আহারান্তে হাত ধুইয়া মলয় শয্যায় বসিল। সুষমা নিকটে আসিয়া কহিল, "আপনার পান রইল।" পানের কৌটাটি শয্যার একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়া খাইবার বাসনগুলি সে গুছাইতে লাগিল।

"আরে, আরে, তুমি এসব কি করছ?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন।"

"রামা গেল কোথায়?"

"যাবে কোথায়? সে ঘুমচ্ছে।"

মলয় অকস্মাৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "ঘুমচ্ছে? ষ্টুপিড! রাস্কেল! ঘুমবার জন্যে ওকে মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছে? সে ব্যাটা ঘুমবে আর তুমি এঁটো বাসন তুলবে? কালই ব্যাটাকে জবাব দেব।"

"জবাব তো দেবেন, কিন্তু ওর কাজগুলো করবে কে? আপনি, না আমি?"

মলয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "ও ব্যাটা কি কাজ করে? দিনরাত তো খালি তোমার কাছে কাছেই ঘোরে দেখি।"

"দেখুন, ঘর সংসারের কাজের ঝক্কি আপনি কিছু জানেনও না, বোঝেনও না। যথেষ্ট কাজই ওকে করতে হয়। পুরোনো লোক বলেই মুখ বুজে সব করছে।"

তাচ্ছিল্যের সুরে মলয় কহিল, "হেঃ, ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব?"

"যোগা রাত্তিরে আপনার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না। ও কিছু করুক বা না-করুক, ওর সবচেয়ে বড় কাজ মাসিমার জন্যে ভোর সাড়ে চারটের সময় জল গরম করে দেওয়া। এখন কটা বেজেছে জানেন ?"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া মলয় আর কথা কহিতে পারিল না। কেবলমাত্র কহিল, "ইস্ একটা।"

"আপনার এ ঘড়িটা তবু পনর মিনিট স্লো।" এই বলিয়া সুষমা বাসনগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

৬

ভূষণবাবু আসিবার পর হইতে মলয়ের বাড়ীতে পাশার আড্ডা আর জমিতেছে না। মলয় কৌশলে বন্ধুবান্ধবদের সহিত এ প্রসঙ্গটা এড়াইয়া চলে। অদ্য সন্ধ্যায় বন্ধুর দল আসিয়া হাজির হইল। ভূষণবাবু নাই, মলয় কিছুই বলিতে পারিল না। আলমারী হইতে তাহারাই পাশা ও ছক বাহির করিয়া সকলে সরবে খেলিতে বসিয়া গেল।

রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত মলয়ের জন্য অপেক্ষা করিয়া সুষমা নীচে নামিয়া আসিল ও সিঁড়ির এককোণে রামাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "এঁদের খেলা কখন ভাঙবে রামা ?"

"আর বলো না মাদিদি, এ খেলা একবার বসলে শেষ হতে বারোটা। একবার তো ভাঙতে ছটো হয়েছিল।"

"আজ কতক্ষণ চলবে ?"

"কি করে বলব, মাদিদি ?"

"মাসিমা আপত্তি করেন না ?"

"কর্ত্তাবাবু চলে-যাবার পর থেকে তো তিনি আর কোন বিষয়েই কথা বলেন না।"

"কিন্তু তিনি বললে হয় তো এর একটা প্রতিকার হত।"

"না কেন, আমিই সব ঠিক করে দিতে পারি। দাদাবাবু বড় মুখচোরা, কিছু বলতে পারেন না, তাই সব যো পেয়েছে।

আচ্ছা, মাদিদি, তুমিই বল তো, গেরস্ত বাড়ীতে আবার পাশা-খেলা কি ?"

হাতে কোনো কাজ ছিল না, সুষমা সিঁড়িতে বসিয়া পড়িল, কহিল, "তোমার বাবু খুব ভাল পাশা খেলতে পারেন বুঝি ?"

"আরে রামোঃ ! দাদাবাবু পাশাখেলার প-ও জানেন না।'

"তবে তিনি ওখানে কি করছেন ?".

মুখখানা বিকৃত করিয়া রামা বলিল, "যেটি সবচেয়ে আসল কাজ, মাদিদি। সিগারেট, চা, পান, খাবার—সব ঘণ্টায় ঘণ্টায় জোগাচ্ছেন। একবার তো আমি ওঁকে বলেছিলুম, এসব কি ? এত রাত পর্য্যন্ত বাড়ীতে হট্টগোল ! আজ কর্ত্তাবাবু থাকলে—ব্যাস্ রে ! আমাকে যেন তেড়ে মারতে এলেন, বললেন' হারামজাদা ভদ্রতাও শেখ নি ? পাঁচটা ভদ্রলোক বাড়ীতে এলে আতিথ্য করতে হয়, আদর-আপ্যায়ন করতে হয়, খাওয়াতে হয়, জানিস্ নে ? আমিও রেগে গেলুম, বললুম, ওরা কি সব ভদ্দর-লোক ? উনি আরো খিঁচিয়ে উঠলেন বললেন, তবে ওরা কে ? তোর মত আমার চাকর ? মাস গেলে মাইনে দি ? দেখ রামা, ফের যদি আমার মুখের ওপর চোপা করবি তো, তোকে কালই জবাব দেব। কি আর বলব মাদিদি, হাজার হোক চাকরি করি তো ! যতই করি সেই চাকর ছাড়া তো এ বাড়ীর আর কেউ নই !" শেষের দিকে রামার কণ্ঠ বেশ একটু কাঁপিয়া উঠিল।

সুষমা নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনিতেছিল।

রামা বলিয়া চলিল, "আজকে ঐসব ভদ্দরলোকদের জন্যে কি কি এসেছে শুনবে মাদিদি? তুটিন সিগারেট দাম পনর টাকা, পনর প্লেট মাংস দাম তিরিশ টাকা, দশ প্লেট মাছ দাম পনর টাকা, আরো দশটাকার এমনি খাবার এসেছে; চা এসেছে পঞ্চাশ কাপ! আচ্ছা বল তো মাদিদি এরা কি সব ভদ্দরলোক?"

"হুঁ। আচ্ছা এঁরা থাকেন কোথায়? এত রাত্রে বাড়ী যাবেন কি করে?"

"জনকতক ঐ সামনের মেস বাড়ীটায় থাকেন। আর অন্য সবাইকে পৌঁছতে গাড়ী যাবে।"

"ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি নেই দেখছি," এই বলিয়া সুষমা চলিয়া যাইবাব জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আচ্ছা মাদিদি, মা নয় নাই বারণ করলেন, তুমি তো বাবণ কবতে পাব।"

"আমি? আমি কে? আমার কথা তিনি শুনবেন কেন বামা?"

"বাঃ তুমি কে মানে? তুমিই তো সব মাদিদি। বড়মা একদিন বলছিলেন তোমার হাতেই—"

সুষমার চোখ মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া সে কহিল, "তোমার রাত হচ্ছে রামা তুমি শুয়ে পড় গে। যাই আমি ওঁর ঘরে খাবার যোগাড়টা করি গে," এই বলিয়া সে দ্রুত সরিয়া পড়িল।

রাত্রি একটার সময় ঘরে ঢুকিয়া সুষমাকে খাবার লইয়া

এককোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মলয়ের মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। যেন কি একটা নিতান্ত নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে এইভাবে ধীরে ধীরে জামা খুলিয়া রাখিয়া সে নতমুখে খাইতে বসিল। কিছুক্ষণ পর সে প্রশ্ন করিল, "এত রাত পর্য্যন্ত তুমি না জেগে থাকলেই পারতে।"

সুষমা কোনো উত্তর দিল না।

"এখনো তুমি খাও নি তো?"

তথাপি সুষমা কোনো উত্তর দিল না।

সুষমার এই নীরবতা যেন মলয়কে আরো ছোট করিয়া দিতে লাগিল। আর কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া নিঃশব্দে আহার করিয়া যাইতে লাগিল। আরো কিছুক্ষণ পর হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "রামা কোথায়?"

এইবার সুষমা কথা কহিল; বলিল, "ঘুমচ্ছে"

দপ করিয়া মলয় জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, "ব্যাটা উল্লুক! ঘুমচ্ছে? তুমি জেগে থাকতে পার আর ও পারে না? যদি কালই হারামজাদাকে জবাব না দি তো আমার নামই মিথ্যে।"

শান্তকণ্ঠে সুষমা বলিল, "কেন শুধু শুধু রাত্তিরে মাথা গরম করছেন? সেদিন তো আপনাকে বললুম যে ভোররাত্রে ওকে মাসীমার জন্যে জল গরম করতে হয়।"

"হয় তো হয়েছে কি? একদিন ব্যাটা একটু জেগে থাকতে পারে না? বেটা যেন বিলেত-ফেরৎ সাহেব! দুবেলা ঠিক সময়ে ভরপেট গেলা চাই, দুবেলা মোষের মত ঘুমটা চাই, যখন

তখন পান খাওয়ার জন্যে ঘণ্টাখানেক করে ছুটি চাই, দেশে জমিজমা কিনবে তার জন্যে টাকা চাই। হবে'খন বেটার কাল, সকাল হক।"

নির্লিপ্তকণ্ঠে সুষমা কহিল, "সকাল হতে এখন অনেক দেরী। এখন তো খেয়ে নিন। রাত অনেক হল।"

কি একটা মুখে পুরিয়া দিয়া মলয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই সুষমা কহিল, "কিছুই তো খেলেন না।"

"আমার খিদে নেই।"

"এত মিথ্যে রাগলে মানুষ খেতে পারে?"

মলয় প্রত্যুত্তর দিল না, তেমনি অপ্রসন্ন-মুখে বসিয়া রহিল।

"আচ্ছা আর কিছু খেতে হবে না, ঐ রুটিটা সুপ দিয়ে খেয়ে ফেলুন।"

"পারব না।"

"কেন?"

"বললুম তো খিদে নেই।"

"বিকেলেও তো আজ কিছু খান নি।"

"আমি ওদের সঙ্গে খেয়েছি।"

"আপনি যে ওদের সঙ্গে কখনো খান না, আমি জানি।"

"জান?"

"হুঁ"

"কে বললে?"

"নিশ্চয়ই একজন কেউ বলেছে।"

"হুঁ। দ্যাট ব্ল্যাডি ফুল। বেটা তোমার কানেও ফুস্‌মন্তর দিতে শুরু করেছে? আচ্ছা, একবার সকাল হক," এই বলিয়া মলয় দ্রুত রুটিটি স্যুপ দিয়া খাইয়া উঠিয়া পড়িল।

থালা বাসন প্রভৃতি গুছাইয়া সুষমাও প্রস্থান করিল।

পরদিন সকালে বাড়ীতে হুলুস্থূল কাণ্ড। মলয়ের নির্দ্দেশে হারাধন রামার হিসাবপত্র চুকাইয়া দিয়াছে। রামাও হিসাবপত্র বুঝিয়া লইয়া উপরে আসিবার চেষ্টা করিতেই মনিবের আদেশমত রামলগন সিং তাহাকে বাধা দিয়াছে। রামা বিশুদ্ধ উড়িয়া ভাষায় কত কি বলিতেছে, রামলগন সিংও বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় তাহার প্রত্যুত্তর দিতেছে। রামার কণ্ঠ উত্তরোত্তর চড়িতেছে, রামলগন সিংয়ের কণ্ঠও চড়িতেছে। বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা অদূরে দাঁড়াইয়া এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখিতেছে। সুষমা গণ্ড-গোল শুনিয়া দোতলায় বাহির হইয়া আসিল ও এই দৃশ্য চোখে পড়িতেই হাসিয়া ফেলিল। পরে হাসি সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। সুষমাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া রাম লগন সিং কহিল, "বাবুজী জবাব দে দিয়া। উপর যানে কা হুকম নেহি হ্যায়।"

রামা কাঁদিয়া উঠিল। সুষমা কহিল, "ওকে আমার কাছে আসতে দাও রামলগন।"

রামলগন পথ ছাড়িয়া দিয়া রামাকে বলিল, "যা তু বাঁচ গিয়া।"

রামা ভেংচি কাটিয়া কহিল, "শড়া খোট্টা।" সুষমার কাছে

আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "মা-দিদি আমার জবাব হয়েছে আমি দেশে যাচ্ছি।"

সুষমা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "আচ্ছা সেকথা পরে হবে। তুমি এখন আমার সঙ্গে এস।"

রামলগন সুচতুর। এখানে সে আজ দশ বৎসর দারোয়ানী করিতেছে। বাবুজীর রামাকে জবাব দেওয়া ও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া এবং পরমুহূর্ত্তেই মাজীর তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়ার মধ্যে যে একটা ঘরোয়া ব্যাপার চলিতেছে ইহা বুঝিতে পারিয়া তুইকানে হাত দিয়া ও জিভ কাটিয়া দ্রুত সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

রামাকে লইয়া সুষমা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছে, দেখিল সিঁড়ির রেলিং-এ মাথা ঠেকাইয়া মলয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মলয়কে দেখিয়া রামা সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। সুষমা মলয়কে শুনাইয়া কহিল, "রামা, মাসিমার জন্যে এক কেটলী জল গরম করে দিয়ে এস তো।"

মলয় খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "খবরদার বলছি উল্লুক আর এক পা এগুবি তো তোর ঠ্যাং খোঁড়া করে দেব। রাম-লগন সিং।"

যে রামলগন প্রভুর ডাকে সর্ব্বসময়েই হাজির থাকিত, আজ তাহার সাড়া পাওয়া গেল না। সে খৈনী ডলিতে ডলিতে খাটি-য়ার উপর শুইয়া পড়িল। আর একবার প্রভুর ডাক তাহার কানে আসিল। এবার সে খৈনীটা মুখে পুরিয়া দিয়া একটা রামজীর

ভজন জুড়িয়া দিল। কিন্তু তৃতীয়বার প্রভুর ডাক শুনিয়া সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রভুর নিকট আসিয়া হাজির হইল।

মলয় সক্রোধে কহিল, "ইস্‌কো পাকড়ো।"

রামলগন সিং প্রস্তর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

মলয় পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ইস্‌কা ঠেঙরি তোড় দেও।"

জিভ কাটিয়া রামলগন করযোড়ে সুষমার দিকে তাকাইয়া কহিল, "মাজী, হাম নোকর হ্যায়।"

সুষমা অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে কহিল, "তুমি যাও রামলগন।"

পোষা কুকুরের মত রামলগন অন্তর্হিত হইলে সুষমা "রামা এস" বলিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। মলয় ক্ষণকাল সেই-দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল ও পরে দ্রুত নিজের ঘরে গিয়া আপাদমস্তক চাপাচুপি দিয়া শুইয়া পড়িল।

বেলা একটার সময় রামা আসিয়া কহিল, "বাবু এখনো শুয়ে আছেন। সকালের দুধটাও খান নি।"

"এতক্ষণ আমায় কেন বলনি রামা?" এই বলিয়া হাতের কাজটি অর্দ্ধসমাপ্ত রাখিয়া সুষমা মলয়ের ঘরে আসিল। শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "উঠুন।"

মলয়ের নাক ডাকিতে লাগিল।

মুখে শাড়ীর একপ্রান্ত চাপা দিয়া সুষমা কহিল, "উঠুন, উঠুন অনেক বেলা হল।"

মলয়ের নাক ডাকা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

"বাঃ এ তো বেশ ঘুম, যত ডাকছি নাক ডাকা বেড়ে যাচ্ছে।"

মলয়ের নাক ডাকা থামিয়া গেল।

"আচ্ছা উঠুন না, কেন শুধু শুধু বেলা করছেন?"

চাপার ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "আমি খাব না।"

"কেন?"

"তুমি আমাকে আজ অপমান করেছ।"

"বেশ তো, আপনি নয় আমাকে পাল্টা অপমান করুন। কিন্তু এর জন্যে খাবেন না কেন?"

"আমার পেট কামড়াচ্ছে।"

"খিদেতে কামড়াচ্ছে, খেলেই সেরে যাবে। বেলা এগারটার দুধটাও তো খান নি।"

"আমার মাথা ধরেছে।"

"মাথা থাকলেই মধ্যে মধ্যে ধরে। উঠুন, উঠুন।"

"আমার জ্বর হয়েছে।"

"দেখি," এই বলিয়া সুষমা মলয়ের চাপা খুলিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া কহিল, "সত্যি তো, গা যে একবারে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! আজ সাবু ছাড়া আর কিছু খাবেন না।"

সুষমা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে মলয় ডাকিল, "শোন।"

ফিরিয়া আসিয়া সুষমা কহিল, "কি?"

"রামা কোথা?"

"ওপরে।"

"ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

"কেন ?"

"তোমার সে খবরের প্রয়োজন কি ?"

"আছে বৈকি। ওকে তো আপনি জবাব দিয়েছেন, আমি রেখেছি। ওকে তো কিছু বলবার অধিকার আপনার নেই।"

"হুঁ" এই বলিয়া মলয় শয্যায় উঠিয়া বসিল, কহিল, "তুমি কিন্তু ওর মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছ।"

"সে তো খাচ্ছি এবং সেটা খুব দুঃখের কথা। কিন্তু আপনি এখন খাবেন কিনা বলুন ?"

"খাব" এই বলিয়া মলয় বাথরুমে চলিয়া গেল।

৭

একদিন সন্ধ্যার সময় মলয় বাহির হইয়া যাইতেছিল, দেখিল সিঁড়ির আবছা অন্ধকারে রামা চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। মলয় আগাইয়া আসিল, কহিল, "এখানে বসে আছিস যে?"

রামা কোনো উত্তর দিল না।

"দেশ থেকে কোনো খারাপ খবর এসেছে বুঝি?"

রামা নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

"কি হয়েছে?"

"বাবু, ধনে প্রাণে মারা গেলুম," বলিতে বলিতে রামা হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্রন্দনরত রামার নিকট হইতে মলয় যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করিল, তাহা এই—উহাদের গ্রামে এক বিখ্যাত স্বর্গত দেশনেতার স্মৃতি-মন্দির হইবে। ইহাতে খরচ পড়িবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। ইহার অর্দ্ধেক টাকা স্থানীয় গভর্ণমেন্ট দিবে, ও বাকি অর্দ্ধেক স্থানীয় বাসিন্দাদের দিতে হইবে। রামা তাহার নিকট কাজ করিয়া বেশ দুপয়সা উপরি পায়, এজন্য তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা বরাবরই ঈর্ষান্বিত। গ্রাম্যপঞ্চায়েতের মোড়লকে গোপনে হাত করিয়া রামার ভাগে দুইশত টাকা ফেলিয়াছে ও বলিয়াছে এই টাকা পনর দিনের মধ্যে দিতে না

পারিলে তাহারা তাহার বলদ জোড়াটি বিক্রয় করিয়া টাকা উশুল করিবে।

সব শুনিয়া মলয় নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "এত টাকা আমি কোথা থেকে দেব, বাবু? এক টুকরো জমি আর এই বলদ জোড়াটি আপনি কিনে দিয়েছিলেন, কোনো রকমে শাকান্ন খেয়ে সকলে বেঁচে আছে। তাও মহাজনের কাছে প্রত্যেক বছর ধার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এবার যে শুকিয়ে মরতে হবে বাবু!"

বেদনায় মলয়ের ভিতরটা শক্ত হইয়া আসিল, কহিল, "রামচন্দ্র মারা যেতে একদিন অযোধ্যার অবস্থা হয় তো এমনিই হয়েছিল রে! একপাল বাঁদরের জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ! নে ওঠ, তোর এ টাকাটা আমিই দেব।"

"দেবেন বাবু?" মলয়ের পা-ছুটি জড়াইয়া ধরিয়া রামা কহিল, "আপনি আমার মা বাপ।"

"হ্যাঁ রে, দেব, দেব। ওঠ, পা ছাড়।"

পা ছাড়িয়া দিয়া চোখ মুছিয়া রামা কিছুক্ষণ পর বলিল, "কিন্তু এত টাকা আমি শুধব কি করে বাবু?"

"ও হপ্তায় তোর মাদিদির জন্মদিনে তোকে সোনার হার দেব বলেছিলুম, তার বদলে এ টাকাটা দিচ্ছি।"

"আমার আর কেউ নেই বাবু, আপনি আমার মা বাপ।" এই বলিয়া রামা পুনরায় কাঁদিতে লাগিল।

"যা যা কাজে যা।" এই বলিয়া মলয় ছুই-তিনবার তাহার

পিঠ চাপড়াইয়া পুনরায় আস্তে আস্তে কহিল, "দেখ, তোর মাদিদি যেন জানতে না পারে। জিজ্ঞেস করে তো একটা যা হয় মিথ্যে বলে দিবি।"

মাথা নাড়িয়া রামা চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই থামের আড়াল হইতে একটি আবছা মূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল, কহিল, ' কিন্তু আমি যে সব শুনে ফেলেছি।"

সুষমাকে দেখিয়া মলয় বিব্রত হইয়া পড়িল, কহিল, "লুকিয়ে লুকিয়ে যারা পরের কথা শোনে তারা অত্যন্ত বদলোক।"

"যারা মিথ্যে বলতে শেখায় অন্তত তাদের চেয়ে অনেক ভাল।"

"যে মিথ্যেতে কারো ক্ষতি হয় না তাকে ঠিক মিথ্যে বলা চলে না।"

"নির্দ্দোষ মিথ্যেকেও তো আর সত্য বলা চলে না।"

"যাক তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই নে। আমি চললুম।"

সুষমা একটু হাসিয়া বলিল, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

"যেদিকে দুচোখ যায়।"

"ভাল কথা," এই বলিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া সুষমা কহিল, "এই খাতাখানা অঞ্জলিকে দিয়ে আসবেন। খাতাতেই ঠিকানা লেখা আছে।"

"আমি পারব না।"

"কাল সকালেই সে গিরিডী চলে যাচ্ছে। আজ কলেজে নিয়ে যেতে ভুলে গেছলুম।"

"দারোয়ান নেই ?" মলয়ের মুখে বিরক্তি।

"সে কাজে গেছে। ধরুন ধরুন, আমার এখন অনেক কাজ।" এই বলিয়া খাতাটি মলয়ের হাতে গুঁজিয়া দিয়া সুষমা চলিয়া গেল।

মলয় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল ও পরে মুখখানা একবার বিকৃত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একদিন বৈকালে নীচের ঘরে ভূষণবাবুর সহিত মলয় গল্প করিতেছে। ভূষণবাবু কথার মাঝখানে হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, "আচ্ছা মলয়, তুমি ভগবান মান ?"

"মানি।"

"শুনে খুব খুসী হলুম মলয় যে এ-যুগের ছেলে হয়েও তুমি ঈশ্বর মান। আমি তো তাঁকে বরাবরই মানি, কিন্তু হালে এই দুঃখ কষ্টের পর আরো কত গভীরভাবে যে তাঁকে স্বীকার করি, তাঁর অস্তিত্ব বুঝতে পারি, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না।"

মলয় চুপ করিয়া রহিল।

"দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েই আমাদের জীবনে তিনি ফুটে ওঠেন, এটা যে কত বড় সত্য তা আজ বুঝতে পারছি মলয়। জীবনে যত বড় আঘাতই আসুক যদি তার ধাক্কা শান্ত হয়ে সামলানো যায়, তবে একদিন তিনি খুসী হয়ে ষোল-আনাই পুষিয়ে দেন। দুদিন আগে কোথায় কিভাবে ছিলুম আর এখন কিভাবে আছি ভাবলে নিজের চোখ-কানকেই বিশ্বাস করতে পারি নে।"

লজ্জিত মুখে মলয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পুনরায় ভূষণবাবু বলিলেন, "সত্যি মলয়, তোমাদের মত মানুষ এখনো পৃথিবীতে আছে বলেই অন্যায়ের এত বড় বোঝা নিয়েও এ-পৃথিবীটা এখনো খাড়া আছে, নয়তো কবে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যেত।"

এক কাপ চা আনিয়া ভূষণবাবুর সম্মুখে রাখিয়া সুষমা নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ভূষণবাবু কহিলেন, "মলয়কে চা দিলি নি? দে।"

"উনি এখন চা খান না।"

"তা হক এক কাপ দে।"

"না বাবা, এখন চা খেলে ওঁর রাত্তিরে ঘুম হয় না," কথাটা বলিয়াই হঠাৎ তাহার সমস্ত মুখখানা রাঙা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে কহিল, "মাসীমা ডাকছেন, যাচ্ছি।" এই বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পর মলয় বাহির হইয়া যাইতেছে, রামা আসিয়া জানাইল, "চলুন ওপরে চলুন।"

চোখ পাকাইয়া মলয় কহিল, "কেন?"

"মাদিদি ডাকছেন। কদিন থেকে ধোপা—"

"তোর ধোপার নিকুচি করেছে।"

"সেটা মাদিদিকে বলে আসবেন চলুন।"

"দেখ রামা—"

"করব না? আলবাৎ করব। একটা দাগী চোরকে তুমি পুষবে আর সে বেটা আমাকে বলবে মিথ্যেবাদী। আচ্ছা, সকাল হক, বেটাকে জবাব না দিয়েছি তো আমার নাম মিথ্যে।"

সুষমা মলয়ের কথায় কান না দিয়া আপন মনেই বলিল, "বড় আশ্চর্য্য তো! ধোপা বলছে তিনটে সার্ট নিয়ে গেছে, অথচ খাতায় লেখা পাঁচটা।"

রামা বলিল "দাদাবাবুর হাতে আজ সকালে খাতাটা দেখেছিলুম।"

ভাল্লুকের মত মলয় যেন লাফাইয়া পড়িবে এমনি ভাবে কহিল "চুপ্ কর বলছি হারামজাদা।"

রামা সভয়ে এবার চুপ করিয়া গেল। খাতাটা চোখের উপর তুলিয়া ধরিয়া সুষমা দেখিল কতকটা স্থান ঘসা-ঘসা অর্থাৎ কেহ যেন, কি মুছিয়া পাঁচ লিখিয়া দিয়াছে। সে আগাগোড়া ব্যাপারটা সব বুঝিতে পারিয়া রামাকে কহিল "সার্ট দুটো কোথায় গেছে তুমি জানো রামা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু সার্ট কেন অনেক কিছুই আস্তে আস্তে আজ পর্য্যন্ত কোথায় চলে গেছে সব জানি।"

"দেখ রামা" আগাইয়া আসিয়া মলয় বলিল "বেশি যদি গুস্তাদী করবি তোর করর-মরর এক সেকেণ্ডে ঘুচিয়ে দেব। ঐ দেয়ালে কি টাঙানো আছে দেখেছিস্?" এই বলিয়া অদূরে দেওয়ালের গায়ে পুরাতন দিনের যে দুটি তরোয়াল ঝুলিতেছিল

সেদিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়া মলয় দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মলয় বাহির হইয়া গেলে রামা উবু হইয়া সুষমার পায়ের নিকট বসিল ও বলিতে লাগিল যে মলয়ের বাহিরের ব্যবহার-টাই এইরূপ কড়া কিন্তু তাঁহার হৃদয়টি অত্যন্ত কোমল। কাহারো চোখের জল তিনি সহ্য করিতে পারেন না। কেহ আসিয়া কিছু চাহিলে না দিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। সেদিন পাশাখেলার সময়ে দুইজন ভদ্রলোকের দুঃখকষ্টের কথা শুনিয়া তিনি অম্লানবদনে এই সার্ট দুটি দুজনকে দান করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে দুইটাকা দিয়া বলিয়াছেন কথাটা যেন সে অত্যন্ত গোপনে রাখে, তাহার মাদিদিকেও না বলে। এই প্রকারে এই আট বৎসরে তিনি তাঁহার পরণের জামাকাপড় ও অর্থ কত যে দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

জানালার বাহিরে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া সুষমা চুপ করিয়া রামার সমস্ত কথা শুনিয়া যাইতেছিল ও সেই সঙ্গে তাহাদের সপরিবারে এ-বাড়ীতে আগমনের হেতুটাও তাহার বারংবার মনে পড়িতেছিল। অকস্মাৎ তাহার দুইচোখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। গোপনে তাহা মুছিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল "রামা আমি আজ বড় অপরাধ করেছি। তিনি আমাদের সমালোচনার অনেক উর্দ্ধে এ আমি এতদিন বুঝতে পারিনি। এসব কাল মেলাব, আজ থাক।" এই বলিয়া সুষমা ঘর হইতে নিক্রান্ত হইয়া গেল।

দেশে শারদীয়া পূজা হইবে। সপরিবারে ভূষণবাবু গ্রামে যাইবেন। মাতঙ্গিনী মলয়কে একসময়ে ডাকিয়া বলিলেন "তুমিও চল না বাবা।"

"পূজোয় একটা কাজ আছে মাসীমা।"

"পূজোর সময় কাজ ?"

"হ্যাঁ। আমার এক আর্টিষ্ট বন্ধু একটি আর্ট-একজিবিশন খুলবে। তার হয়ে একটু খেটে দিতে হবে।"

কিন্তু মাতঙ্গিনী হাল ছাড়িলেন না। মেয়েকে আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে মলুকে সঙ্গে যাবার কথা বলেছিস্ ?"

"আমি আবার কি বলব মা ?"

"তবে কে বলবে ?"

"বাবা রয়েছেন, তুমি রয়েছ !"

সুষমা এইদিন একসময়ে একথাটা পাড়িল। সে কহিল, "আজকাল সব কথা কেটে দেওয়া আপনার একটা অভ্যেস হয়ে গেছে দেখছি।"

"কেন ?"

"সকালে মায়ের কথাটা না রাখাতে মা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন।"

"সত্যি, আমার কাজ আছে।"

'শুনলুম আপনার কোন বন্ধুর আর্ট-একজিবিশন্ আছে।

কিন্তু প্রদর্শনীর মূলবস্তু কি আপনি যে না-থাকলে প্রদর্শনীটা ভেঙ্গে যাবে ?”

“হুঁ” এই বলিয়া মলয় চলিয়া গেল।

রাত্রে খাইবার সময়ে সুষমা অদূরে চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পর সে কহিল “গ্রামে গেলে আপনার কষ্ট হবে বললেই তো হত।”

“গ্রাম আমার খুবই ভাল লাগে।”

‘তবে যাচ্ছেন না কেন ?”

মলয় ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল “তুমি তো আমায় যেতে বলনি।”

সুষমার সমস্ত শরীরটা একবার শিহরিয়া উঠিল। সে মাথা নীচু করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, “আমি না বললেও মা তো বলেছেন।”

“আমি তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই, সুষমা।”

উভয়েই বহুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল। এক সময়ে সুষমা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, “তবে চলুন।”

“কথা দিলুম যাব।”

ভূষণবাবু দিবা দ্বিপ্রহরে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোট পুরাতন বাড়ী। দোতালায় তিনখানি ও এক তালায় চারখানি ছোট ছোট ঘর। সামনে ছোট উঠান। উঠানের এককোণে বেদী। এই বেদীতেই প্রতি বৎসর নিতান্ত নিরাভরণভাবেই মায়ের পূজা হয়।

ভূষণবাবু কহিলেন, "তোমার এখানে বেশ একটু কষ্ট হবে মলয়।"

"কেন?"

"প্রাচুর্য্যের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, এ সব কষ্ট সহ্য করা—"

বাধা দিয়া মলয় কহিল, "ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোর্-এ দুবছর ছিলুম। তখন ক্যাম্প-লাইফে যে-কষ্ট সহ্য করেছি, তার কাছে এ স্বর্গ।"

দোতালার একটি ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা হইল মলয়ের। খাওয়া সারিয়া ঘরে আসিয়া মলয় দেখিল, সুষমা ঘরটি প্রায় গুছাইয়া ফেলিয়াছে। পথশ্রমে ক্লান্ত ছিল সে, শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার সময় ভূষণবাবু চা খাইতেছেন। সুষমা চা ঢালিয়া দিতেছে। মাতঙ্গিনী অদূরে থামে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। জীবন বেদীটার নিকটে কি একটা কাজে ব্যাপৃত ছিল। মলয়কে না দেখিয়া ভূষণবাবু কহিলেন, "মলয় কোথা? তাকে দেখছিনা যে!"

মাতঙ্গিনী কহিলেন, "সত্যি, মলয় কোথায়?"

সুষমা কহিল, "ঘরে তো নেই দেখলুম।"

ভূষণবাবু চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "গেল কোথায়? নতুন জায়গা, পথঘাট কিছুই জানে না, কারো সঙ্গে পরিচয়ও নেই। তাছাড়া"—একটা অজানা আশঙ্কায় তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "গ্রামের অবস্থা তো ভাল নয়! জীবন!"

জীবন নিকটে আসিল। ভূষণবাবু কহিলেন, "কালুকে সঙ্গে নিয়ে একবার যা তো! সন্ধ্যে হয়ে এলো।"

কালু এ গ্রামের বিখ্যাত লাঠিয়াল। শুধু সেই নয়, তাহার ছয় ছেলেও লাঠিখেলায় ধুরন্ধর। এক-একজন একশ লোকের মহড়া লইতে পারে। এই দিকটায় ইহাদের বাস না থাকিলে এই হাঙ্গামায় হিন্দু বলিয়া আর কেহ থাকিত না। কালুর বাড়ী গিয়া জীবন ডাকিল, "কালু।"

কালু ভিতরেই ছিল, ডাক শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। সে ভূষণবাবুকে অত্যন্ত সম্মান করে। কারণ তিন বৎসর পূর্ব্বে সে একবার একটি মিথ্যা খুনের মামলায় জড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভূষণবাবুরই অনুরোধে তাঁহার কোনো এক উকীল বন্ধু বিনা অর্থব্যয়ে তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া তাহাকে সেবারের মত উদ্ধার করেন। সেই অবধি কালু ভূষণবাবুর অত্যন্ত অনুগত। জীবনকে কহিল, "পর্‌ণাম বাবু! কবে এলেন?"

"আজই সকালে।"

"সবাই এসেছেন?"

"হ্যাঁ!"

"নিজে না এসে, কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠালেই পারতেন। চলুন, দেখা করে আসি।"

"দেখা একটু নয় পরেই করো কালু। এখন আমার সঙ্গে একবার চল।"

"কোথায় যেতে হবে বাবু?" কিসের একটা অজানা আনন্দে

যেন তাহার চোখ দুইটি একবার জ্বলিয়া উঠিল।

"একটু বিপদে পড়েই এসেছি কালু।"

"আপনাদের বিপদ? কালু আপনাদের জন্যে প্রাণ দিতে পারে। দাঁড়ান্, স্যাঙ্গাৎকে সঙ্গে নি," এই বলিয়া দ্রুত ঘরে ঢুকিয়া তাহার দীর্ঘ লাঠিখানি লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "চলুন।"

জীবন একটু হাসিয়া বলিল, "মারামারি নয় কালু। আমার এক দাদা একা বেরিয়েছেন, পথঘাট তাঁর কিছুই জানা নেই, সন্ধ্যে হয়ে এল। চল একটু খুঁজে দেখি।"

ঘটনার সামান্যতায় কালু একটু অপ্রসন্ন হইল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, "আপনার দাদা?"

"হ্যাঁ, কালু, আমার দাদা।"

"তবে এতদিন জানতুম যে আপনার আর ভাই নেই?"

"রক্তের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার নেই, কিন্তু মানুষের মন বলে একটা জিনিস আছে। সেখানে তিনি যে আমার কতটা জায়গা জুড়ে বসে আছেন, তা যদি জানতে? চল কালু আর দেরী করো না।"

দুইজনেই রওনা হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া একটা চৌমাথায় আসিয়া পড়িল তাহারা। কালু কহিল, "এদিকটা তো দেখা হল বাবু। এবারে ওদিকটা চলুন ঘুরে আসি।"

"চল" বলিয়া জীবন তাহার অনুগামী হইল।

কুড়ি-পঁচিশ মিনিটকাল নীরবে হাঁটিয়া চলিল দুইজনে।

কালু হঠাৎ কহিল, "আর যাবেন না বাবু, ওটা শ্মশান।"

সেই পথ দিয়াই তাহারা পুনরায় ঘুরিয়া আসিল। কালু কহিল, "এতক্ষণ বাবু হয় তো বাড়ী ফিরেছেন। চলুন বাড়ী যাই।"

কিন্তু বাড়ী ফিরিয়া তাহারা দেখিল, শুষ্কমুখে ভূষণবাবু ও মাতঙ্গিনী উঠানের এককোণে বসিয়া রহিয়াছেন। ভূষণবাবু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পেলে?"

জীবন নীরবে মাথা নাড়িল।

কালু কহিল, "নদীর পথটা দেখা হয়নি। আমি চট করে এখুনি দেখে আসছি। বোধ হয় ঐ পথেই গেছেন, বাকি পথ ছুটো তো দেখে এলুম।"

জীবন কহিল, "চল কালু।"

"আপনি—"

"হ্যাঁ, আমিও যাব। চল।"

উভয়ে পুনরায় বাহির হইয়া নদীর পথ ধরিল। উৎকণ্ঠায় জীবনের তালু পর্য্যন্ত যেন শুকাইয়া যাইতেছিল। কালু কহিল, "সত্যি বাবু কোথায় যে গেলেন?"

আরো কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া অনতিদূরে টর্চ্চের আলো দেখিয়া জীবন দৌড়াইয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যেও মলয়কে চিনিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঘাম দিয়া যেন তাহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। সে বলিল, "আচ্ছা, লোক যা হক আপনি মলয়দা!"

মলয় ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

'চলুন, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলুন। বাবা মা যে কী ভীষণ ভাবছেন আপনার জন্যে!"

"ভাবছেন? কেন?"

"কেন? একা-একা চলে এসেছেন, তার ওপর রাত্তির হয়ে গেছে!"

"রাত্তিরেই তো বেড়াতে আমার খুব ভাল লাগে।"

"এটা কি শহর পেয়েছেন?"

"শহরের চেয়ে গ্রাম তো আরো নিরাপদ।"

"গ্রামে আর সে-সব দিন নেই, মলয়দা।"

বাড়ী ফিরিতেই ভূষণবাবু বলিলেন, "থ্যাঙ্ক গড! এখুনি তুমি না ফিরলে আমাকে থানাতে ছুটতে হত মলয়। এখনো এখানে দুপক্ষে বেশ টেনশন চলছে, কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।"

মাতঙ্গিনী আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, "আর এ রকম একা একা বেরিয়োনা বাবা।"

বিপদের গুরুত্বটা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া মলয় নীরবে মাথা নাড়িয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া আসিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল সুষমা ও রামা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রামা কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুষমা আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কাল সকালেই ট্রেন আছে, আপনি বাড়ী চলে যান।"

"খুব ভাল কথা। বেডিং বেঁধে দাও, সুটকেশ গুছিয়ে দাও।"

সুষমা ক্যামখাটের তলা হইতে একটানে ব্যাগটি বাহির করিয়া মলয়ের জামা কাপড় গুছাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পর রামা ঘরে প্রবেশ করিল। হাতে এক থালা খাবার। সুষমার কাণ্ড দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া গেল।

সুষমা কহিল, "রামা, বাবুর বেডিংটা তাড়াতাড়ি বেধে দাও তো।"

রামা কহিল, "কঁড় হলা ?"

সুষমা বলিল, "তোমার বাবু কাল ভোরের ট্রেনেই শহরে ফিরছেন।"

"কাঁইকি ?"

'উনি বড়লোক, আপনার খেয়ালেই থাকেন। কিছু হলে মাসিমাকে এ মুখ দেখাব কি করে রামা ?"

"সে পরা ঠিক কথা।"

সুষমার রাগ পড়িয়া আসিয়াছিল। সে মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রামা পুনরায় অত্যন্ত বিনীতকণ্ঠে কহিল "মু মাপ চাউছি।"

মলয় উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ব্যাটা মোড়লি করবার আর জায়গা পাস নি ? ষ্টুপিড ! রাস্কেল '!'

সুষমা কহিল, "আঃ অত চেঁচাচ্ছেন কেন ? এবি আপনার বাড়ী পেয়েছেন যে তিনতলায় ঢাক পিটালে একতলায় শোনা যাবে না ? নীচে বাবা মা আছেন।"

মলয় শান্ত হইয়া শয্যায় বসিল।

ব্যাগটি ক্যামখাটের তলায় ঠেলিয়া দিয়া সুষমা কৃত্রিম গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "রামা, তোমার কথাতেই এবার মাপ করলুম।"

৯

সেদিন গ্রামের পথে হঠাৎ অত্যন্ত পরিচিত একজনের সহিত মলয়ের দেখা হইয়া গেল। বিনোদ প্রায় দৌড়াইয়াই কাছে আসিল, বলিল, "কেমন আছেন মলয়দা ?"

"ভাল। তুমি কেমন আছ ?"

"ভালই। তারপর হঠাৎ এখানে ?"

"এমনি।" একটু হাসিয়া মলয় কহিল, "আচ্ছা চলি।"

"চলি মানে ? এতদূর যখন এলেন বাড়ী চলুন একবার। কতদিন যাননি।"

"আজ থাক বিনোদ।"

"কেনই বা আজ থাকবে ? কিছুতেই শুনব না, চলুন।"

অগত্যা মলয়কে যাইতে হইল। যাইতে যাইতে বিনোদ বলিল, "উঃ কতদিন পর আপনার সঙ্গে দেখা !"

"হুঁ।"

"প্রায় আট-ন বছর হবে।"

"হুঁ।"

"দাদা মারা যাবার পর সেই একটি দিন যা এসেছিলেন আর তো আসেন নি !"

মলয় নীরবে পথ হাঁটিতে লাগিল, উত্তর দিল না।

বাড়ী পৌঁছিয়া রাস্তার ধারের বড় ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া বিনোদ কহিল, "এটা আমার মামার বাড়ী। মামার তো ছেলে-

পুলে নেই। মা মারা যাবার পর তাই জোর করে আমাদের এনে রেখেছেন।"

মলয় তখন মৃত বাল্যবন্ধু সুহাসের সহিত বিজড়িত অতীত দিনগুলির কথা নিঃশব্দে ভাবিতেছিল।

"মামা আমাকে খুবই ভালবাসেন, কিছু বলতে পারি না। কিন্তু কি রেচেড লাইফ বলুন তো এই গ্রামে থাকা? এখানে না আছে সোসাইটি, না আছে কমপ্যানি, না আছে রিক্রিয়েশন!"

মলয় তখনও বাল্যবন্ধুর চিন্তায় ডুবিয়াছিল, কথা কহিল না।

"মামার বিষয়সম্পত্তি দেখি কিন্তু আর বোধ হয় পারব না। মনের সঙ্গে এতদিন যুদ্ধ করে আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে এসেছি মলয়দা। প্রজারা বড় গরীব, দুবেলা দুমুঠো খেতেও পায় না। তাদের ওপর এমন অমানুষিক ব্যবহার করতে আর পারছি না।"

হঠাৎ কে আসিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে মলয় ব্যস্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল, উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। মলয় চিনিতে না পারিয়া মুখ নীচু করিল। মেয়েটি হাসিয়া কহিল, "আমায় চিনতে পারছেন না?"

বিস্মিত হইয়া মলয় বলিল, "রাণু!"

একটা বেতের মোড়া টানিয়া নিকটে বসিয়া রাণু কহিল, "বড়লোক কিনা তাই ভুলে গেছলেন।"

মলয় নীরবে একটু হাসিল। "আসছি" বলিয়া বিনোদ ভিতরে চলিয়া গেল।

রাণু কহিল "কেমন ছিলেন এ-কবছর ?"

"ভাল।"

"আপনি সেই একই রকম আছেন দেখছি।"

"হুঁ।"

"আমাদের সংসারে কিন্তু অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল।"

হঠাৎ নিজেব সংসারের কথা চিন্তা করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মলয় বলিল, "সে তো ঘটবেই রাণু। এ-পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল, প্রতি মুহূর্ত্তে এর প্রত্যেকটি কণা পাল্টে যাচ্ছে। তাই এ সংসারে যা আসে তাকে মুখ বুঁজে মেনে নেওয়াই ভাল।"

"হুঁ, তাই ভাল।"

কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধতা। মলয় বলিল, "আমাদের সংসারেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে রাণু। বাবা মারা গেছেন।"

রাণুর দীর্ঘায়ত দুটি চোখে বিষাদের আভাস স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া রহিল।

মলয় বলিল, "বাবা থাকতেও মাকে দেখেছি, এখনো মাকে দেখছি। এত তাড়াতাড়ি মানুষ এত পালটে যেতে পারে ভাবলেও অবাক লাগে।"

[illegible]কাল মৌন থাকিয়া মুখ না তুলিয়াই অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু এত পরিবর্ত্তনের মাঝখানে এমন জিনিসও জগতে আছে মলয়দা যা যুগ যুগ কেটে গেলেও পালটায় না।"

মলয় মৌন রহিল। পুনরায় ক্ষণকাল স্তব্ধতা। হঠাৎ রাণু হাসিয়া বলিল, "কৈ? আমার টফি কৈ? দিন।"

দশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এমনি করিয়াই রাণু টফি চাহিত। মলয় হাসিল, কিছু বলিল না।

"হাসছেন? সত্যি আমার টফি দিন।"

সস্নেহে মলয় কহিল, "দুষ্টুমিগুলো এখনো ভোলো নি?"

"ভুলেই তো গেছলুম। আপনি তো এসে আবার সব মনে করিয়ে দিলেন।"

মলয় প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুত্তর রহিল।

"কৈ দিন? না দিলে কিন্তু সত্যি আপনার জামা ছিঁড়ে দেব।"

মলয় পুনরায় একটু হাসিল।

"মনে করছেন এখন আর পারি না?" একটু থামিয়া রাণু বলিল, "আমি খুব পারি। দেখবেন?"

"তুমি তো সবই পার রাণু, আমি জানি। কিন্তু আজ যে তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে এ তো জানতুম না। তাহলে আমার মাথার দিব্বি করে বলছি, যেখান থেকে হয় তোমার জন্যে টফি নিশ্চয়ই সঙ্গে নিয়ে আসতুম।"

উভয়েই হাসিয়া উঠিল। আরো কিছুক্ষণ গল্প করিয়া মলয় উঠিবার চেষ্টা করিতেই রাণু কহিল, "উঠছেন যে।"

"বেলা হল।"

"আপনি কি জলে পড়ে আছেন?"

"তা নেই। কিন্তু সত্যি বেলা হল। উঠি।"

"না।"

"বাড়ীতে সব ভাববে, রাণু।"

"সে-ব্যবস্থা আমি আগে থেকেই করেছি। দাদা বোধ হয় এতক্ষণে খবর দিতে গেছে যে, আজ আপনি এখানে খেয়ে যাবেন।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "একটু বসুন, আসছি।"

রাণু চলিয়া গেলে মলয় জানালার বাহিরে নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

আহারান্তে মলয় পুনর্বায় বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল। বিনোদ একখানা খবরের কাগজ লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে ঝিমাইতে লাগিল। দিনের পড়ন্ত রৌদ্র জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া মেজেতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। সেই দিকে চাহিয়া মলয় নিঃশব্দে কত কি ভাবিতেছিল! আজ রাণুই তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য করিয়াছে। বার বার তাহার এই কথাই মনে হইয়াছে এই কি সেই রাণু যাহাকে সে দশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বন্ধুর বাড়ীতে দেখিয়াছিল? ভাবিতে ভাবিতে কখন সে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানিতে পারে নাই। হঠাৎ রাণুর ডাকে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

রাণু বলিল, "চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি। নদীর ধারে কখনো গেছেন?"

"একদিন গিয়েছিলুম।"

"আজ যাবেন ?"

"চল।"

পথে নামিয়া মলয় বলিল, "বড় রোদ্দুর।"

"বেলাবেলি ফিরতে হবে তো ?"

নদীর তীরে পৌঁছিয়া রাণু বলিল, "কি আশ্চর্য্য বলুন তো ? এই নদীতে এখন একেবারেই জল নেই, মানুষ হেঁটে পার হয়। অথচ বর্ষাকালে প্রায় এতে দু-মানুষ জল হয়, চারদিক সব ডুবে যায়। তখন ডিঙ্গি নিয়ে পার হতে হয়।"

মলয় নদীর দিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

বালির উপর বসিয়া পড়িল রাণু, কহিল, "বসুন।"

মলয় বসিল।

বালিতে আঙ্গুল দিয়া দাগ কাটিতে কাটিতে রাণু বলিল, "নদীর সঙ্গে আমাদের জীবনের তুলনাটা বেশ সুন্দর, না ? কখনো জোয়ার, কখনো ভাঁটা। কি বলেন ?"

"হুঁ।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

রাণু কহিল, "কি জানি কেন এই সাত আটদিন আগে থেকে আপনার কথা প্রায়ই মনে পড়ত। আজ হঠাৎ আপনি এসে পড়লেন। দাদা যখন বলে পাঠালে বিশ্বাসই করিনি। খুব আশ্চর্য্য, না ?"

"হুঁ।"

"আচ্ছা, আমার চিন্তা ও আপনার আসার মধ্যে কোনো

যোগাযোগ আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?”

মলয় ফাঁপড়ে পড়িল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, “এ সব বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।”

রাণু কহিল, “একেবারেই নেই ?”

“না।”

সূর্য্য অস্ত যাইতে আর বিলম্ব নাই। নদীজলে তাহার শেষ রশ্মি তখনো চিকচিক করিতেছিল।

মলয় কহিল, “চল ফেরা যাক।”

নদীর ওপারে চাহিয়া একান্ত মনে রাণু কি ভাবিতেছিল। মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, “চলুন।”

ফিরিতে ফিরিতে রাণু কোনো কথা বলিল না। মলয়ও কোনো কথা কহিল না। হঠাৎ এই সামান্য সময়ের মধ্যেই বা রাণু কেন এত গম্ভীর হইয়া উঠিল, ইহাও সে বুঝিতে পারিল না।

চৌমাথায় আসিয়া রাণু কহিল, ‘আবার কবে আসবেন ?”

“যাব একদিন।”

রাণু মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল, পরে ধীরে ধীরে বলিল; “বড়দা মারা যাবার পর যেদিন শেষবারের মত এসেছিলেন সেদিনও এই কথাই আমাকে বলে গেছলেন। আপনার সেদিনকার সেই একটা দিন আজ ঘুরে এল দশবছর পরে। আজকের এই একটা দিন আবার কত বছর পর ঘুরে আসবে বলে যান। সেদিনটির প্রতীক্ষায় আজ থেকে দিন গুণব।”

মলয় রাণুর মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইল। সে মুখের রেখা ও ভাষা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

রাণু কহিল "বলুন।"

মলয় বলিল, "আমার একটা দিন নয় দশবছর পর ফিরে আসে মানলুম কিন্তু তুমি ইচ্ছে করলেই তো কালই তাকে ফিরিয়ে আনতে পার রাণু। পথ তোমার অচেনা নয় দূরও নয়।"

"আচ্ছা।" হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া রাণু তাহার বাড়ীর পথ ধরিল।

দুইদিন পর হঠাৎ রাণু আসিয়া উপস্থিত। ভূষণবাবুকে কাকাবাবু, মাতঙ্গিনীকে কাকিমা ও সুষমাকে দিদি বলিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে এ-বাড়ীর অত্যন্ত আপনার হইয়া উঠিল। সুষমা তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া অত্যন্ত নিকটে বসাইয়া গল্প জুড়িয়া দিল।

রাণু বলিল "আচ্ছা দিদি, তুমি বুঝি বিকেলে বেড়াতে বেরোও না?"

"না।"

"কেন?"

"কোথায় যাব ভাই?"

"কেন নদীর ধারে? ঐ নদীর চড়ায় বিকেলটা যে কি সুন্দর লাগে! চল না দিদি একটু ঘুরে আসি।"

"আজ থাক ভাই। এই প্রথম এলে এস একটু গল্প করি।"

কিছুক্ষণের মধ্যে চা প্রস্তুত করিয়া আনিল সুষমা। চা খাইতে খাইতে সুষমা জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা এখানে কতদিন আছ ভাই?"

"প্রায় চার বছর। এখানে তেমন কোনো অভাব বোধ করি না দিদি কেবল শহরে যেতে পাই নে বলে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।"

"সে তো হবেই। যারা শহরে মানুষ তারা কখনো গ্রামে

থাকতে পারে? দেখ না এ-কদিন এখানে এসে সঙ্গীর অভাবে আমিই হাঁপিয়ে উঠেছি।”

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। রাণু বলিল “তুমি সারাদিন বাড়ীতে একা একা কি কর দিদি?”

“সংসারের কাজ করি। তারপর সময় পেলে একটু পড়ি। তারপরও সময় পেলে ঘুমই।”

“তোমার কর্ম্মপঞ্জীটা তো বেশ দিদি!” হাসিয়া চায়ে একটু চুমুক দিয়া রাণু বলিল “আমি কি করি শুনবে?”

“বল।”

“কেবল পড়ি। সংসারের কোনো কাজই করি না। করতে গেলে মামা মামী ভীষণ বকে।”

“তোমার বাবা মা কিছু বলেন না?”

রাণুর হাস্যোজ্জ্বল মুখটি অন্ধকার হইয়া আসিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, “তাঁরা কেউই আজ বেঁচে নেই দিদি!”

সুষমার হৃদয়ের মধ্যে কোন একটা নাড়ী দারুণ ব্যথায় ঝন ঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল ও এই বাপ-মা মরা মেয়েটির জন্য তাহার অন্তর যেন স্নেহ-ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া গেল।

রাণু বলিল “তাঁদের অভাব মামা-মামীর যত্নে বুঝতে পারি না। কিন্তু তবু তাঁদের কথা মনে হলে বড় দুঃখ হয়। বড় হয়ে তাঁদের কাউকেই দেখতে পেলুম না।”

ঘরের আকাশ ভারী হইয়া উঠিতেছিল। সুষমা অন্যদিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। রাণু প্রসঙ্গ ঘুরাইল “কহিল, যাক

ও সব কথা। আমি এখন শরৎচন্দ্র পড়ছি। আচ্ছা দিদি ওঁর কোন উপন্যাসটি তোমার শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়?"

"তোমার কোনটা মনে হয় আগে বল।"

"গৃহদাহ।"

"আমারও তাই মনে হয়।"

একটু স্তব্ধ থাকিয়া রাণু বলিল "বইটার কেবলমাত্র একটা চরিত্র আমি বুঝতে পারি না দিদি।"

"কোন চরিত্র?"

"মৃণালের।"

"কেন?"

"আচ্ছা দিদি ও রকম চরিত্র হয়?"

সুষমা শান্তকণ্ঠে কহিল, "হয়তো মৃণাল আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে, কিন্তু তাই বলে এমন চরিত্র যে নেই, তা আমার মন বিশ্বাস করতে চায় না রাণু।"

রাণু ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, "মৃণালকে কিন্তু আমি নিজের মত করে এখনো পাইনি দিদি।"

"সে তো আমিও পাইনি রাণু। কিন্তু তবু সে যে আদর্শ বহন করে এনেছে তার পায়ে মাথা নোয়াতে আমার তো এতটুকুও বাধে না ভাই।"

"না বুঝে মাথা নোয়াতে তুমি পার দিদি, কিন্তু আমি পারি না।"

"এ সংসারে এমন অনেক কিছুই আছে রাণু যার পায়ে না

বুঝেও মাথা ঠেকাতে হয়। মৃণাল হচ্ছে আমাদের হিন্দুনারীর আদর্শ। এই নারী ত্যাগের মহিমায় এত ওপরে উঠে গেছে যে বুদ্ধির দূরবীণ দিয়ে তার এতটুকু নাগাল আমরা পাই না।"

রাণু কিয়ৎক্ষণ পর কহিল, "কিন্তু এর মধ্যে কোনো হিউম্যান এলিমেণ্ট নেই।"

"ভুল করছ ভাই। হিউম্যান এলিমেণ্ট বলতে তুমি কি বুঝেছ? চরিত্রে কোনো খুঁত এই তো? কিন্তু আদর্শ যাঁরা বহন করে আনেন তাঁদের মধ্যে তো কোনো খুঁত থাকতে পারে না। শরৎচন্দ্র তাই অত নিখুঁত করে মৃণালকে গড়েছেন।"

রাণু কোনো উত্তর দিল না।

সুষমা কহিল, "আদর্শ যাঁরা বহন করে আনেন, তাঁরা তো দলে দলে পালে পালে আসেন না ভাই। ক্বচিৎ কোথাও দু-একজন ছিটকে এসে হঠাৎ জন্মান। আজন্মকাল ভুল শুনে আর শিখে আমরা প্রথমে ভুল করি, তাঁদের মানতে চাই না। তাঁরা চলে গেলে বহুকাল ও বহু রক্তক্ষয়ের পর তাঁদের আমরা মাথায় করে রাখি; পূজো করি।"

রাণু নীরবে শুনিতেছিল, কোনো উত্তর করিল না।

"নারী জীবনের মূলধন যে সেবা, মৃণাল আমাদের এই কথাটাই বলে গেছে ভাই। নারীর দয়া, স্নেহ, ভালবাসা—সবই সেবার মধ্যে দিয়েই সার্থক ও সুন্দর হয়, নারীর মাধুর্য্য ও মহিমা শতগুণ বেড়ে ওঠে। নিজের জীবনে না পেলেও এ সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না ভাই।"

রাণু পূর্ব্বের মতই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সেইদিন মলয়কে কাছে পাইয়াই জোর করিয়া তাহাকে খাওয়ানোর মধ্যে নারী জীবনের এই সত্যটাই সে দেখিতে পাইল।

সুষমা শান্তস্বরে পুনরায় বলিল, "আমাদের জীবন তো সবে এই শুরু। সঞ্চয়ের থলি তো আমাদের এখনো খালিই পড়ে আছে ভাই। অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞানে যখন তা একদিন পূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন হয়তো আমরা দেখব, মৃণাল যা বলে গেছে তার চেয়ে বড় সত্য নারী জীবনে আর কিছু নেই।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিতে আর দেরী নাই। রাণু যাইবার জন্য দ্রুত গাত্রোত্থান করিল। দ্বারের নিকট আসিয়া বলিল, "তুমি সত্যিই আমার দিদি। প্রথম দেখায় হাত তুলে তোমায় সম্মান দেখিয়েছিলুম এখন মিশে দেখছি পায়ের ধূলো নিলেও তোমার যোগ্য সম্মান দেওয়া হয় না। তবু তোমার পায়ের ধূলোই একটু দাও দিদি।"

সুষমা পিছাইয়া গেল। কিন্তু রাণু শুনিল না, তাহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় ঠেকাইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তোমার আজকের শিক্ষা যেন আমি কোনদিন না ভুলি দিদি। আমায় আজ তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।"

রাণু চলিয়া গেল। সুষমা অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে কি যেন দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া মোড় লইতেই মলয়ের সহিত মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। রাণু নমস্কার করিয়া কহিল, "এদিকে

কোথায় গেছলেন ?”

“টোলে পড়ানো দেখতে।”

“কেমন লাগল ?”

“ভালই।”

“সত্যি বলছেন, না ঠাট্টা করছেন ?”

মলয় উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল, কিয়ৎক্ষণ পর কহিল, “তুমি এদিকে কোথায় ?”

“আপনাদের বাড়ী।”

“অতিথিসেবার নিশ্চয়ই ত্রুটি হয়নি, সুষমা ছিল তো !”

“হ্যাঁ দিদি ছিল। ওর সঙ্গেই তো এতক্ষণ গল্প করে এলুম।”

অদূরের ঘন বৃক্ষশ্রেণীর প্রতি কিছুকাল চাহিয়া থাকিয়া মলয় বলিল, “কি গল্প হল ?”

“সে আর নাই বা শুনলেন। তবে আজকের বিকেলটা আমি জীবনে কোনদিন ভুলব না।”

মলয় উত্তর দিল না।

“কি আশ্চর্য্য বলুন তো, মানুষ নিজেকেই চিনতে পারে না, আর একজন এসে চিনিয়ে দেয়। গত দশ বছর ধরে পূজা-পার্ব্বণের দিনে বা এমনি কোনো-ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায় আপনাকে হাতে রেঁধে কেন যে খাওয়াতে ইচ্ছে করত আমি নিজেই বুঝতে পারতুম না। গত সেইদিনই বা কেন আপনাকে জোর করে খাইয়ে ছাড়লুম, তার মানে আজ দুপুর পর্য্যন্তও বুঝিনি।”

মলয় এবারও কোনো উত্তর দিল না তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

"এমনিই হয় তো হয়, এইটাই হয়তো প্রকৃতির নিয়ম। জীবনের চরম সত্য আমাদের এত কাছে থেকেও এত গোপনে লুকিয়ে থাকে, আমরা তাকে জেনেও জানতে পারি না, ছুঁয়েও ছুঁতে পারি না। দীর্ঘকালের সমস্ত শ্রম ব্যর্থ করে এ অসাড় হয়েই পড়ে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন কোথা থেকে কে আসে, একটু খুঁচিয়ে দেয়, আর আমরা সেই মহান সত্যের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াই।"

মলয় মুখ ঘুরাইল না, তেমনি অদূরের বৃক্ষশ্রেণীর উপর ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর শান্তকণ্ঠে ডাকিল, "রাণু।"

"বলুন।"

"সন্ধ্যে হয়ে আসছে, বাড়ী যাও।"

রাণু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "কথায় কথায় আপনিই তো দেরী করে দিলেন। চলুন আমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবেন।"

একদিনকার ঘটনা মনে পড়িয়া গেল মলয়ের। সে কহিল, "ও পথটা আমি জানি না—"

"ভয় নেই আপনার, লোকলস্কর, পাইক, বরকন্দাজ সব আছে আমাদের। তারা একটা প্রসেসান করে আপনাকে বাড়ী রেখে আসবে, চলুন।"

১১

দুপুর বেলা মলয় ডাকিল, "রামা! রাম্মা!"

সুষমা আগাইয়া আসিল, কহিল, "কেন ডাকছেন?"

মলয় সুষমাকে দেখিয়াও পুনরায় ডাকিল, "রামা!"

"কি দরকার বলুন না?"

মলয় পুনরায় ডাকিল, "রামা"

"আমি তো এসেছি। কি দরকার বলুন।"

"ডাকছি রামাকে, তুমি এলে মানে? তুমি কি রামা?"

"কি কাজটা আপনার করতে হবে, বলুন না?"

"আমার কোনো কাজ নেই। আমি ডাকছি, সে আসবে।"

"সে পারবে না, সে ঘুমচ্ছে।"

মলয় চেঁচাইয়া কহিল, "ঘুমচ্ছে? হারামজাদা, ব্যাটা—"

"আবার চেঁচাচ্ছেন?"

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে মলয় কহিল, "বড় সাহেব ঘুম থেকে উঠবেন কখন?"

"সে খবরে তো আপনার কোনো প্রয়োজন নেই। কি কাজটা আপনার করে দিতে হবে বলুন না?"

"কাজ? আমার পা টিপতে হবে, হাত টিপতে হবে, মাথা টিপতে হবে, তারপর আমায় কাঁধে করতে হবে। ধ্যেৎ!" এই বলিয়া হাতের বইটা টেবিলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মলয় শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, "দেখ সুষমা তুমি ওর ইহকাল-পর-

কাল ছুটোই একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছ। অত নেই দিলে ব্যাটা আর অন্য কোথাও গিয়ে চাকরি করতে পারবে?"

"দেখুন, আপনি বড় বাজে কথা বলেন।"

"বাজে কথা বলি?"

"বলেন তো। এত কথা বললেন, কিন্তু কি জন্যে রামাকে ডাকছেন বলেলন না তো?"

"আমি জল খাব।"

জল দিয়া সুষমা চলিয়া গেল। একঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। ঘরের এককোণে বসিয়া সুষমা সেলাই করিতেছিল। শয্যায় শুইয়া মলয় জানালা দিয়া গ্রামের শ্যামস্নিগ্ধ শোভা দেখিতেছিল। কয়েকদিন হইল একটা কথা তাহার মনের মধ্যে কেবলই ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সে বলি বলি করিয়াও তাহা বলিতে পারিতেছিল না। সমস্ত বাধা ঠেলিয়া সে আজ ডাকিল "সুষমা"

"বলুন।"

"কাছে এস।"

সুষমার একখানা হাত ধরিয়া মলয় বলিল, "সেদিন কিন্তু তোমায় একটা মিথ্যে কথা বলেছিলুম।"

"কোন দিন?"

"দিন কতক আগে বেড়িয়ে ফিরতে আমার রাত হয়ে গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ টোলের পণ্ডিত মশাই—"

"না তিনি দেরী করে দেন নি। ফিরবার পথে রাণুর সঙ্গে

দেখা, কিছুতেই শুনলে না, জোর করে বাড়ী টেনে নিয়ে গেছল।"

সুষমার মুখে যেন একটা ছায়া নামিয়া আসিল। সে মৌন রহিল।

"দেখ সুষমা, তোমাকে আমি কখনো মিথ্যে বলি না। সেদিন কেন যে বলেছিলুম, আজো বুঝতে পারি নি।"

সুষমা তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

"কি জানি কেন, এই সামান্য মিথ্যেটা মধ্যে মধ্যে এত খোঁটা দিত যে তার জ্বলুনি সহ্য করতে পারতুম না। প্রায়ই ভাবতুম বলি, কিন্তু বলতে গেলেই কে যেন গলা টিপে ধরত।"

"হয়ত মিথ্যেটা সামান্য নয় বলেই," এই বলিয়া সুষমা শান্তভাবে হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৈকালে উঠানে রাণু আসিয়া ডাকিল, "দিদি, ও দিদি।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল সুষমা, কহিল, "এস।"

"একি তোমরা এখনো তৈরী নেই?"

"এখুনি নিচ্ছি ভাই" লজ্জিত সুষমা দ্রুত প্রস্তুত হইবার জন্য প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

"থাক দিদি। আজ আমি এখুনি উঠব।"

"কেন?"

"বাড়ীতে অনেক লোক আসছেন কালই ভোরের ট্রেনে। একটু আগেই টেলিগ্রাম পেয়েছি। ঘর দোর পরিষ্কার, গোছ-গাছ সবই বাকি। পুজোর পর এঁরা চলে না গেলে আর আসবার

সময়ই পাব না দিদি। তাই দৌড়ে এলুম তোমাদের নেমতন্ন করতে। তোমার যাওয়া চাই কিন্তু দিদি।”

“আমাদের এখানেও যে—”

“সে শুনব না দিদি। না গেলে একেবারে আড়ি করে দেব।”

“একেবারে ?”

‘হ্যাঁ। মলয়দা কোথায় ? চল, তাঁকেও বলে যাই।”

রাণুকে লইয়া সুষমা উপরে আসিল। মলয় একটা বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। পদশব্দে দুজনকে আসিতে দেখিয়া বলিল, “হ্যাঁ, চল।”

“না। বেড়াতে যাবার আজ সময় নেই আমার। বাড়ীতে পূজো, নেমতন্ন করে গেলুম, যাবেন।”

মলয় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, “আচ্ছা।”

রাণু আর একমুহূর্ত্তও অপেক্ষা করিল না, চলিয়া গেল। সুষমা তাহাকে দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, বলিল, “রাণুর সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিন ? খুব ছোট থেকেই, না ?”

“হ্যাঁ। ওর ন-দশ বছর বয়েস থেকেই ওকে জানি।”

“আপনার বন্ধুটি মারা গেছেন আজ কত বছর ?”

“বছর দশ। সেই থেকে ওদের বাড়ী আর আমি মাড়াই নি। ওদের কথা আমি তো ভুলেই গেছলুম।”

সুষমা হাসিল, কিন্তু তাহার মুখখানা পূর্ব্বের মত সুন্দর হইয়া উঠিল না। সে কহিল, "কিন্তু এ এখনো আপনাকে ভুলতে পারে নি।"

মলয় অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

"ছোটবেলার সম্বন্ধ সত্যি ভোলা যায় না।"

মলয় পূর্ব্বের মতই শান্ত হইয়া রহিল। দূরের আকাশে দ্রুত পা ফেলিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছিল। সুষমা নীচে গিয়া একটা আলো লইয়া ফিরিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ পর বলিল, "পূজোয় কিন্তু রাণুর বাড়ী একবার আপনাকে যেতে হবে আমায় কথা দিন।"

মলয় শান্তকণ্ঠে বলিল, "না সুষমা, পূজোর এই কটা দিন, তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। একদিন কেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও অন্য কারো সেবা আমি গ্রহণ করব না।"

"সে আমি শুনব না মলয়দা, আপনাকে একদিন যেতেই হবে। যদি না যান তবে ওর চোখে আমি খুবই ছোট হয়ে যাব। ও ভাববে আপনার ইচ্ছে ছিল আমিই যেতে দিই নি।"

মলয় কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা ভেবে দেখব।"

সুষমা চুপ করিয়া রহিল।

পরমুহূর্ত্তেই অত্যন্ত বিষণ্ণ মুখে জীবন ঘরে ঢুকিল। হাতে একখানা টেলিগ্রাম। নিঃশব্দে টেলিগ্রামটি মলয়ের হাতে

দিয়া সে অদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। দ্রুত টেলিগ্রামখানা পড়িয়া ফেলিল সে। টেলিগ্রাম করিতেছে হারাধন। অদ্য সকালে সিঁড়িতে পড়িয়া গিয়া মনোজের পা ভাঙিয়া গিয়াছে। আরো লিখিয়াছে যে, তিনি না আসিলে কিছুই করা যাইবে না।

একবার সুষমার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে মলয় নীচে নামিয়া আসিল। ভূষণবাবু ও মাতঙ্গিনী সব কথা শুনিয়া কি বলিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। মূর্চ্ছাহত কণ্ঠে মলয় কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "আজকে আর ট্রেন আছে ?"

ভূষণবাবু বলিলেন, "এখন আর নেই। ভোর পাঁচটায় একটা আছে।"

"আমি সেইটেতেই যাব।"

"ট্রেন ধরবে কি করে, বাবা ?" মাতঙ্গিনীর ইচ্ছা কাল সকাল বেলা ভাত মুখে দিয়া মলয় যায়।

মলয় বলিল, "এখনি বেডিং পত্তর বেঁধে নিচ্ছি। রাতটা ষ্টেশনেই অপেক্ষা করব।"

অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই মলয় রওনা হইতেছে। টিফিনবাটীটায় কিছু খাবার দিয়া সুষমা ধরাগলায় বলিল, "পৌঁছেই একটা খবর দেবেন।"

"আচ্ছা।"

যাত্রার সময় সুষমা অন্যত্র সরিয়া গেল। ভূষণবাবু ও মাতঙ্গিনীকে প্রণাম করিয়া মলয় রওনা হইয়া পড়িল।

পূজাটা মলয়ের শহরেই কাটিল। এবারে মনোজকে লইয়া সে অত্যন্ত ব্যস্ত রহিল। পাড়ায় এবৎসর সর্ব্বজনীন দূর্গোৎসব তেমন জমিল না। চাঁদা সত্বেও যে উদ্বৃত্ত টাকা মলয় প্রত্যেক বছর দিত, এবার তাহা সে দিতে পারিল না। তাহার দ্বিগুণ মনোজের অম্মুখে খরচ হইয়া যাইতে লাগিল। পাড়ার ছেলেরাও তাহাকে আসিয়া পেড়াপীড়ি করিল না। বরং এবার তাহারা যাহা পাইল তাহাতেই মায়ের পূজা সারিল।

ডাক্তারেরা বলিয়াছে, মনোজের বরাৎ ভাল, বয়স কম, নয়তো যেভাবে পা ভাঙ্গিয়াছে তাহাতে পুনরায় জোড়া লাগিবার আশা নিতান্ত কম এবং জোড়া লাগিলেও আজন্মকাল তাহাকে খোঁড়াইয়া হাঁটিতে হইত। হাসপাতাল হইতে মনোজকে আজ বাড়ী আনা হইয়াছে, পায়ে প্লাস্টার বাঁধা।

সন্ধ্যার সময় নূতন চাকর আসিয়া খবর দিয়া গেল যে, নীচে একজন ভদ্রলোক মলয়কে ডাকিতেছে। পাড়ার কোন লোক সংবাদ লইতে আসিয়াছে মনে করিয়া মলয় অভ্যাসবশতঃ বলিয়া পাঠাইল, "বলগে মনোজ ভাল আছে।"

ফিরিয়া আসিয়া নূতন চাকর বলিল, "তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, বললেন, বড় দরকার, বাবুকে বলো আমি 'রাণাপুর থেকে আসছি।"

"রাণাপুর থেকে?" মলয় চমকাইয়া উঠিল।

দ্রুত নীচে আসিয়া দেখিল রুক্ষ চুল, খালি পা, গায়ে চাদর একটি যুবক মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছে। মলয় ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "কে?"

ছেলেটি উঠিল না, মুখ তুলিল ধীরে ধীরে। মলয় আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, "কে? জীবন?"

জীবন কথা বলিতে পারিল না, দুই চোখ দিয়া অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল।

ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে মলয় কহিল, "কি? কি হয়েছে জীবন?"

"আমাদের সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে, মলয়দা।" জীবন বলিতে লাগিল, "আমাদের প্রতিমা বিসর্জ্জন নিয়ে প্রথমে জমিদারের সঙ্গে একটু গণ্ডোগোল লাগে। আমি তখনই বাবাকে মানা করেছিলুম, থাক আর বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।

"কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। কালু তার দলবল নিয়ে এসে বাবাকে আরো উস্কে দিয়ে গেল। বাবা ওদের কতকগুলো কড়া কথা বলে পাঠালেন। অপরপক্ষ আরো কতকগুলো অভদ্র ইতর কথা বলে পাঠালে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্কটা অত্যন্ত বিষিয়ে উঠল।

"আমি তখনি বাবাকে আবার বললুম, এসব ছেড়ে দিন। পূজো তো হয়ে গেছে, চলুন আমরা শহরে ফিরে যাই।

"বাবা আমার ওপর রেগে গেলেন, বললেন, ভয়ে পেছিয়ে যাব? কেন? এই ভয় পেয়ে পেয়েই আমরা এতদিন মরেছি। জমিদার ভাবে আমরা দুর্ব্বল।

‘‘কালু আবার বিকেলে এসে লোকজন নিয়ে খুব আস্ফালন করে গেল। কিন্তু কেউই আমরা বুঝতে পারি নি যে সেই রাতেই এত বড় কাণ্ড ঘটবে। সেই রাতেই জমিদারের দলবল এসে অতর্কিতে প্রথমেই আমাদের বাড়ী আক্রমণ করলে। দরজা ভেঙে যখন ওরা ঢুকছে, তখনো আমরা বুঝতে পারি নি যে আমাদের মাথার ওপর এত ঘন হয়ে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে।

‘‘ওরা ঢুকল। বাবা আর আমি হাতের কাছে যা পেলুম, তাই নিয়ে ওদের বাধা দিলুম। বাবাকে ওরা হত্যা করলে। মা ছুটে এলেন। মাকেও ওরা হত্যা করলে। একজন একটা লাঠি দিয়ে আমার মাথায় সজোরে মারলে, দূরে ছিটকে পড়ে জ্ঞান হারালুম।

‘‘জ্ঞান ফিরে পেতেই একটা মেয়েলী গলায় কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলুম। তখন কিন্তু বুঝতে পারি নি যে ওটা দিদির গলার শব্দ। মাথায় তখন অসহ্য যন্ত্রণা, আবার জ্ঞান হারালুম।

‘‘এবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি, ভোর হয়ে এসেছে, মাথার কাছে কালু বসে। চোখ দুটো তার জ্বলছে। সে বললে, দাদাবাবু দিদিমনি কোথায়?

‘‘আমি বললুম, জানি না কালু।

‘‘আজ উত্তেজনার মুখেও কালুর চোখে জল দেখা দিলে। সে বললে, এ কী হল দাদাবাবু?

‘‘আমি চুপ করে মাথার যন্ত্রণায় কাৎরাতে লাগলুম।

‘‘কালুর মুখখানা পাথরের মত শক্ত হয়ে এল। আমাকে

তার বাড়ীতে রেখে সে বলে গেল, আপনি এখানে নির্ভয়ে থাকুন, দেখুন আমি কি করি? দিদিমনির গায়ে যারা হাত দিয়েছে কালু তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। আমি বুঝতে পেরেছি দিদিমনি কোথায়?

"তিনদিন পর দিদিকে নিয়ে কালু ফিরে এল। কোথায় কি অবস্থায় তাকে পেয়েছে আমি আজো জানি না। আমরা পাঁচদিন কালুর ওখানেই আছি।"

জীবন থামিল। মলয় প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল, চোখে তাহার জলও আসিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল একটা প্রচণ্ড ব্যথা যেন সমস্ত হৃদয়টা পিষিয়া ফেলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিবার পর সে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া আসিল। বিনোদিনী পূজান্তে বারান্দার অন্ধকার দিকটায় বসিয়া ছিলেন। সব শুনিয়া যেন আরো একটা গভীর অন্ধকারে তিনি মিশিয়া গেলেন।

মলয় বলিল, "মা, মনোজ তো ভাল আছে। আমি কালই রাণাপুর রওনা হব। তুমি আমায় অনুমতি দাও।"

বিনোদিনী নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িলেন।

রাণাপুরে নামিয়া কুলির মাথায় মোট চাপাইয়া দিয়া মলয় ও জীবন রওনা হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া জীবন অন্য পথ ধরিতে মলয় বলিল, "তুমি বোধ হয় পথ ভুল করছ, জীবন।"

"পথ আমি ভুল করি নি মলয়দা।"

"এ পথে তো কালুর বাড়ী পড়ে না।"

"কালুর বাড়ী তো আমরা যাচ্ছি না।"

"তবে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"পণ্ডিত মশায়ের বাড়ী।"

"কেন?"

"আপনি সেইখানেই থাকবেন।"

"তিনি রাজী হয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

মলয় হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িল। জীবন বলিল, "চলুন, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে?"

"একটা কথা আছে জীবন। পণ্ডিত মশায়কে রাজী করেছ, তিনিও রাজী হয়েছেন মানলুম, কিন্তু আমাকে ত রাজী করে আন নি। সম্পূর্ণ নিঃসত্ব হয়েই আমি এখানে এসেছি। ফের জীবন, এ পথে আমি যাব না।"

"সে হয় না মলয়দা। কালুর ওখানে আপনার থাকা হবে না।"

"কেন ?"

"যত বিপদেই পড়ি আর প্রয়োজন যত বড়ই হক, আপনার এতখানি অসম্মান হতে আমি কোনদিন দেব না।"

"কিন্তু আমি তো স্বেচ্ছায় যাচ্ছি, জীবন।"

"না তবুও আপনি যেতে পাবেন না। চলুন।"

"চল।"

সারাটা দিন মলয়ের কি ভাবে কাটিল তাহা মানুষের অলক্ষ্যে ভাগ্যবিধাতাই একমাত্র জানিলেন। পণ্ডিতমশাই তাঁহার টোলের কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মলয় বিশেষ কোনো কথা বলিতে পারিল না। তেমনি উদাস অলস দৃষ্টি মেলিয়া দূর বৃক্ষ-শ্রেণীর দিকে চাহিয়া রহিল। সে যে কিছুই দেখিতেছে না, তাহার অর্থহীন দৃষ্টির সম্মুখে যে আজ বিশ্বসংসারটাই অর্থহীন হইয়া গিয়াছে, সে-দৃষ্টির প্রতি একবার লক্ষ্য করিলেই তাহা বোঝা যাইত। খাইবার সময়ে দু-একগ্রাস কোন প্রকারে মুখে তুলিয়া একজনের কথা স্মরণ করিয়া সমস্ত খাদ্যদ্রব্যই যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে হাত ধুইয়া তক্তাপোশটার উপর শুইয়া পড়িল।

বিকালের দিকে জীবন আসিয়া মলয়কে কালুর বাড়ী লইয়া গেল। কালু তাহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু মলয়ের মুখখানা ফ্যাকাশে হইয়া গেল। জীর্ণ তিনখানি কুঁড়ে ঘর—ইহার মধ্যে সুষমা আছে!!

তখন সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। ঘরের এক কোণে

প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেইদিকে চাহিয়া সুষমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। সুষমা জানিত জীবন মলয়কে আনিতে গিয়াছে, মলয় এখনি আসিয়া পড়িবে। পিছনে পদশব্দ শুনিয়াও সে উঠিল না, পিছন ফিরিয়া তাকাইলও না, তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। একটা ভাঙ্গা টুলের উপর মলয়কে বসাইয়া জীবন "আসছি" বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঘরময় শ্রীহীন স্তব্ধতা। পিছন করিয়াই সুষমা বসিয়া রহিয়াছে। প্রদীপালোকে তাহার ছায়াখানি দীর্ঘ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নিদ্রিত জামদগ্নের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া যেমন করিয়া একদিন এক ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণকুমার বৃশ্চিকদংশনের অসহ্য জ্বালা নীরবে সহ্য করিয়াছিল, তদপেক্ষা তীব্রতর একটা জ্বালা ঠিক তেমনি করিয়াই মলয় তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া নীরবে সহ্য করিতেছিল। বহুক্ষণ সে কোনো কথা বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া সেইদিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল। একসময় ধীরে ধীরে ডাকিল, "সুষমা!"

সুষমা তেমনি বসিয়া রহিল, কহিল, "বলুন।"

মলয় বলিল, "তুমি এখানে কতদিন আছ?"

সুষমা কহিল; "পাঁচ দিন।"

মলয়ের কণ্ঠ ব্যথায় ও ব্যাকুলতায় ভরিয়া উঠিল, কহিল, "তুমি আমার সঙ্গে আজই চল।"

"কোথায়?"

মলয় কহিল, "আমার বাড়ী।"

শান্তকণ্ঠে সুষমা বলিল, "না।"

"কেন ?"

কিছুকাল মৌন থাকিয়া সুষমা কহিল, "সেখানে তো আমার স্থান নেই।"

মলয় ব্যথিত কণ্ঠে বলিল, "আমার বাড়ীতে তোমার স্থান যে কোথায় সুষমা তুমি জান না। চল।"

একটু মৌন থাকিয়া সুষমা কহিল, "আগে হয়তো সত্যিই কোথায় জানতুম না, কিন্তু এখন জানি কোথায়।"

"না তুমি জান না। মায়ের পায়ের তলায় তোমায় আমি ফেলে দেব, দেখি তিনি কেমন করে তোমায় ঠেলে দেন ?"

পুনরায় একটু থামিয়া সুষমা বলিল, "তিনি সেই পায়ে করেই আমায় ঠেলে দেবেন।"

প্রদীপটা নিভিয়া আসিতেছিল, সুষমা হাত বাড়াইয়া তাহা একটু উস্‌কাইয়া দিল। মলয় ভাবিয়া আসিয়াছিল, মায়ের নাম শুনিলেই সুষমা মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়াই চলিয়া আসিবে ও বৈকালের ট্রেনে করিয়াই সে তাহাকে লইয়া ফিরিবে। সে ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "তুমি আমার মাকে এতখানি নির্ম্মম বলে ভাবতে পার ?"

"এই কমাসে তাঁকে আমি ভাল করেই চিনেছি। আমাকে ঠেলে দিতে তাঁর বুকখানা গুঁড়ো হয়ে যাবে জানি, কিন্তু তবু তাই করবেন।"

মলয় নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর বলিল,

"কিন্তু তিনি যদি ডেকে পাঠান, তাহলে যাবে ?"

"যাব।"

"বেশ, আমি আজই ওঁকে পত্র দিচ্ছি। কিন্তু ততদিন তুমি তোমার বাড়ীতে চল। তুমি জীবন আর আমি, আমরা এই তিনজন সেখানে থাকব। তোমাকে এখানে এভাবে রেখে এক-পাও আমি কোথা নড়ব না।"

সুষমা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পর ধীরে ধীরে বলিল "কালু যদি আমাকে হাসিমুখে না ছেড়ে দেয় তবে ইন্দ্রপুরীতে গিয়েও আমি তৃপ্তি পাব না মলয়দা। আমার এই শরীরটা কুচি কুচি করে কেটে দিলেও যে তার ঋণ শোধ হয় না। আপনি তার অনুমতি নিন।"

সুষমা পূর্ব্বের মত বসিয়া রহিল। শুষ্কমুখে ধীরে ধীরে মলয় বাহিরে চলিয়া আসিল। কালু একটা কুঁড়ের দোর-গোড়ায় হেলান দিয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া আসিল। তাহাকে সমস্ত কথা বলিয়া মলয় বলিল, "তুমি এতে অমত করো না কালু।"

"অমত ? আমার এতে অমত করবার তো কিছু নেই বাবু। আমি গরীব, কিন্তু মা আমার রাজরাণী। গরীবের কুঁড়েতে তিনি কয়েকটা রাত কাটিয়ে গেলেন, এতেই আমার জীবন সার্থক হয়েছে বাবু।"

যাত্রার সময় কিন্তু কালু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু আমার কুঁড়ে যে অন্ধকার হয়ে গেল মা!"

১৪

অন্ধকার রাত্রে পায়ের কাছে কি একটা নড়িয়া উঠিতে মলয় শয্যায় সজাগ হইয়া উঠিল। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া সে দেখিল সুষমা। সুষমা পায়ের নিকট বসিয়া বলিল, "সারাদিন তো আপনার সঙ্গে কোনো কথা হয় না, আজ দুটো কথা কইতে এলুম। ঘুমের ব্যাঘাত হবে না তো?"

"না।" মলয় উঠিয়া বসিল।

খাটের শেষপ্রান্তে সরিয়া গেল সুষমা, কহিল, "মাসীমা যে চিঠির উত্তর দিয়েছেন এ কথা আমাকে এতদিন বলেন নি কেন?"

মলয় মৌন হইয়া রহিল।

সুষমা কহিল, "আমার কাছে এটা অপ্রত্যাশিত নয়। তাই আমি দুঃখও পাই নি, অবাকও হইনি।"

মলয় বলিল, "কিন্তু মায়ের এই ব্যবহারে আমি দুঃখও পেয়েছি যত অবাকও হয়েছি তত। আমার কোথায় যেন একটা স্থির বিশ্বাস ছিল, কখনো কোনো কারণেই মা তোমাকে পর করে দিতে পারেন না।"

সুষমা ঘাড় হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমার মেরুদণ্ডটা মা যেন ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দিয়েছেন। তাঁকে এত ছোট করে আমি যে কখনো ভাবতে শিখি নি।"

সুষমা পূর্ব্বের মতই বসিয়া রহিল।

"আজ কদিন থেকেই মায়ের অসুখের দিনগুলোর কথা এত মনে পড়ছে! সেই সঙ্গে তোমার—"

একটা দুর্নিবার অশ্রুর প্রবাহ সুষমার দুই চক্ষু পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিয়াছিল। সমস্ত শক্তি দিয়া তাহা দমন করিয়া সে বলিল, "ও সব পুরোণো কথা থাক।"

"না সুষমা। অনেক জ্বালাই আমাদের ভেতরে জমে আছে। এস আজ সেই পুরোণো দিনের দুটো পুরোণো কথা কয়েই আমরা একটু হালকা হই।"

সুষমা মৌন রহিল। একটি প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসের স্রোত তাহার মনের বহু নিম্ন দিয়া সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মলয় বলিল, "সেই বিয়েবাড়ীতে তোমার সঙ্গে দেখা, তার-পর নির্জ্জনে গলির গ্যাসের আলোয় আবার দেখা। তারপর বাড়ী এলে, মায়ের অযাচিত অপ্রত্যাশিত স্নেহ পেলে তুমি। তারপর মায়ের অসুখ, সে-অসুখে তোমার সেবা!—সবই যেন এখনো চোখের ওপর ভাসছে।"

সুষমা নীরবে শুনিতেছিল। তাহার একবার মনে হইল বলে, আমিও কিছুই ভুলিনি মলয়দা। কিন্তু সে কিছুই বলিল না, তেমনি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

মলয় বলিয়া চলিল, "মায়ের অসুখ তখন ভালর দিকে, তবু একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ঘরে ছুটে গেলুম। মা ঘুমচ্ছিলেন, মায়ের মাথার কাছে বসে তুমি ঢুলছিলে। দ্বারের কাছে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ আমায় দেখতে

পেয়ে তুমি উঠে এলে, বললে মা ভাল আছেন, আমি তো আছি, আপনি আবার কষ্ট করে কেন উঠে এলেন? আজ আর বলতে কোনো দ্বিধা নেই তোমার কাছে সেদিন মাকে দেখতে আমি যাইনি, আর একটা আকর্ষণ আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কি জানি কেন, কৃতজ্ঞতায় শ্রদ্ধায় ভালবাসায় সেদিন সমস্ত অন্তর দিয়ে শুধু তোমার কথাই ভাবতুম, তোমার কথাই চিন্তা করতুম।"

সুষমা তেমনি মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

"সেদিন তুমি যখন বললে থারমমিটারটি ভেঙ্গে গেছে, আমি ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তোমার হাত কাটে নি তো, তুমি উত্তর দিলে, না। মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"কেন জানি না সেদিন মনে হয়েছিল, তোমার এতটুকু ব্যথাও আমি যেন সহ্য করতে পারি না। তার বিনিময়ে যদি আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দিতে হয়, যেন তাতেও রাজী।"

সুষমা পূর্ব্ববৎ নিঃসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু তাহার অন্তরের তলদেশ দিয়া যে বাষ্পোচ্ছ্বাস তরঙ্গিত হইতেছিল তাহা ফেনিল হইতে ফেনিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

মলয় বলিয়া চলিল, "তারপর মা ভাল হয়ে উঠলেন। আমায় একদিন কাছে ডেকে বললেন, মলু তুই আমার মায়ের জন্যেই আমাকে এবার ফিরে পেলি। তার প্রতি কোনদিন ভুলেও অবিচার করিস নি বাবা। আমি থাকতেও না, আমি চলে গেলেও না। তারপর তিনি তোমার কথা আরো কত কি

বলেছেন, আরো কত কি করেছেন, সে তো তুমি জানো না! মাস গেলে চণ্ডীতলায় পূজোর সঙ্গে তোমারও পূজোর ব্যবস্থা তিনিই করেছেন! বোসপাড়ায় বাবাজীর কাছ থেকে তোমার জন্যে আশীর্ব্বাদী সিঁদুর আনিয়েছেন! ওঁর কাছ থেকে আশীর্ব্বাদী সিঁদুর পেলে নাকি মেয়েরা সতী সাবিত্রী হয়! এরপর থেকেই তোমার জন্যে একটি একটি করে সমস্ত গহণাই তিনি গড়িয়েছেন আর মদনগোপালের চরণে ঠেকিয়ে সিন্দুকে তুলে রেখেছেন। সেগুলো আজো তেমনি তোলা আছে।"

অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে সুষমা কহিল, "এবার থামুন, মলয়দা।"

মলয় থামিল। সুষমা খাটের উপর মাথা হেলান দিয়া চোখ বুঁজিয়া বসিয়াছিল। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। এক সময় শান্তকণ্ঠে সুষমা কহিল, "আপনি শুয়ে পড়ুন আমি পায়ে হাত বুলিয়ে দি।"

মলয় শুইয়া পড়িল।

পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সুষমা কহিল, "মাসীমা আজ কাশী গেছেন কতদিন?"

"একুশ দিন।"

"সঙ্গে কে গেছে?"

"তাঁর মেয়ে জামাই।"

"কতদিন তিনি ওখানে থাকবেন?"

"বোধ হয় আর ফিরবেন না।"

ব্যথিত কণ্ঠে সুষমা কহিল, "আর ফিরবেন না!"

"না।"

"কেন ?"

"তা তো জানি না সুষমা। সেই থেকে দুমাস আমি তো তোমার কাছেই আছি।"

ক্ষীণকণ্ঠে সুষমা কহিল, "হয় তো সেই দুঃখেই তিনি চির-দিনের মত কাশীবাসী হলেন।"

"সেই দুঃখে কি অন্য কোনো দুঃখে তা আমি জানি না, জানার প্রবৃত্তিও নেই।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর সুষমা বলিল, "আমার জন্যে নিজেকে আপনি এতখানি ছোট করছেন কেন ?"

মলয় অন্যদিকে চাহিয়াছিল, নিঃশব্দে সুষমার দিকে ফিরিয়া তাকাইল।

"আপনি যে কোনদিন মাসীমাকে দুঃখ দিতে পারেন, এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

"মাও যে তোমায় কোনোদিন পর করে দিতে পারেন, এও আমি কল্পনা করতে পারি না।"

সুষমা কয়েক মুহূর্ত্ত থামিল, বলিল, "আপনার মা তো কোনো অন্যায় করেন নি। মেয়েমানুষের এত বড় সর্ব্বনাশের পর তাকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া যায় না। আপনার মায়ের মত অবস্থায় পড়লে আমিও হয়তো ঠিক এই করতুম।"

নিশ্বাস ফেলিয়া মলয় বলিল, "তোমার কথাই হয়তো ঠিক।

কিন্তু আমার মাকে সমস্ত সমাজছাড়া একান্ত একক করেই আমি এতদিন দেখে এসেছি। দেখ সুষমা, ধরিত্রীর বুকে কত পাপ, কত ব্যাভিচার, কত অন্যায়; তবু ধরিত্রী তাদের সযত্নে লালন করেই চলেছেন। আমার মাকে আমি ধরিত্রীর মতই চিন্তা করতুম।"

সুষমা বলিল, "কিন্তু এমন পাপও আছে যা ধরিত্রী সহ্য করতে পারেন না, একটা ভূমিকম্প বা জলপ্লাবন দিয়ে পৃথিবী-টাকে ভেঙ্গে আবার নতুন করে গড়ে নিতে হয়। আমাদের যদি সমাজে স্থান হয় তবে সমাজের এত বড় অমর আদর্শ যে-হিন্দুনারী তার যে একেবারেই মৃত্যু হবে।"

"না, না সুষমা, এ আমি কোনোদিনই বিশ্বাস করব না। হিন্দুনারী যদি সত্যিই অমর তবে এতেও সে মরবে না, দ্বিগুণ মহিমায় সে জ্বলে উঠবে। আমি জানি, নারীকে সম্মান করে আজ পর্য্যন্ত কোনো সমাজ কখনো ডুবে যায় নি, কোনো ধর্ম্ম কখনো কলুষিত হয় নি।"

সুষমা উত্তর দিল না।

মলয় বলিল, "তোমাকে যারা অস্পৃশ্য করে রাখে, ভগবান তাদের কোনোদিন ক্ষমা করবেন না। সুষমা, এই দুমাস তোমার কাছে থেকে, তোমার সেবাগ্রহণ করে এই সত্যটা আমি প্রাণে প্রাণে বুঝেছি। হয়তো আজ আমারও জাত গেছে, কিন্তু সকলের চেয়ে যে একটা বড় জাত আছে, আমি সেই মানুষের জাতের একজন হয়েছি।"

মুখ তুলিয়া নিঃশব্দে সুষমা মলয়ের দিকে তাকাইল।

মলয় কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, "তাই তো তুমি চাইলেও আমি কোনোদিন তোমায় ছেড়ে যেতে পারব না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা।

সুষমা মাথা নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

মলয় উত্তর দিল না।

"এমন ভুল আমি আর কোনোদিন কখনো করব না।"

মলয় নিঃশব্দে শুইয়া রহিল।

সুষমা কহিল, "আপনাকে দুঃখ দিলে যে মানুষের বিধাতাকেই দুঃখ দেওয়া হয় তা আমি এতদিন বুঝি নি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

মলয় তথাপি নড়িল না, কথাও কহিল না।

মলয়ের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সুষমা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর বলিল, "আপনি ক্ষমা না করলে বিধাতাও আমায় ক্ষমা করবেন না।"

ধীরে ধীরে মলয় উঠিয়া বসিল। সুষমার পিঠের উপর একখানা হাত রাখিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, "তোমার শত সহস্র অপরাধ আমি হাসিমুখে ক্ষমা করতে পারি। ওঠ।"

সুষমা উঠিল না, তেমনি মলয়ের পায়ের উপর উবু হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

"ওঠ, ওঠ, সুষমা।"

"আমায় আপনি ক্ষমা করুন।"

"করেছি, করেছি। ওঠ।"

ধীরে ধীরে চোখ মুছিয়া সুষমা উঠিল।

মলয় কহিল, "তোমার পিসিমার মহিলা-কুটীরে আজই একটা চিঠি লিখে দাও যে ওখানে তোমার যাওয়া হল না।"

সুষমা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

১৫

সোনার অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রণাম করিয়া ও বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া আসিতে আজ কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া গেল। তাই আহারাদির পর্ব্ব সাঙ্গ হইতেও দেরী হইয়া গেল। তিনটা বাজিয়াছে। বিনোদিনী জানালা দিয়া পথের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহাব জামাতা গণেশ ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিনোদিনী সেইদিকে চাহিয়া তেমনি চুপ করিয়া রহিলেন। গণেশ আসিয়া পায়ের কাছে বসিল।

কিছুক্ষণ পর বিনোদিনী ডাকিলেন, "গণেশ।"

"মা।"

"এ তো হয় না বাবা। আমার ধর্ম্মের সংসার আমি তো এমন করে ভাসিয়ে দিতে পারব না, বাবা।"

ব্যথিতকণ্ঠে গণেশ বলিল, "নারীকে মর্য্যাদা দিতে গিয়ে কখনো কোনো ধর্ম্মই তো ভেসে যায় নি মা।"

"সে ঠিক বাবা। কিন্তু এ অনাচারই বা আমি প্রশ্রয় দেব কি করে?"

,'অনাচার বলতে আপনি কি বোঝেন, মা?"

বিনোদিনী কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "আমার সংসারে পিতৃপুরুষেরা যে-সব নিয়মের অধীন হয়ে জীবন-যাপন করে গেছেন, তার ব্যতিক্রমকেই আমি অনাচার বলব গণেশ। বহুদিনের বহুকালের ঝড় ঝাপটা সহে আজো যা বেঁচে

আছে, এত সহজে তাকে অশ্রদ্ধায় দূরে সরিয়ে দিতে আমি পারব না বাবা।”

গণেশ কহিল, “বহুকালের বহুপ্রথাই তো আমরা একে একে তুলে দিয়েছি মা।”

বিনোদিনী বলিলেন, “সে আমি জানি বাবা।”

গণেশ কহিল “তবে আপনি কেন দ্বিধা করছেন, মা?”

বিনোদিনী বলিলেন, “দ্বিধা তো আমি করি নি বাবা, আমি আমার শক্তির কথাই চিন্তা করছি। গণেশ, আমার মত দু-একজনের চেষ্টায় তো কিছুই হয় না বাবা। বরং তাতে সমাজের সদর রাস্তায় আরো পাঁকই জমে-ওঠে।”

গণেশ বলিল, “না মা, জগতে যত বড় বড় কাজ, যত বড় বড় জনকল্যাণ হয়েছে সবার মূলেই রয়েছে একজনেরই দান।”

বিনোদিনী বলিলেন, “তাঁরা তো সামান্য মানুষ নন গণেশ। তাঁরা যুগমানব। অনেক দুঃখ অনেক চোখের জল ফেলে তাঁদের আগমনের রাজপথ দেশকে তৈরী করতে হয়।’

গণেশ কি একটু ভাবিল, কহিল, “আপনার কথাই হয়তো ঠিক মা। হয়তো তাঁর আসবার সময় এখনো হয়নি। তবু যে বাঁধানো রাজপথে তিনি একদিন আসবেন তার প্রথম প্রস্তর আপনিই স্থাপনা করে যান মা। আপনার চরণে আমার এইটুকু শুধু প্রার্থনা।”

বিনোদিনী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে

বলিলেন, "গণেশ, তোমরা আমার সন্তান। সংসারের সমস্ত বোঝা তোমরা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে বাবা। কিন্তু যদি সেটা পুণ্যের না হয়ে পাপের হয়, তবে পরকালের পথে আমি কি করে সোজা হয়ে চলব, বাবা? এখানে এসে পর্য্যন্ত আমি এই কথাটাই ভাবছি।"

গণেশ কোনো কথা কহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর বিনোদিনী কহিলেন, "গণেশ, ওদের কোনো খবর জান?"

"হ্যাঁ"

"কেমন আছে ওরা?"

'ভালই।"

"মলু কোথায় আছে?"

"গ্রামেই।"

"ও কি আর শহরে ফিরবে না?" বিনোদিনীর চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

"কেন ফিরবে না, মা?"

বিনোদিনী আর কথা কহিতে পারিলেন না, দুচোখ দিয়া তাঁর অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পর বলিলেন "তবে ও কেন শহরে আসছে না, বাবা? ও ফিরে আসবে বলেই তো আমি এতদূরে চলে এসেছি।"

গণেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "আপনি যতদূরে চলে

যাচ্ছেন, তাকেও তত দূরে ঠেলে দিচ্ছেন, মা। আপনি কাছে আসুন, তার টানে সেও কাছে আসবে।”

বিনোদিনী মুখ তুলিয়া গণেশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার সজল দুটী চোখ যে কী অপরিসীম ব্যথা লুকান ছিল গণেশ তাহা দেখিতে পাইয়া অতিশয় ব্যথিত হইল।

বিনোদিনী চোখ মুছিয়া কহিলেন, “সুষমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিন থেকেই যে আমি কি স্বপ্ন দেখতুম তা আমার ঠাকুরই জানেন বাবা! সব জেনেও তিনি যে আমার সে স্বপ্ন কেন এমন করে চুরমার করে দিলেন আজ সারারাত্তির তাঁর চরণে আমি এই প্রশ্নটাই করব বাবা।”

গণেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিনোদিনী পুনরায় বলিলেন “গণেশ তাকে যে আমি কতখানি ভালবেসেছিলুম আজ বুঝতে পারছি বাবা! আজ দুমাস ধরে ভেতরে যে কী আগুন জ্বলেছে! উঃ!”

গণেশ এবারো কোনো কথা বলিল না। বিনোদিনীও চুপ করিয়া গেলেন। আরো কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রণাম করিয়া গণেশ উঠিয়া গেল।

রাত্রে গণেশকে তারারাণী জিজ্ঞাসা করিল “মায়ের সঙ্গে আজ তোমার কি কথা হল?”

“অনেক কিছুই হল।”

“মায়ের মনটা কি রকম বুঝলে?”

“ভালই।”

"মায়ের মত হবে মনে কর ?"

"বোধ হয় হবে।"

"কবে ফিরবেন কিছু বললেন ?"

"না।"

১৬

"রাণু।"

"দিদি।"

"বাড়ী যাও।"

"এই তো আমার বাড়ী দিদি।"

"তুমি এমন করে এখানে থাকলে লোকে কি বলবে রাণু।"

"লোকে যাই বলুক দিদি আমি যে আর ওখানে ফিরে যাব না এ তো তুমি জান।"

"ছিঃ রাণু, বাড়ী যাবে না কি?"

"তিনদিন যখন ওদের অমতে তোমার এখানেই রাত কাটালুম, তখন আমার ফিরে যাবার পথে আমিই তো কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছি, দিদি।"

রাণুর হাতখানা সহসা চাপিয়া ধরিল সুষমা, কহিল, "রাণু!"

"বল।"

"এ তুমি কী করলে?"

"দিদির কাছে থাকতে এসে এমন কিছু মহাপাপ ত করি নি।" এই বলিয়া রাণু হাসিল।

সুষমার কণ্ঠ আবেগে রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল, "তুমি হাসছ রাণু?"

রাণু সুষমার আরো কাছে সরিয়া আসিল, বলিল, "এই তিন মাস শুধু ঘরের কোণে বসে তোমার জন্যে কেঁদেছি আর ভেবেছি।

এখন তোমার কাছে এসে মনের পোড়া ঘাগুলো একটু জুড়তে দাও দিদি।"

সুষমার চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিল, বলিল "কিন্তু আমার যে সমাজে স্থান নেই রাণু। আমার কাছে থাকলে—"

রাণু শান্তকণ্ঠে বলিল, "যে সমাজে তোমার স্থান নেই, সে-সমাজে আমারও স্থান নেই দিদি।"

"সারাটা জীবন কি নিয়ে কাটাবে রাণু?"

"তুমিই বা কি করে কাটাবে দিদি?"

"আমার যা কবে হক চলে যাবে।"

স্নিগ্ধকণ্ঠে রাণু কহিল, "তোমার যদি চলে যায় তবে আমারও যেমন করে হক চলে যাবে। তুমি যদি তোমার অন্নের সংস্থান করে নিতে পার তা থেকে কি আমাকে দুবেলা দুমুঠো খেতে দিতে পারবে না দিদি? তখন যদি না পার, বেশ তো, দূর করে তাড়িয়ে দিও, যেদিকে দুচোখ যায় চলে যাব।"

সুষমা কথা কহিল না, রাণুব হাতখানা আরো নিবিড়ভাবে চাপিয়া ধরিল।

রাণু কহিল, "দুর্ব্বৃত্তদের হাত থেকে যে-সমাজ আমাদের রক্ষা করতে পারে না, অথচ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে ত্যাগ করতে পারে, সে-সমাজে ফিরে যেতে আর তুমি আমায় বলো না দিদি।"

সুষমা চুপ করিয়া রাণুব হাতখানি ধরিয়া বসিয়া রহিল।

রাণু বলিতে লাগিল, "যে-সমাজ আত্মরক্ষায় এত দুর্ব্বল অথচ শাসনে এত কঠোর, এমন হৃদয়হীন সমাজে ঢুকে যদি

আমার হৃদয়টাই পাষাণ হয়ে যায় তবে জীবনের পরপারে ভগবানের কাছে গিয়ে আমি কি কৈফিয়ৎ দেব দিদি ?”

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। সুষমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল।

রাণু বলিল, “তুমি কাঁদছ কেন দিদি ?”

সুষমা চোখ মুছিবার চেষ্টা করিল না, বলিল, “নিজের এত বড় সর্ব্বনাশ আমার জন্যে তুমি কেন করলে রাণু ?”

“হিন্দু-শাস্ত্রে গুরু-শিষ্য বলে একটা সম্পর্ক আছে, জান তো দিদি। তুমি যে আমার গুরু, তোমার জন্যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করাই যে আমার ধর্ম্ম দিদি।”

সুষমা বিস্মিতা হইয়া রাণুর দিকে চাহিল।

“অবাক হচ্ছ, না দিদি ? সত্যি বলছি, তুমিই আমার গুরু ! একদিন এই বাড়ীতেই তুমি আমায় যে-উপদেশ দিয়েছ, সেই তো আমার দীক্ষা হয়েছে দিদি। মনে হয়, আমি যেন সেই থেকে নতুন করে আবার জন্মেছি।”

সুষমা নিশ্চল হইয়া কিছুকাল বসিয়া রহিল। পরে কহিল, “কিন্তু আমার জন্যে এমন তিল তিল করে তুমি মরবে, এ আমি সহ্য করব কি করে ?”

রাণু হাসিয়া কহিল, “বাঙলাদেশ মৃত্যুকে ভয় করে না দিদি। জানো তো, দেশের জন্যে মরে মরে এ দেশের ছেলেরা একদিন মৃত্যুভয় দূর করে দিয়ে গেছে। আমি তো এই দেশেরই মেয়ে দিদি ! আমিও আজ তিলে তিলে পুড়ে পুড়ে যে-আগুন জ্বালিয়ে রেখে যাব তা একদিন এই সমাজের কুসংস্কারের

খাণ্ডববন পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ কর দিদি।"

রাণু সুষমার পদধূলি লইতে গেল। সুষমা বাধা দিল। কিন্তু রাণু শুনিল না, বলিল, "আজ তুমি আমায় বাধা দিও না দিদি।"

সুষমা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার পদধূলি লইয়া রাণু চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, "আজ তোমার সেদিনটার কথা মনে পড়ে দিদি?"

"পড়ে। কিন্তু ভাই সেই তুটো সামান্য কথা—"

বাধা দিয়া হাসিয়া রাণু কহিল, "পৃথিবীর মাটীতে হাজার হাজার বীজই তো ছড়িয়ে আছে দিদি; কিন্তু বিশেষ কোনো একস্থানেই তা প্রাণ পেয়ে বড় হয়ে ওঠে। হ্যাঁ দিদি সেদিনকার তোমার সেই তুটো সামান্য কথাতেই কেমন করে যে কোথায় কোন মনে একটা বনস্পতি গজিয়ে উঠেছে, তা যদি জানতে!"

সুষমা একটু চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, "যদি কোথাও বনস্পতি গজিয়ে উঠে থাকে রাণু, তবে সেই স্থানের মাহাত্ম্যেই হয়েছে ভাই। এতে আমার কৃতিত্ব এক ফোঁটাও নেই।"

"অমন কথা বলে আমায় ব্যথা দিও না। একটা বিরাট উষর ক্ষেত্র আজ ফলে ফুলে তোমার জন্যেই ভরে উঠেছে। সেখানে তোমারই দেওয়া প্রাণের মন্ত্রই যে ধ্বনিত হচ্ছে। এত বড় ঋণ আমি কি করে অস্বীকার করব দিদি?"

নির্নিমেষ নেত্রে সুষমা রাণুর দিকে চাহিয়া রহিল। এতদিন

যে-সন্দেহটা তাহার মনের মধ্যে প্রায়ই উঁকি দিত আজ তাহা আরো তীব্র হইয়া উঠিল ও তাহাকে নিদারুণ পীড়া দিতে লাগিল। বহুক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, পরে কহিল, "বেলা হল, চল, স্নানের জল গরম হয়ে গেছে।"

রাণু অধোমুখে বসিয়া নিবিষ্টমনে কি চিন্তা করিতেছিল, চমক ভাঙ্গিয়া কহিল, "চল।"

এই ঘটনার পর হইতে মলয়ের খুঁটিনাটি কাজকর্ম্ম সুষমা রাণুর উপর ছাড়িয়া দিতে লাগিল ও সে নিজেকে দূর হইতে দূরান্তরে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সব ফেলিয়া কিসের আশায় রাণু যে ছুটিয়া আসিয়াছিল তাহা সে বুঝিয়াছিল। রাণু কিন্তু কিছুই বুঝিল না, স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

আজ কয়দিন হইল মলয়কে কেমন একটু বিমনা লাগিতেছিল। সকাল হইতে সে বিশেষ কাহারো সহিত কথা বলে নাই। বৈকালে সে অভ্যাসমত বেড়াইতে যাইতেছিল। রাণু আসিয়া বলিল, "বেড়াতে যাচ্ছেন?"

"হুঁ।"

"চা খেলেন না?"

"শরীরটা ভাল নেই।"

"তবে বেড়াতে যাচ্ছেন যে?"

"একটু বেড়িয়ে এলেই বোধ হয় সেরে যাবে।"

রাণুর মুখে একটা কথা উঠিয়া আসিয়াছিল, দাঁড়ান, আমিও যাব। কিন্তু সে কিছুই বলিতে পারিল না। মলয় চলিয়া

যাইবার সময় দেখিল একটা থামের আড়ালে সুষমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া অন্যত্র সরিয়া গেল। মলয়ের সমস্ত অন্তরটা একবার জ্বালা করিয়া উঠিল। কয়েক-মুহূর্ত নিস্পন্দের মত থাকিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সকালে মলয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তাহার। নিতান্ত পরিচিত একজনকে মনে করিয়া চোখ না খুলিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বলিল, "কটা বাজল ?"

'নটা।"

কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়াই দ্রুত হাত ছাড়িয়া দিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, বলিল "তুমি ?"

রাণু বলিল, "হ্যাঁ আমি ? উঠুন, বেলা হল।"

"ইস্ বড্ড বেলা হয়ে গেছে !" দ্রুত স্নানের ঘরে চলিয়া গেল মলয়।

একদিন সন্ধ্যার পর মলয় ছাদে পায়চারি করিতেছে। রাণু আসিয়া নিঃশব্দে পিছনে দাঁড়াইল।

"কে ?"

"আমি।"

"কি বলছ ?"

"কিছু না।"

কিছুক্ষণ কেহ কোনো কথা বলিল না।

মলয় বলিল, "আমায় একটু একলা থাকতে দাও, রাণু।"

"আপনার কি হয়েছে বলুন তো ?"

মলয় চুপ করিয়া রহিল।

রাণু বলিল, "কদিন থেকে দিদি বা আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছেন না। আজ কি সামান্য একটা কথা হল, দিদিকে অমন ধমকে উঠলেন!"

মলয় তথাপি মৌন রহিল, রাণুর কথার কোনো উত্তর দিল না।

"জানেন, দিদি আজ সারাদিন কিছু খায় নি। ঘরে দোর দিয়ে কাঁদছিল।"

মলয় গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "কাঁদাই ওর ভাল। হাসবার সুযোগ যে এমনি করে হেলায় হারায় তাকে বাধা দিও না রাণু কাঁদতেই দাও।"

রাণু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মলয় যে কোনোদিন সুষমাকে এমন করিয়া বলিতে পারে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। কি জন্য ও কি কারণে যে মলয় ইহা বলিল, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু এইটুকু সে আজ নিঃসন্দেহে বুঝিল যে উভয়ের কাহাকেও সে আজও ভাল করিয়া চেনে নাই। একটা গোপন কুয়াশার যবনিকায় ইহাদের অনেকখানি তাহার নিকট ঢাকা রহিয়াছে। সে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি যে দিদিকে কোনোদিন এমন করে ধমকাতে পারেন এ আমি কল্পনাও করতে পারি না।"

মলয় নীরব রহিল।

রাণু কহিল, "দিদির হয়ে আমি ওকালতি করছি না, কিন্তু—"

"ও কথা থাক রাণু।"

"কেন ?"

"সব কেন-র উত্তর এ-পৃথিবীতে পাওয়া যায় না রাণু।"

"আপনার কাছ থেকে কি আমিও পেতে পারি না ?"

"না।"

বিবর্ণমুখে রাণু দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে দণ্ডায়মান থাকিবার পর সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

পদশব্দে মলয় ফিরিয়া চাহিয়া ডাকিল, "রাণু!"

"বলুন।"

"মানুষ এত আশা করে কেন বলতে পার ?"

"আশাতেই মানুষ বেঁচে থাকে বলে।"

মলয় শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "হয় তো তাই।"

"হয় তো নয় মলয়দা। আশাই মানুষের জীবন, আশাই মানুষের সব।"

রাণু চলিয়া গেল। মলয় ছাদে পায়চারী করিতে লাগিল। উভয়ের কেহই জানিল না যে সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়াইয়া একজন সব কথা শুনিল। রাণু আসিতেছে দেখিয়া সে দ্রুত সরিয়া গেল।

রাত্রে শয্যায় শুইয়া রাণু সন্ধ্যাবেলাকার ছাদের কথাগুলি এক এক করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। আজ মলয়ের যে-রূপটা তাহার চক্ষে ধরা পড়িল, তাহা তাহার নিকট সম্পূর্ণ নূতন। এ মলয়কে যেন চেনা যায় না, কিছুই সুস্পষ্ট করিয়া

বোঝাও যায় না, কতদূর হইতে যেন সে কথা কয়। সকলের অলক্ষ্যে মনের গহন সুপ্তকক্ষে যে-একটি কল্পনার উর্ণাজালে ধীরে ধীরে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিয়া সে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ডুবিয়া যাইত, তাহা ফাঁসিয়া ফাটিয়া একেবারে শতছিন্ন হইয়া গেল। বেদনায় ও দুঃখে তাহার সমস্ত অন্তর যেন ঝিমঝিম করিয়া উঠিল! গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে ঘুমাইতে পারিল না। এবং এই একটি চিন্তা তাহার মনে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিতে লাগিল, যে, এই দুইটি রহস্যাবৃত নরনারীর মধ্যে কি রহস্য আছে তাহার মূল পর্য্যন্ত উদ্ঘাটন করিয়া তাহাকে দেখিতেই হইবে।

দুই দিন মলয় আরো গম্ভীর হইয়া রহিল। তাহার এই গাম্ভীর্য্য এতই অশোভন হইয়া উঠিল যে রাণু কাছে ঘেঁসিতে পারিল না। জীবনও কম অবাক হইল না। তৃতীয় দিন সকাল বেলা ছোট ব্যাগটি হাতে করিয়া সে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। ওধারে ইজিচেয়ারে বসিয়া রাণু একটা বই পড়িতে-ছিল, সে নিঃশব্দে মলয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘরের ভিতরে সুষমা কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, সে ঘরের দ্বার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মলয় জীবনকে ডাকিয়া বলিল, “বিশেষ কাজে দিনকতকের জন্যে শহরে যাচ্ছি। শিগ্‌গির ফিরব। আচ্ছা, চলি।”

জীবন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। মলয় বাহির হইয়া গেল। রাণু দেখিল সুষমার মুখ যেন কালিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

চোখাচোখি হইতেই সুষমা দ্রুত ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

ঐদিন সন্ধ্যার সময় হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া সুষমাকে ট্রাঙ্ক গুছাইতে দেখিয়া রাণু অবাক হইয়া গেল। কাছে আসিয়া বলিল, "এ কি ?"

সুষমা নীরবে ট্রাঙ্ক গুছাইতে লাগিল।

"কোথাও যাচ্ছ নাকি দিদি ?"

"হুঁ।"

"আমি তা হলে একা—"

"তুমিও আমার সঙ্গে যাবে, রাণু।"

"কোথায় যাব ?"

"আমার পিসিমার ওখানে।"

"হঠাৎ এমন করে চলে যাচ্ছ কেন দিদি ?"

"সব কেন-র উত্তর দেওয়া যায় না রাণু।"

সেই এক প্রহেলিকা! মলয়ও গত তিনদিন পূর্ব্বে সেই সন্ধ্যায় তাহাকে এই কথাই বলিয়াছিল। রাণু চুপ করিয়া পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সুষমা আপনার জামা ও কাপড়গুলি গুছাইয়া তুলিয়া রাণুর জামা-কাপড় গুছাইতে লাগিল। গুছান হইলে সে ট্রাঙ্কটি বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

রাত্রে সুষমা কিছুই খাইল না। রাণু পেড়াপীড়ি করিতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "পেড়াপীড়ি করো না রাণু। আমি তো কচি খুকি নই যে, খিদে থাকলেও খাব না।"

"আজ দুপুরেও তো ভাল করে খেলে না।"

সুষমা কোনো কথা না বলিয়া উঠিয়া গেল।

শয্যায় শুইয়া রাণু জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হয়েছে দিদি ?"

সুষমা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। শুধু তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইতে না পারিয়া ভিতরে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

রাণু পুনরায় বলিল, "আমরা কবে যাব দিদি ?"

"কালই সকাল বেলা।"

"সেখানে আমাদের দিন কি করে চলবে দিদি ?"

"পিসিমার মহিলা কুটীরে আমরা কাজ করব।"

"কাজ কি খালি আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"কি করে জানলে ?"

"তিনি বহুদিন থেকেই আমায় যেতে লিখেছেন। মাঝে ওঁকে লিখেছিলুম, যাব না। এখন আমি গেলে তিনি খুসীই হবেন।"

রাণু একটু চিন্তা করিয়া কিয়ৎক্ষণ পর কহিল, "তোমায় দেখে সত্যিই হয়তো খুসী হবেন। কিন্তু আমায় তুমি নিয়ে যাচ্ছ কোন সাহসে ?"

"তাঁর ওপর আমার একটু জোর চলে রাণু। তাঁর একটি মাত্র মেয়ে খুব বড় হয়ে মারা যায়। আমি হতে আদর করে সেই নামেই তিনি আমায় ডাকতেন। আমার এ-নাম তাঁরই দেওয়া।"

রাণু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে কহিল, "কিন্তু আমি তো হাতের কোনো কাজ জানি না দিদি।"

"শিখে নেবে।"

"ততদিন কি করব ?"

"সে ভাবনাটা তুমি আমার ওপরই ছেড়ে দাও রাণু।"

"কিন্তু মলয়দাকে তো জানিয়ে যাওয়া হল না ?"

সুষমা এক মুহূর্তের জন্য থামিল, বলিল, "তিনিও তো আমাদের জানিয়ে যান নি রাণু !"

রাণু বলিল, "কিন্তু—"

"এতে আর কোনো কিন্তু নেই রাণু। তিনি যে আমাকে এত-খানি অপমান করতে পারেন, এ আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

রাণু আপন মনে কি ভাবিতেছিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল, "অপমান ?"

"হ্যাঁ অপমান রাণু। আমি তো কোনদিন এখানে এমন করে তাঁর কাছে থাকতে চাই নি। কালুর বাড়ী থেকে তিনি নিজেই গিয়ে আমায় নিয়ে এসেছেন।"

"কিন্তু এ তো তোমারই বাড়ী দিদি।"

"তা হক। তবু আর এখানে একমুহূর্ত্তও টিঁকতে পারছি না। কটা বাজল ?"

রাণু বলিল "একটা।"

"আজকের পোড়া রাতটা যে আর ফুরোতে চাইছে না। উঃ!" সুষমা পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিসের আগুনে সুষমার অন্তরটা পুড়িয়া যাইতেছিল রাণু আজ তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই নূতন আলোকে সুষমাকে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। চক্ষের সম্মুখে এত বড় সত্যটা এত স্পষ্টভাবে পড়িয়াছিল, কিন্তু সে এতদিন দেখিতে পায় নাই। ইহাতে সে অন্তরে অন্তরে লজ্জিত হইল, ক্ষুব্ধ হইল, ব্যথিত হইল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু যেখানে যাচ্ছ, সেখানে গিয়েও তো তুমি এক মুহূর্ত্ত টিঁকে থাকতে পারবে না দিদি।"

সুষমা উত্তর দিল না।

রাণু বলিল, "সেখানেও তো রাতগুলো তোমাকে ঘুমতে না দিয়ে এমনি অযথা দীর্ঘ হয়ে উঠবে।"

সুষমা পূর্ব্বের মতই মৌন রহিল, কোনো উত্তর দিল না।

রাণু ধীরে ধীরে বলিল, "তার চেয়ে এস দিদি এইখানেই আমরা থাকি। তিনি বলে গেছেন, শিগ্‌গির ফিরব। নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি ফিরবেন। তোমায় ছেড়ে তিনি বেশী দিন দূরে থাকতে পারবেন না দিদি।"

সুষমা ঘুরিয়াই শুইয়া রহিল, বলিল, "না। তিনি যদি কালই সকালে ফিরে আসেন, তবু তিনি যেন এসে দেখেন আমি এখানে নেই। এ অপমানের শোধ আমি নেবই রাণু।"

রাণু বলিল, "কিন্তু তুমিই যে এতে সবচেয়ে ব্যথা পাবে দিদি!"

সুষমা চক্ষু মুদিয়া নিঃশব্দে শুইয়া রহিল। অনেকক্ষণ কেহ কোনো কথা বলিল না।

রাণু ডাকিল, "দিদি!"

সুষমা ঘুমায় নাই। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। সে তাহা নীরবে মুছিয়া ফেলিল কোনো উত্তর দিল না।

রাণু বলিল, "ঘুমলে?"

"না।"

"আজকের রাতটা নাই বা ঘুমলে দিদি?"

"বেশ তো রাণু।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। রাণু বলিল, "জীবনে আমি অনেক অপরাধ করেছি দিদি, কিন্তু এখানে এসে এই কদিনের অপরাধের বুঝি সীমা নেই।"

সুষমা তেমনি স্থিরভাবে শুইয়া রহিল।

রাণু বলিল, "ভাগ্য তোমার যা ক্ষতি করেছে, তার চেয়ে তোমার কত বড় ক্ষতি আমি করতে যাচ্ছিলুম! দিদি তুমি দূর দূর করে আমাকে তোমার এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও। এতে তোমার পাপ হবে না, কিন্তু মহাপাপের হাত থেকে আমি রেহাই পাব।"

সুষমা তখনও মৌন হইয়া রহিল।

"এমন করে চুপ করে থেকে আমার পাপের মাত্রাটা আর বাড়িয়ে দিও না দিদি। দুটো কড়াকথাও বল, আমার পাপের বোঝাটা একটু হালকা হক।"

শান্তকণ্ঠে সুষমা কহিল, "এমন করে ব্যথার ওপর ব্যথা দিও না রাণু। কখনো কোনো কারণেই তোমাকে কটু কথা বলতে আমি পারব না, এ তো তুমি জান।"

"সেই জন্যেই তো আমাকে আমি নিজেই ক্ষমা করতে পারছি না। আমি যে পাপ করেছি—"

সুষমা বলিল, "পাপ? ঈশ্বরের অতি বড় আশীর্ব্বাদ থাকলেই তবে জীবনে ভালবাসা আসে রাণু। যদি সত্যিই সমস্ত দেহমন দিয়ে কাউকে ভালবেসে থাক তবে মহাপাপ কর নি, মহাপুণ্যই করেছ।"

"না। আমি পাপই করেছি দিদি। তিনি তোমার, তাঁকে এমন করে আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তিকে আমি পাপ ছাড়া আর কিছুই বলব না। মুক্তকণ্ঠে আমার সমস্ত পাপ স্বীকার করে আজ আমায় হালকা হতে দাও দিদি।"

সুষমা মৌন হইয়া রহিল।

রাণু কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "আজ কার ওপর অভিমান করে তিনি চলে গেলেন, আর কার ওপর অভিমান করেই বা তুমি চলে যাচ্ছ, এ আমি সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আজ থেকে তুমি স্থির জেনো দিদি, তাঁর সঙ্গে ভাই বোন ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই আমার থাকবে না। আমায় তুমি বিশ্বাস কর দিদি।" রাণু সুষমার হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

সুষমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি তো তোমায় অবিশ্বাস করি না, রাণু।"

রাণু নিরুত্তর রহিল।

সুষমা বলিল, "রাত আর বোধ হয় বেশি নেই। একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"নিই।"

কিছুক্ষণ পর পুনরায় রাণু বলিল, "কাল কখন পৌঁছব ?"

"বেলা দুটো হবে।"

রাণু সুষমার হাত খানা ছাড়িয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

শান্তকণ্ঠে সুষমা কহিল, "এমন করে ব্যথার ওপর ব্যথা দিও না রাণু। কখনো কোনো কারণেই তোমাকে কটু কথা বলতে আমি পারব না, এ তো তুমি জান।"

"সেই জন্যেই তো আমাকে আমি নিজেই ক্ষমা করতে পারছি না। আমি যে পাপ করেছি—"

সুষমা বলিল, "পাপ? ঈশ্বরের অতি বড় আশীর্ব্বাদ থাকলেই তবে জীবনে ভালবাসা আসে রাণু। যদি সত্যিই সমস্ত দেহমন দিয়ে কাউকে ভালবেসে থাক তবে মহাপাপ কর নি, মহাপুণ্যই করেছ।"

"না। আমি পাপই করেছি দিদি। তিনি তোমার, তাঁকে এমন করে আত্মসাৎ করবার প্রবৃত্তিকে আমি পাপ ছাড়া আর কিছুই বলব না। মুক্তকণ্ঠে আমার সমস্ত পাপ স্বীকার করে আজ আমায় হালকা হতে দাও দিদি।"

সুষমা মৌন হইয়া রহিল।

রাণু কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "আজ কার ওপর অভিমান করে তিনি চলে গেলেন, আর কার ওপর অভিমান করেই বা তুমি চলে যাচ্ছ, এ আমি সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আজ থেকে তুমি স্থির জেনো দিদি, তাঁর সঙ্গে ভাই বোন ছাড়া আর কোনো সম্পর্কই আমার থাকবে না। আমায় তুমি বিশ্বাস কর দিদি।" রাণু সুষমার হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

সুষমা মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি তো তোমায় অবিশ্বাস করি না, রাণু।"

রাণু নিরুত্তর রহিল।

সুষমা বলিল, "রাত আর বোধ হয় বেশি নেই। একটু ঘুমিয়ে নাও।"

"নিই।"

কিছুক্ষণ পর পুনরায় রাণু বলিল, "কাল কখন পৌঁছব?"

"বেলা দুটো হবে।"

রাণু সুষমার হাত খানা ছাড়িয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

১৭

বাড়ী পৌঁছিয়া দশ-বারোদিন পরই মলয় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বাড়ীতে আর তৃতীয় প্রাণী বলিতে কেহ নাই। মনোজকে বোর্ডিং-এ ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শূন্য বাড়ীটা যেন সর্ব্বদা তাহাকে গিলিয়া ফেলিতে আসিতেছে। বাড়ীতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্য তাহার বন্ধুরাও তাহার বাড়ী আসে না। বাড়ীর সামনে মেস্‌বাড়ীটা উঠিয়া গিয়াছে অর্থভাবে। তাহার বাসীন্দারা কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, দুইতিন দিন চেষ্টা করিয়াও সে তাহাদের কোনই হদিস্ পাইল না। এদিকে রাণাপুর হইতে আসিবার সময় সে জীবনের হাতে কিছু টাকা দিয়া আসিয়াছিল ও গোপনে বলিয়া আসিয়াছিল, টাকা ফুরাইয়া গেলে সে যেন তাহাকে জানায়। জীবন কথা দিয়াছিল অসঙ্কোচেই জানাইবে; কিন্তু দশ দিনের উপর হইতে চলিল, সেও তো কিছু জানাইল না। মলয় সারারাত্রি এই চিন্তা করিয়া ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না এবং ভোর হইতে না হইতেই বেডিংপত্তর বাঁধিয়া নীচে নামিয়া আসিল। হারাধন কি বলিতে আসিয়া বলিতে পারিল না, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

গ্রামে পৌঁছিয়া জীবনকে একাকী দেখিয়া মলয় অত্যন্ত বিচলিত হইল। জীবন বলিল, "আপনি চলে যাবার পরদিন ভোরেই ওরা চলে গেল। কিছুতেই রাখতে পারলুম না।"

সুষমা যে কোনোদিন তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে

ইহা যেন মলয় বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত পৃথিবীটা যেন শূন্য হইয়া গেল। প্রস্তর মূর্ত্তির মত বহুক্ষণ সে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল, "কোথায় গেছে জান ?"

জীবন বলিল, "না।"

ঊর্দ্ধে শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া মলয় তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

জীবন কহিল, "ওরা বোধ হয় পিসিমার মহিলা কুটীরেই গেছে

"ও।"

মলয় আর কোনো কথা কহিল না, তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরটীতে গিয়া প্রবেশ করিল। বেডিং খুলিয়া অবিলম্বেই সে শুইয়া পড়িল। কয়েকদিন হইতে তাহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না, গতরাত্রেও ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই, তাহার উপর ট্রেনের পরিশ্রম—অবসাদে তাহার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িল। জীবন একবার আসিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিল, কিন্তু ঘুমভাঙ্গা সত্ত্বেও মলয় উঠিল না, জড়ানো কণ্ঠে বলিয়া দিল, সে খাইবে না।

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে মলয়ের ঘুম ভাঙ্গিল, শয্যায় উঠিয়া বসিয়া যেন কাহার মধুময় সস্নেহ হস্তের সেবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তাহার স্মরণে আসিল, সে নাই, চলিয়া গিয়াছে। অকারণে তাহার চোখ দুটা একবার জ্বালা

করিয়া উঠিল। ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। জীবন আসিয়া বলিল, "সারাটা দিন তো কিছুই খেলেন না। এখন কি খাবেন?"

মলয়ের তখন খাইবার কথা মনে ছিল না। সে জীবনের দিকে একবার চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

জীবন বলিল, "কি খাবেন, বলুন?"

মৃদুকণ্ঠে মলয় কহিল, "আমার খিদে নেই জীবন। তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

জীবন বিষণ্ণ-কণ্ঠে বলিল, "সকালে ট্রেন ধরেছেন, নিশ্চয়ই অত ভোরে বাড়ী থেকে কিছু খেয়ে বেরোন নি। ট্রেনেও কিছু খান নি, কারণ ট্রেনে আপনি খান না সে তো জানি। এতটা পথ হেঁটে এসে এখানেও এখনো জল গ্রহণ করেন নি। ব্যস্ত হব না মলয়দা!"

মলয় জীবনের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না। সে যেন নির্নিমেষ নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া তাহার অন্তরের একান্ত গূঢ় ও গোপন কথাগুলি জানিয়া লইতেছে। সে অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া লইল।

জীবন কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মলয়দা, আপনার দয়ায় মাথা থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত বিকিয়েও যারা আপনাকে এমন করে আঘাত করতে পারে তাদের জন্য আপনি আর ভাববেন না।"

মলয় জীবনের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

জীবন বলিল, "যাদের এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই, সহ্য নেই তাদের আমি মানুষ বলেই গণ্য করি না। তারপর সব চেয়ে বড় কথা, না চাইতে আপনার কাছ থেকে দুহাত ভরে পেয়েও যারা আপনাকে ফেলে চলে যায়, তাদের আমিও যেন ক্ষমা করতে পারছি না।"

মলয় বলিল, "কিন্তু আমিই তো আগে চলে গেছি, জীবন।"

জীবন কহিল, "সেটা যে কত বড় মিথ্যে এতদূর থেকে আমি বুঝি আর আপনার এত নিকটে থেকে সে বোঝে না? শুধু সে যদি আপনার বাইরের আচরণটাই দেখে থাকে, তবে সে কোন-দিন অন্তর দিয়ে আপনায় শ্রদ্ধাও করেনি, ভালও বাসে নি।"

জীবন সাত বছরের অধিক ছোট ছিল বলিয়া মলয় তাহার সঙ্গে একটা ব্যবধান রাখিয়া চলিত। কিন্তু অদ্য এই প্রাচীরটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। মলয় বলিল, "হয়তো তোমার কথাই সত্যি জীবন। কিন্তু ও সব নিয়ে আলোচনা করার সময় এ নয়। তুমি কালই যাও ভাই। আমার নাম করে ওদের ফিরিয়ে নিয়ে এস।"

জীবন আরো যেন কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মলয়ের অশ্রুপূর্ণ চোখ দেখিয়া কিছু বলিল না। কেবলমাত্র "আচ্ছা" বলিয়া মলয়ের আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

সকালে উঠানে ইজিচেয়ারে বসিয়া মলয় একটি বই পড়িবার ভাণ করিতেছিল। তাহার মনে এই ছোট গ্রাম্য বাড়ীটিকে কেন্দ্র করিয়া কত না অতীতদিনের স্মৃতি ভাসিয়া বেড়াইতেছিল।

জীবন রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। হঠাৎ পিছন হইতে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে মলয় চাহিয়া দেখিল হারাধন।

হারাধন কহিল, "আপনি চলে আসবার পরই কাশী থেকে মা ফিরেছেন। জামাইবাবুর কাছ থেকে শুনলুম গতকাল থেকে তিনি কিছু খান নি। প্রতিজ্ঞা করেছেন আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছু খাবেন না।"

মলয় বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিল। এতবড় সংবাদটা যেন সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না।

"এক ঘণ্টা পরই একটা ট্রেন আছে, শিগগির চলুন।"

মলয় দ্রুত উঠিয়া দাঁড়াইল, "চলুন।"

মা কাশী হইতে আসিয়াছেন, তাহার জন্য উপবাস করিয়া রহিয়াছেন—উত্তেজনায় মলয় সারাপথ প্রায় দৌড়াইয়া আসিল। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া কিন্তু তাহার পা যেন আর চলিতে চাহিল না। কেবলই তাহার নিতান্ত আপনার একজনের কথা মনে পড়িতে লাগিল। এমন সময় সে কোথায় কিভাবে পড়িয়া রহিল কে জানে? ট্রেনে উঠিবার সময় জীবনকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, "ওদের একটা খোঁজ নিয়ে আমায় খবর দিও আর এই কটা টাকা কাছে রেখে দাও।"

জীবন বলিল, "ওদের খোঁজ আমি শিগগিরই পেয়ে যাব। পেলেই আপনাকে জানাব। কিন্তু টাকার এখন প্রয়োজন নেই।"

মলয় হঠাৎ কিছু বলিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

জীবন বলিল, "আপনি যা টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন তার থেকে খুব সামান্যই খরচ হয়েছে।"

মলয় বলিল, "তবে ওরা গেল কি করে?"

নিশ্বাস ফেলিয়া জীবন বলিল, "এটা আপনাকে না বলবার ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু সব কথা না বললে আমাকেই আপনি ভুল বুঝবেন। ওটা দিদি নিজের একটা অলঙ্কারের বিনিময়ে ব্যবস্থা করেছে।"

একটা আকস্মিক অগ্ন্যুপাতের মত ক্রোধে মলয় ফাটিয়া পড়িল, কহিল, "জীবন যে-সব মেয়েরা নিজেদের এতখানি স্বাধীনভাবে যে গায়ের অলঙ্কার বিলিয়ে দিতেও বাধে না, তাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই আমি রাখতে চাই না। তারা মরুক বাঁচুক তাদের কোনো খবরই আমায় তুমি দেবে না।"

জীবন বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মলয় আর কথা কহিল না। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বাড়ী পৌঁছিল মলয় গভীর রাত্রে। তখনো বিনোদিনী ঘুমান নাই, শুইয়াছিলেন মাত্র। একবাটী দুধ লইয়া তারারাণী তাঁহাকে খাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছিল। মলয় তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে তিনি চোখ মেলিয়া দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন; "আয় বাবা, কাছে এসে বস।"

মলয় নিকটে আসিয়া বসিল।

বিনোদিনী তাহার একখানা হাত ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে

বলিলেন, "তুই একা কেন বাবা? তাকে বুঝি ভয়ে আমার কাছে আনতে পারিস নি?"

মলয় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিনোদিনী বলিলেন, "কালই মাকে আনবার ব্যবস্থা কর মলু। আমি তোদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে তবে খাব বলে কাশীত্যাগ করেছি বাবা।"

মলয় শুষ্কমুখে কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, "ওখানে সে নেই।"

বিস্মিত হইয়া বিনোদিনী কহিলেন, "নেই?"

মলয় অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"সে কি রে? মা তোর কাছে নেই তো সে গেল কোথায়?"

"জানি না।"

বিনোদিনী মলয়ের দিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

মলয় এই দৃষ্টির প্রতি বেশীক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিল না। চোখ নামাইয়া লইয়া কহিল, "আমি দিন বারোর জন্যে শহরে এসেছিলুম।"

"ওঃ" বিনোদিনী একটু হাসিলেন, কহিলেন, "মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছিলি বুঝি? তাই সেও এই ফাঁকে তোকে না-জানিয়ে চলে গেছে! ছিঃ মলু, খুব ভুল করেছিস! যা, যেখান থেকে পারিস আমার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়!"

"না, ওকে ফিরিয়ে আনতে তুমি আর বলো না মা।"

সস্নেহে বিনোদিনী কহিলেন, "কেন রে?"

মলয় ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, "মা তার জন্যে আমি একদিন তোমারো অবমাননা করেছি। এটা জেনেও যে চলে যায় সে যাক, তাকে ফিরিয়ে আনবার প্রয়োজন নেই।"

"মলু!"

"না মা, তুমি তো সব কথা জানো না। তাহলে বলি শোন। আজ ট্রেনে উঠবার সময় জীবনের কাছ থেকে শুনলুম যাবার ট্রেনের ভাড়াটা সে তার গায়ের গহনা বিক্রী করে যোগাড় করেছে, তবু আমার টাকা ছোঁয় নি।"

বিনোদিনীব মুখ অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তের জন্য গম্ভীর হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "যতই বল, মলু সব দোষ আমি তোকেই দেব বাবা। হয় তো তার এতখানি অভিমানের এমন কোন কাবণ আছে, যা তোব চোখে এখনো পড়ছে না।"

মলয়ের মন একটু নবম হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহা আবার বাঁকিয়া গেল। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "না মা সে যখন গেছে যাক। বাঙলাদেশে এখনো মেয়ের এত অভাব হয় নি। তোমাব যখন এতই ইচ্ছে আমায় সংসারী করে কাশীবাসী হবে, বেশ তোমার ইচ্ছাই আমি পূর্ণ করব। তুমি মেয়ে দেখ।" এই বলিয়া মলয় চলিয়া গেল।

কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টাকাল পরে জামা কাপড় পালটাইয়া যখন সে খাইতে যাইতেছিল, তারারাণী আসিয়া সংবাদ দিল যে

এতক্ষণ সাধাসাধি করিয়াও বিনোদিনীকে দুধ খাওয়ানো গেল না। তিনি তেমনি চাপাচুপি দিয়া শুইয়া আছেন।

মলয় ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া ডাকিল, "মা।"

বিনোদিনী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়াছিলেন। তেমনি ভাবে থাকিয়াই উত্তর দিলেন, "কি ?"

মলয় বিনোদিনীর একখানা হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি এখনো দুধটা খাও নি কেন মা ?"

বিনোদিনী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "তুই যে আমায় খেতে দিলি নি বাবা ?,'

মলয় বলিল, "আমি ?"

বিনোদিনী কহিলেন, "হ্যাঁ।"

মলয় অত্যন্ত অপরাধীর মত কহিল, 'আমার অপরাধ ?"

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ শান্ত রহিলেন, পরে বলিলেন, "এখনো বলছি ভুল করিস নি, মলু।"

মলয় বলিল, "ভুল তো আমি করি নি মা।"

বিনোদিনী কহিলেন, "আমি যে তোর ভুলটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাবা।"

একটু স্তব্ধ থাকিয়া মলয় বলিল, "ভুল যদি আমি কিছু করেই থাকি তবে সেও কেন আমাকে ভুল বুঝবে মা ?"

বিনোদিনী কহিলেন, "তুই বা কেন তাকে ভুল বুঝে চলে এসেছিলি রে ? তিন মাস বাড়ীমুখো হস নি, হঠাৎ তোরই বা কি এমন কাজ পড়েছিল শুনি যে একটানা বারোটা দিন এখানে ছিলি ?"

মলয় নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

বিনোদিনী হাসিলেন, পরে কহিলেন, "দেখ মলু আমি তোর মা। তোর চেয়েও তাকে আমি ভাল করে জানি বাবা। আমার কাছে তুই কিছুই গোপন করতে পারবি নি।"

মলয় পূর্ব্বের মতই নতমুখে বসিয়া রহিল।

বিনোদিনী কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুই তো জানিস বাবা, এই সিন্ধুকটায় কি ভরা আছে! ওরে মলু আমার মা ছাড়া আর কারো গায়ে ওসব পরাতে আমার হাত যে উঠবে না বাবা"!

মলয় নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়াই রহিল, কিছুই বলিতে পারিল না।

বিনোদিনী বলিতে লাগিলেন, "মলু, আমি যে তার জন্যেই আবার ফিরে এলুম। মা আমার সতী-লক্ষ্মী! আমি এতদিনে এই সত্যটা বেশ বুঝেছি যে ওর একফোঁটা চোখের জলে আমার জীবনের সমস্ত পুণ্য ভেসে যেতে পারে। তাই তো আর থাকতে পারলুম না রে, বিশ্বনাথের কাছ থেকেও ছুটে পালিয়ে এলুম।"

মলয় এতক্ষণ মুখ নীচু করিয়া বসিয়াছিল, বিনোদিনীর এমন গাঢ় কণ্ঠ শুনিয়া চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল বিষণ্ণতার চাপা আর্ত্তনাদে তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডল অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনী তেমনি চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁহার দুই চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিতে লাগিল ও

তাঁহার গণ্ডদেশ প্রবাহিত করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি মুছিবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "আজ অনেক পুরোনো কথাই তোকে আবার বলছি বাবা, তাকে কোনোদিন অবহেলা করিস নি। আমি থাকতেও না, আমি চলে গেলেও না।"

মলয়ের ভিতর তাহার অভিমানে পৃথিবীটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া যত বড় হইয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সহিত কথাবার্ত্তায় তাহা ফাঁসিয়া ফাঁটিয়া একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। কোথাও তাহার সামান্যতম স্মৃতিও বাঁচিয়া রহিল না। সে নিরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তোমার সে-কথা আমি যদি কোনোদিন ভুলে থাকি তবে তার সাজা আমায় দাও মা।"

বিনোদিনী শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "তবে যা, আমার মাকে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। ওরে সে বড় দুঃখী, আজ তার কেউ নেই অথচ একদিন তার সবই ছিল।"

মলয়ের ভিতরটা এখন ফাঁকা হইয়া গিয়াছিল বলিয়া একটা চাপা দুঃখের স্রোত ধীরে ধীরে জমিয়া উঠিতেছিল। সে কহিল, "আমি কালই সব ব্যবস্থা করব মা।"

বিনোদিনী কহিলেন, "ব্যবস্থা করবি কি রে? তুই নিজে যা। মা আমার বড় অভিমানী, অতি বড় আঘাত পেয়ে তবেই সে তোকে ছেড়ে চলে গেছে! ওরে এখন তুই ছাড়া যে তার আপনার বলতে কেউ নেই, তাই তোর দেওয়া আঘাত সে সহ্য করতে পারে নি।"

মলয় মৌন হইয়া রহিল।

বিনোদিনী বলিলেন, "আমায় কথা দে, তুই নিজে মাকে আনতে যাবি। ওরে. তুই না গেলে হয়তো মা আসবে না।"

মলয় কহিল, "আমিই যাব মা।"

বিনোদিনী এইবার চুপ করিলেন।

মলয় দুধের বাটীটা তুলিয়া বলিল, 'এইবার দুধটা খেয়ে নাও মা।"

বিনোদিনী কহিলেন, 'এখানে এসে প্রথমে তার হাতেই খাব, কাশী থেকে আমি যে এই প্রতিজ্ঞা করে এসেছি বাবা। আমার এ ব্রত ভাঙ্গিস নি।"

মলয় বলিল, "তার তো কোনো খবরই জানি না মা। খোঁজ করে আনতে দুদিন দেরী হবে। তুমি ততদিন এমন করে থেকো না মা।"

বিনোদিনী ম্লান হাসিলেন, কহিলেন, "তোর বাবার অসুখে আমি সমানে না-খেয়ে পনরদিন তাঁর সেবা করেছিলুম। আমার এতে বিশেষ কোনো কষ্ট হবে না রে। মা আমার যতদিন না ঘরে ফিরে আসে ততদিন অন্ততঃ উপোস করে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দে বাবা।"

মলয়ের চক্ষু দুইটি এতক্ষণে সজল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী বলিলেন, "মার কাছে গিয়ে আমার সব কথাই বলবি। আরো বলবি, সে এসে আমার মুখে অন্ন না তুলে দিলে এ-জন্মে আমি আর খাব না বাবা।"

চোখ মুছিয়া মলয় বলিল, "তোমার সব কথাই তাকে বলব মা। এত নিষ্ঠুর সে নয়, সব শুনে ছুটেই আসবে।"

বিনোদিনী বলিলেন, "জানি বাবা।"

১৮

মলয়ের নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়া নিঃশব্দে সুষমা চলিয়া আসিল। অন্নের প্রথম গ্রাস বিনোদিনীর মুখে সে তুলিয়া দিল। বিনোদিনী ব্রত ভাঙ্গিলেন। বাড়ীতে আনন্দের বন্যা ছুটিল। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও একজন অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া রহিল। ইহার হেতু কেহ বুঝিল না।

এক সপ্তাহকাল কাটিয়া গিয়াছে। বিনোদিনী হঠাৎ একদিন মলয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মলয় আসিল, দেখিল বিনোদিনীর মুখ ছায়ের মত শাদা। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল সে, "কি হয়েছে মা ?"

বিনোদিনী কহিলেন, "বস বাবা, বলছি।"

মলয় বসিল।

বিনোদিনী বলিলেন, "মাকে আজ সিন্দুকের চাবিটা দিয়ে সব বুঝিয়ে দিতে গেলুম, সে চাবিটা আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বললে, আমি এ-ভার নেবাব যোগ্য নই মা, আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে আবার কিছু হয়েছে ?"

"না মা।"

বিনোদিনী কহিলেন, "তবে মা চাবিটা ফিরিয়ে দিলে যে মলু !"

মলয় বলিল, "আমি তো কিছুই জানি না মা।"

বিনোদিনী বলিলেন, "তোদের সংসার তোরা যা ইচ্ছে হয় কর, আমি আর তোদের ব্যাপারে থাকব না বাবা। আমি কালই কাশী যাব।" এই বলিয়া বিনোদিনী শুইয়া পড়িলেন।

মলয় উঠিয়া আসিল।

সারাটা দিন মলয়ের মনে এই কথাটাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল যে বিনোদিনী সুষমাকে সিন্দুকের চাবি দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সুষমা তাহা লয় নাই। দুইতিনবার সুযোগ বুঝিয়া সে সুষমার সহিত এই কথাটা কহিয়া ব্যাপারটা খোলসা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সুষমা যেন ইচ্ছা করিয়াই সুযোগগুলি নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

বাড়ীময় আবার একটা বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল। বিনোদিনী আবার সত্য সত্যই কাশী যাইতেছেন। এইবার তিনি যে আর ফিরিবেন না, ইহা বাড়ীর সকলেই স্পষ্ট বুঝিল। সারাদিন মলয় কোনো প্রকারে নিজেকে চাপিয়া রাখিল, বিনোদিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিল না। কিন্তু রাত্রি যত গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল ও খাইয়া-দাইয়া সকলে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন সে আর থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া একটি নির্জ্জন কক্ষের নিকট আসিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিল। কিছুক্ষণ পর যে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, এমন অসময়ে এখানে তাহাকে দেখিয়া সে অবাক হইল না, একটু চিন্তিত হইল।

মলয় বলিল, "চল, কথা আছে।"

"আসুন," এই বলিয়া মলয় ঘরে আসিতেই সুষমা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

কিছুক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিল না। মলয় ধীরে ধীরে বলিল, "মা কাল সন্ধ্যেবেলা কাশী রওনা হচ্ছেন। তুমি যদি একটি বারের জন্যে তাঁকে যেয়ে বল, তিনি সেই মুহূর্ত্তেই কাশী যাওয়া বন্ধ করবেন।"

সুষমা কহিল, "আমি বাধা দিলে তিনি আমার কথা রাখবেন আমি জানি। কিন্তু এর বিনিময়ে তাঁর কথা আমি রাখব কি করে?"

মলয় বলিল, "তাঁর কথাই বা তুমি রাখতে পারবে না কেন সুষমা?"

ঘাড় হেঁট করিয়া সুষমা বলিল, "তা যে হবার নয়!"

মলয় আগাইয়া আসিয়া সুষমার একখানা হাত ধরিল, কহিল, "কেন তা হবার নয়?"

সুষমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "এ বিষয়ে অনেক ভেবেছি। কোনো সমাধানই এখনো করে উঠতে পারি নি। মেয়েছেলে হয়ে জন্মালে আমার দুঃখ আপনি বুঝতেন।"

মলয় নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সুষমা বলিল, "আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। তবু এমন করে আমায় চেয়ে আমায় আর দুঃখ দেবেন না। দুঃখ আমি জীবনে অনেক পেয়েছি মলয়দা।"

মলয় তেমনি চুপ করিয়া রহিল, কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না।

সুষমা কহিল, "আপনি হাত পেতে কিছু চাইলে দিয়ে যত আনন্দ হয়, না দিতে পারলে তার দুঃখটা যে হাজারগুণ বেশী আমাকে ব্যথা দেয়। যা হয় না, তার আশা আপনি ছেড়ে দিন। মিছে আমাকে ব্যথা দিচ্ছেন, নিজেও ব্যথা পাচ্ছেন।"

মলয়ের মুখখানা কালীবর্ণ হইয়া গেল। সে অধোমুখে বলিল, "এ কথায় তুমি ব্যথা পাও আগে জানলে কোনোদিন এমন করে তোমায় দুঃখ দিতে আসতুম না। আজ থেকে এই কথায় আমি ছেদ টেনে দিলুম সুষমা। আচ্ছা তুমি ঘুমও। আমি চলি।"

সুষমা বাধা দিয়া বলিল, "পৃথিবীর সব লোক আমায় ভুল বুঝেছে, পর করে দিয়েছে, কিন্তু তুমি আমায় ভুল বুঝো না, পর করেও দিও না। তোমার এ প্রস্তাবে না বলার ব্যথা যে কত বড় তা একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।"

মলয় চুপ করিয়া রহিল। বলিতে বলিতে সুষমার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "মলয়দা, শুধু তোমারই মুখ চেয়ে আজ আমি পাষাণ হয়ে গেছি। তুমি আজ যে পথে পা বাড়াচ্ছ, সে পথ যে কত সর্পিল তা তুমি আজো হয় তো বুঝতে পারছ না! যেদিন তা বুঝবে সেদিন আজকের এই ভুলের জ্বালা তোমার সর্ব্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দেবে!"

মলয় বলিল, "কি এমন ভুল আমি করছি তা জানি না।

যদি সত্যিই তার বিষ থেকে কোনোদিন আগুন জ্বলে ওঠে তবে সে আগুন নেভাবার জন্যে তুমিই তো আমার পাশে থাকবে।"

"না। সে-আগুন যার মনে তখন জ্বলবে, তার কাছে আমার মাথা লজ্জায় যে আর উঠবে না!"

মলয় না বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সুষমা বলিল, "আমি তোমার ভাবী সন্তানদের কথা বলছি। তারা যখন বড় হবে, আমাব জীবনের এই চরম লাঞ্ছনার কথা শুনবে, বল তো মলয়দা আমি তখন কি করব, আর তুমিই বা তখন কি করবে?"

মলয় পাংশুমুখে সুষমার দিকে চাহিল। সুষমার চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। কিছুকাল উভয়েই কোনো কথা বলিল না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মলয় বলিল, "কিন্তু এরও বিধান তো আমাদের শাস্ত্রে আছে! শাস্ত্রকারেরা ধর্ষণকারী পুরুষেরই কঠোরতম সাজার ব্যবস্থা করেছেন। লাঞ্ছিতা নারীর সামাজিক সম্মান এতটুকুও নষ্ট হতে দেন নি। যাক" পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, "মা তো কাল চললেন, তুমি কবে যাচ্ছ?"

সুষমা বলিল, "তুমি যবে অনুমতি দেবে।"

মলয় বলিল, "যদি অনুমতি না দি?"

সুষমা কিয়ৎক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, কহিল, "আমার অমঙ্গল হবে এমন কাজ তুমি করতে পার না, এ আমি ভাল করেই জানি।"

মলয় চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন বিনোদিনী কাশী রওনা হইয়া গেলেন।

এক সপ্তাহকাল পর মলয় ঘরে বসিয়াছিল। সুষমা ঘরে আসিয়া বলিল, "চিঠি এসেছে।"

ব্যস্ত হইয়া মলয় বলিল, "দেখি।"

পত্রটি দ্রুত পড়িয়া মলয়ের মুখখানা আনন্দে ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "যাক তোমাদের মহিলা-কুটীরে যোগদান করবার অনুমতি তা হলে পেলুম।"

সুষমাও একটু হাসিল।

মলয় বলিল, "তা হলে চল কালই আমরা রওনা হই।"

সুষমা বলিল, "হ্যাঁ, কালই চল। পিসিমা বড় ব্যস্ত হয়েছেন।"

"আচ্ছা।"

পরদিন সকালে ট্রেনে দুইজনেই রওনা হইল। ট্রেনে বিশেষ কেহ ছিল না। যে দুই-একজন ছিলেন তাঁহারা পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন।

সুষমা সারাক্ষণ জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল। এতক্ষণ সে কি ভাবিতেছিল সে-ই জানে। অকস্মাৎ তাহার চোখ দুইটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, সে ধীরে ধীরে বলিল, "আমার জন্যে আপনি আজীবন এ দুঃখের তপস্যা কেন নিলেন?"

মলয় একটু হাসিল, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া উঠিল এবং শান্তকণ্ঠে বলিল, "বাইরের দিকে চেয়ে দেখ সুষমা, সব

পেছিয়ে পড়ছে—ঘাট, মাঠ, নদী। ঠিক এমনি করেই সেই আদিতম প্রভাত থেকে সমস্ত ঝড়-ঝাপটা, সমস্ত ভূমিকম্প তুচ্ছ করে এ-পৃথিবী আমাদের নিয়ে এগিয়েই চলেছে, আর সব পেছিয়ে পড়ছে। তার এ যাত্রাপথে কোথাও এতটুকু বিশ্রাম নেই, কোথাও এতটুকু দ্বিধা নেই, কোথাও এতটুকু পশ্চাদপসরণ নেই। তুমি আজ যা পারলে না, যাকে স্বীকার করে নিতে তোমাব সংস্কারে আজ বাধলো, অনাগত কালের ভাবী প্রভাতে যেন ভবিষ্য সমাজ তাকে মাথায় করে তুলে নিতে পারে—তার জন্যই আজীবন এ তপস্যার ক্লেশ আমি হাসিমুখেই বহন করব।"

সুষমা জানালাব বাহিবেব দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখ হইতে অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মলয় নীরবে তাহাব একখানি হাত ধরিল।

ট্রেন ঘাট, মাঠ ও নদী পাব হইয়া তেমনি ছুটিতে লাগিল।